

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।

নামহট্ট পরিচয়

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য : শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীতুঙ্গবিদ্যা শ্রীচিত্রা শ্রীচম্পকলতা শ্রীললিতা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারাণী শ্রীবিশাখা শ্রীইন্দুলেখা শ্রীরঙ্গদেবী শ্রীসুদেবী



ইস্‌কন শ্রীমায়াপুর ধাম



প্রকাশক ঃ
ইস্‌কন
শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্টের পক্ষে
শ্রীগৌরচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
ফোন ঃ (০৩৪৭২) ২৪৫৩০৫
মোঃ ৯৭৩৪৬১৫৯১৮, ৯৪৭৫১৪৭২৭৯

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ৪০,০০০ কপি, ২০১২
শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের ৫৯ তম ব্যাসপূজা আবির্ভাব তিথি

মুদ্রণ ঃ
শ্রীকৃষ্ণ প্রেস এণ্ড ডি.টি.পি. সেন্টার
বল্লালদিঘী, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
মোঃ ৯৭৩৩৫৪২৬৭৮



সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিশেষ সূচী

ইসকন) শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরে সারাদিনের অনুষ্ঠান



নিবেদন

শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধ-ভক্তিযোগ অনুশীলনকারী বৈধ সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তদের কীর্ত্তনই একমাত্র শোনা উচিত। অন্যথায় সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ পানের মত তাহার ফল বিষময় হয়। যাহারা কীর্ত্তন করিয়া জীবিকা অর্জন করে তাহাদের কীর্ত্তনও শোনা উচিত নয়।

নাম কীর্ত্তনের ফলে মানুষের বহু জন্মের পুঞ্জীভূত পাপরাশী অচিরেই ক্ষয় হয়, কীর্ত্তনকারী বার বার অপরাধ করিলে, তা নাম প্রভু ক্ষমা করেন না। তাছাড়া যে সব মহাত্মা বৈষ্ণবগণ শুদ্ধ-ভক্তি-যোগ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবজ্ঞা বা নিন্দা করা এক মহাপরাধ—যাহার ফলে ভক্তিলতা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

পাপপঙ্কিল কলিযুগে ধর্মের স্তম্ভস্বরূপ সত্য, দয়া, তপ ও শুচিতাদি যাহারা ধ্বংস করিতেছে তাহারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, জীব-হিংসা, মাদকদ্রব্য ও দ্যূতক্রীড়াদি অধর্মের দ্বারা জড়িত হইতেছে। তাই যাহারা শুদ্ধভাবে ভগবদ্‌ভজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের মাছ-মাংস-ডিম্বাদি আমিষাহার, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ, চা, পান, কফি, মদ ও জুয়া খেলা থেকে যতদূর বিরত থাকা যায় ভজনে ততই উন্নতি হয়।

শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট প্রকল্প অনুসারে সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে ভক্তিযোগ অনুশীলনে বিভিন্ন, গীতি, প্রার্থনা, মন্ত্রাদি কীর্তন করেন। সকালে মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠিত হয়, গুর্ব্বষ্টক, কীর্ত্তনের মাধ্যমে (যথাস্থানে দেখুন)। তারপর 'পঞ্চতত্ত্ব' মহামন্ত্র গীতি ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র যথাক্রমে গীত হয়। সন্ধ্যারতির বিশেষ কীর্ত্তন শুরু হয় 'শ্রীগৌর-আরতি' (যথাস্থানে দেখুন) কীর্ত্তন দিয়া, এর পর 'পঞ্চতত্ত্ব' মহামন্ত্র ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র গীত হয়।

গুরুদেবের দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া ভক্তগণ প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যা আরতি সমাপ্ত করেন শ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান কীর্ত্তন করিয়া (যথাস্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের

কীর্তন দেখুন)। প্রতিদিন সকাল ও সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শ্রীমতী তুলসীদেবীর পূজা হয়—তুলসী প্রণাম মন্ত্র (যথাস্থানে দেখুন) তিনবার উচ্চারণ করিয়া প্রথমে তুলসীদেবীকে আভূমি প্রণাম জানান হয়, তারপর ধূপ, প্রদীপ, ও ফুল দিয়া শ্রীমতী তুলসীদেবীর পূজা সম্পন্ন করিয়া তুলসী আরতী (যথাস্থানে দেখুন) কীর্তন করিয়া তুলসীদেবীকে কমপক্ষে ভক্তগণ তিনবার প্রদক্ষিণ করেন ও প্রত্যেক ভক্ত তুলসীদেবীর পদমূলে (কেবল সকাল সময়) তিনবার জলদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে ভক্তগণ আবার তুলসী প্রণাম মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম জানান। গুরুদেব সন্তুষ্ট হইলে শ্রীভগবান তুষ্ট হন, তাই প্রতিদিন সকালে গুরুদেবের চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিয়া ভক্তগণ একটি গুরুবন্দনা শ্রীগুরুচরণ পদ্ম (যথাস্থানে দেখুন) কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠের আগে 'জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী' ভজনটির পরে ভক্তগণ পঞ্চতত্ব মহামন্ত্র ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

জয় রাধা মাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজন বল্লভ গিরীবরধারী ।।
যশোদানন্দন, ব্রজজন রঞ্জন,
যামুনতীর বনচারী ।।

— o —

হরেকৃষ্ণ!

এই সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে, ভক্তগণের সুবিধার্থে প্রাথমিক পূজা পদ্ধতি সহ বিভিন্ন ভজন, অষ্টক ও বিবিধ শিক্ষা মূলক বিষয় সংযোজিত হইল। যাহাতে ভক্তগণ কৃষ্ণভক্তির অগ্রগতির পথে দ্রুত সাফল্যতা লাভ করিয়া পূর্ব্বাচার্যগণের সহিত শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরের কৃপা লাভের অধিকারী হইতে পারেন।

"দোষ ত্রুটি সংশোধিত করিয়া গ্রহণ করিতে অনুরোধ।"

হরেকৃষ্ণ!

শ্রীনামহট্ট কথা

যদিও এতদ্দেশে নামহট্ট কথাটি নতুন নহে, তবুও আমাদিগকে নামহট্ট কি—এই প্রশ্নটির প্রায়ই সম্মুখীন হইতে হয়, এই হেতু নামহট্ট সম্বন্ধে যথাসম্ভব এইখানে সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে। 'নাম' বলিতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে একেই বুঝায় এবং 'হট্ট' শব্দের অর্থ হইল হাট। তবে ব্যবহারিক ভাষায় আমরা 'হাট' বলিতে যাহা বুঝি এই ক্ষেত্রে তাহা হুবহু এক নহে। শুধুমাত্র হাটের সাদৃশ্য হেতু, 'হট্ট' কথাটির ব্যবহার। নাম নিত্য বস্তু, অতএব তাহার হাটও নিত্য... ...। নাম বৈকুণ্ঠ বস্তু, সুতরাং নামের প্রকৃত হাটও বৈকুণ্ঠেরই... ...। অতএব এই 'নামহট্ট' ব্যাপারটি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেলেও, মূলতঃ তাহা একটি নিত্য ব্যাপার... অপ্রাকৃত ব্যাপার। এই ব্যাপারটি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আমাদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রযুক্ত হওয়া নিবন্ধন, প্রাপঞ্চিক জগতে উদয় করাইয়াছেন মাত্র। সুতরাং সকলকেই এই নামহট্ট সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞান লাভ করা উচিত।

নামহট্টের প্রকৃত ইতিহাস জানিতে হইলে জীবের নিত্য ধর্ম, জৈব ধর্ম, ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম নামে ব্যবহারিক ভাষায় যাহা বুঝায়—তাহার সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা দরকার, সুতরাং প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য যে, অতিসম্প্রতি আমারা মানুষকে (বিশেষতঃ তথাকথিত শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত সম্প্রদায়) মুখে মুখে বলিতে শুনি যে, " বৈষ্ণব ধর্মটি নিতান্তই নব্য বা আধুনিক। শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বে এর আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না।" আবার কেহ কেহ ভ্রম-ধারণায়, প্রমাদ তাড়নায়, বিপ্রলিপ্সা-বশে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অপটুতা-নিবন্ধন নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ-সত্যগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বলেন যে, "ওসব আসলে কোন ব্যাপারই নহে। এইতো এই মুসলমান রাজত্ব কালীন সময়ের কথা। যখন আমাদের দেশের লোক (বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক) সকল পাইকারী হারে ধর্মান্তরিত হইয়া মুসলমান হইয়া যাইতেছিল, তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর্বিভূত হইয়া সনাতন ধর্মকে রক্ষা করিবার জন্য, এই

বৈষ্ণব মতের সূচনা করেন ও প্রচার করেন।" এই ধরনের কথা যাহারা বলেন, তাহারা যে সপ্তম গোস্বমী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'জৈব ধর্ম' গ্রন্থের চতুর্ভূর্জ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দলের এক একটি 'লোকরত্ন' তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই 'চতুর্ভূর্জ ন্যায়রত্ন মহাশয় এত সব ন্যায় পড়িয়াও শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণব ধর্মকে নব্য বা আধুনিক বলিয়া যেইরূপ একটি অন্যায় করিয়াছিলেন, অতি সাম্প্রতিক কালের অবৈদিক দর্শন প্রভাবিত, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যাপারটাও ঠিক সেইরূপ। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে চতুর্ভূর্জ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে, শ্রীঅদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজের কৃপাদেশ ক্রমে শ্রীবৈষ্ণবদাস বাবাজী মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার সারমর্ম অবহিত হইলেই আমাদের ভ্রম অপনোদনের আনুকূল্য হইবে। তাহা এই যে, "যে সময় হইতে জীব হইয়াছে, সে সময় হইতে এই মতও (বৈষ্ণব মত) হইয়াছে। জড়ীয় কালে জীবের আদি পাওয়া যায় না, অতএব জীব অনাদি ও জৈব ধর্মরূপ বৈষ্ণব ধর্মও অনাদি। তাহার শাস্ত্র প্রমাণ এই যে, ব্রহ্মা সকলের আদি জীব। তিনি বৈষ্ণব, তাঁর পুত্র চতুঃসন বৈষ্ণব, তারপর শিব বৈষ্ণব, প্রহ্লাদ বৈষ্ণব, ধ্রুব বৈষ্ণব।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা যথার্থই বৈদিক ইতিহাস জানেন ও সম্যক জ্ঞান রাখেন তাঁহারা নির্দ্বিধায় বুঝিতে পারিবেন যে, 'বৈষ্ণব ধর্ম'—কথাটি মোটেই নব্য বা আধুনিক কিছু ব্যাপার নহে।

ইহা ছাড়াও দেখা যায় বিভিন্ন স্থানে খনন কার্যের সময়, প্রাপ্ত মূর্তিগুলি অধিকাংশই বিষ্ণু মূর্তি। তাহাতেও বুঝা যাইতে পারে যে, পুরাকালে 'বিষ্ণু উপাসনার অস্তিত্ব সমাজে ছিল। অর্থাৎ তখনও বৈষ্ণব ছিল। ইহা বিলক্ষণ সত্য কথা'।

সেই যে, বৈষ্ণব ধর্ম—তাঁহার ভগবদুপাসনার মূল কথাই হইল "কীর্তনীয় সদা হরিঃ।" এই হরি কীর্তনের কথাটাই শ্রীমন্মহাপ্রভু যথাযথ ভাবে আচার ও প্রচারক্রমে অবহিত করিয়াছেন, যাহাতে জীব আত্যন্তিক মঙ্গল লাভ করিতে পারে... ...। অতএব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত হইল, জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলোদয়ের ব্যবস্থা পত্র, সেই ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী দেখা যায় যে, এই কলিতে জীব "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।" এই মহামন্ত্র কীর্তনের দ্বারাই পঞ্চমপুরুষার্থ মুনিজন সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে পারিবে। শুধু এই কথাটিই

প্রচার করিবার জন্য তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা।।'

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩/৮-৯)

অনন্তর যাহা হইল, তাহা এই যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কীর্তনাখ্য ভক্তিপীঠ গোদ্রুম দ্বীপের সুরভীকুঞ্জে 'নাম-প্রচার' কার্যের কেন্দ্র স্থল করিলেন। এই ভাবেই নামহট্টের প্রাপঞ্চিক প্রকাশ ঘটিল। অতএব এই নামহট্ট ব্যাপারটি একটা নতুন কিছু নহে।

সে যাহাই হউক, সারকথা এই যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুই নামহট্টের মূল মহাজন। অনন্তর তাঁহার অপ্রকট প্রকটে প্রস্থানের পর, এই নামহট্ট বা প্রচার প্রসঙ্গের দায়িত্ব আসিল ষড়্ গোস্বামীর উপর। তাঁহারা সকলেই লুপ্ত-তীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সকল পুনঃ প্রোক্তন করিতে ব্যাপৃত ছিলেন। শেষের দিকে ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীপাদই প্রকট ছিলেন এবং তিনি শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুত্রয়কে যাবতীয় গ্রন্থ দিয়া প্রচার কার্য নির্বাহ করিতে আদেশ করিলে পুনরায় নামহট্টের পুষ্টি সুচিত হয়। এই প্রভুত্রয়ও এক সময়ে লীলা সংবরণ করিলেন। অতঃপর দীর্ঘ দিন ভারতের পারমার্থিক আকাশ বা গৌড়ীয় গগনে 'গৌরচন্দ্র' নানা প্রকার কুসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকার দ্বারা দীর্ঘ দিন আচ্ছাদিত ছিলেন।

অনন্তর জীবের কোন অনির্বচনীয় সুকৃতির ফলে গৌড়ীয় আচার্য ভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ প্রকটিত হইয়া গৌড়ীয় গগনকে অন্ধকারমুক্ত করিয়া শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রকাশ করিলে, তাঁহার শিক্ষা, 'জীবে দয়া নামে রুচির' কথা সাধারণকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার পর তদীয় শিষ্যবৃন্দের অন্যতম কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ... ...। তিনি এই নামকে সাত সমুদ্র তের নদীর পার পর্যন্ত প্রচার করিয়া, তথায় সুকৃতিমান ব্যক্তিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর

কৃপার ছত্রছায়াতলে আকর্ষণ করিলেন, তাহাতে নামহট্টের উত্তরোত্তর সাবলীলতা ও শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তারপর ১৯৭৭ ইং সালে তিনিও অপ্রকট হইলেন এবং এখন তদীয় কৃপাপাত্র শিষ্যবর্গের অন্যতম—শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামীর পরিচালনায় শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট প্রচারের ব্যবস্থা উত্তরোত্তর শ্রী ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়া বিশ্ববাসীর আত্যন্তিক মঙ্গলোদয়ের আনুকূল্য করিতেছেন।

এখন নামহট্টের এই শ্রীবৃদ্ধির সময়ে সপ্তম গোস্বামী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথাগুলি খুবই প্রনিধানযোগ্য, তিনি বলিয়াছিলেন—

(ক)

"নিস্বার্থভাবে যাঁহারা নাম প্রচার করিবেন, তাঁহারা সর্বত্রপূজনীয় হইবেন এবং বিশুদ্ধ নামের চিৎফলকই কুতর্করূপ অন্ধকারকে অতি শীঘ্র নাশ করিবে সন্দেহ নাই, ... আমরা আশা করিতেছি যে, নামের হাট্টের পর্ব্বটি অতি অল্পদিনের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার হইবে। শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যে যে উপাধি প্রবেশ করিতেছে, তাহা ক্রমশ দূর হইবে এবং অবশেষে শুদ্ধ নামের জয়পতাকা দেশ-বিদেশে উড্ডীয়মান হইতে থাকিবে।

শ্রীশ্রীনামহট্ট, বিঃ পঃ
১ম বর্ষ।

(খ)

আহা! যেদিন ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, প্রুশিয়ায় ও আমেরিকায় তদ্দেশের ভাগ্যবন্ত পুরুষসকল নিশান, ডঙ্কা, খোলকরতলাদি লইয়া মুহুর্মুহু নিজ নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম উল্লেখপূর্বক হরিনাম কীর্ত্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সেদিন কবে হইবে! আহা! যেদিন একদিক হইতে বিলাতীয় শ্বেতবর্ণ' পুরুষ সকল 'জয় শ্রীশচীনন্দন কী জয়' এরূপ ধ্বনি করত প্রসারিত বাহু হইয়া অপরদিকে অস্মদেশীয় ভক্তবৃন্দের সহিত আলিঙ্গনপূর্বক ভ্রাতৃভাব করিবেন, সে দিন কবে হইবে! যে দিন

তিনি নিজেকে শ্রীনামহট্টের ঝাড়ুদার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

তাঁহারা বলিবেন, হে আর্য ভ্রাতৃগণ! আমরা প্রেমসমুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছি, এখন তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন দাও! সেদিন কবে হইবে। যেদিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণব প্রেমই সর্ব জীবের একমাত্র ধর্ম হইবে এবং সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রধর্ম অনন্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মে আসিয়া মিলিত হইবে, সেদিন কবে হইবে!

—নিত্য ধর্ম সূর্য্যোদয়,
সঃ তোঃ ৪/৩

অনন্তর তাঁহারই আর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে নামহট্ট কার্যসূচির সঙ্গে যুক্ত হইতে আহ্বান জানাইয়া এই নামহট্ট কথার উপসংহার করি। তাহা এই, "হে শুদ্ধ ভক্তবৃন্দ। শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম জগজ্জীবের পরম ধন। যে সকল ধর্ম আজকাল ধূমধামের সহিত দেশে দেশে প্রচারিত হইতেছে, সে সমস্তই সদোষ ও অসম্পূর্ণ। যখন সেই সমস্ত ধর্ম কুণ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত হইবে এবং পরম ধর্ম অগ্রসর হইয়া সকল দেশে ব্যাপ্ত হইবে, সেই সুখজনক সময় আমাদের আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখন সকলে বদ্ধ পরিকর হইয়া শ্রীনামহট্টের পুষ্টি করুন। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ ভক্ত ব্রাজকবিপণী মহোদয়গণ শুদ্ধনামের পসরা মস্তকে করিয়া আমাদের হৃদয়নাথ শ্রীগৌরাঙ্গকে ও তাঁহার জগৎ পাবন হরিনামের প্রচার করুন।"

শ্রীশ্রীনামহট্ট, বিঃ পঃ



নামহট্ট কি ?

শুদ্ধ চিন্ময় পারমার্থিক সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে, লুপ্ত মানবতার পুনরুদ্ধারে নিঃস্বার্থ সেবাব্রত সাধনে, এবং মহোৎসব-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের মহিমা প্রচারে ও সঙ্কীর্তনে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ অথবা যে কোনও জড়জাগতিক পদমর্যাদার প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে, একটি সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে, সকল বিশ্বাসভাগী জনগণকে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধকারী অপ্রাকৃত সমাবেশ এই নামহট্ট।

(শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী)

নামহট্টের ইতিহাস

নামহট্ট (সমবেতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার এক মিলন ক্ষেত্র) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে প্রায় ৫০০ বছর আগে নবদ্বীপধামের সুরভিকুঞ্জে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং তাঁর পার্ষদবর্গ কর্তৃক আদি নামহট্ট আন্দোলন যেভাবে প্রচলিত হয়েছিল, তা শ্রীনাম সঙ্কীর্তনের যুগধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জনগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সকল সত্তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের সচেতনতার নীতি অনুসারে এবং প্রত্যেক জীবাত্মাই ভগবানের গুণবৈশিষ্ট্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপ তা স্বীকার করে নিয়ে, এই অন্দোলন ঘৃণা, বিদ্বেষ, লোভ, অন্ধবিশ্বাস এবং নৈতিক অধঃপতনের মাধ্যমে সৃষ্ট জড়-জাগতিক ভ্রান্তধারণার সকল বিঘ্ন অতিক্রম করেছিল।

নামহট্ট জনগণের এক বিপুল অংশের উপকার সাধন করে থাকলেও, কালক্রমে শুদ্ধ রূপে তার আদি শিক্ষাধারা অনেকাংশেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই অবনতি লক্ষ্য করে, সঙ্কীর্তন আন্দোলনের শুদ্ধ এবং সুচারু রূপটির পুনরুদ্ধারে নিজ প্রয়াসে নিয়োজিত করেছিলেন।

তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সুরভিকুঞ্জে নামহট্ট পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতবর্ষে ৫০০ টিরও বেশি শাখা প্রসারিত হয়েছিল। সেই সময়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ভবিষ্যৎ কালে এক মহাত্মা আবির্ভূত হবেন এবং শ্রীনাম সঙ্কীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে জগৎব্যাপী এক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করবেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আজ্ঞানুসারে, ১৯৬৫ সালে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের উদ্দেশ্যে, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে শ্রীনাম সঙ্কীর্তন বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অব্যবহিত পরে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়রক শহরে ইস্‌কন রেজিস্ট্রিকৃত হয় এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর সমস্ত প্রধান দেশগুলিতে ইস্‌কন সঙ্ঘাদি রেজিস্টারড হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবৃন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের উদ্যোগে ভারতে ইস্‌কন রেজিস্ট্রিকৃত হয়। সারা পৃথিবীব্যাপী ১০৮ টি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বিকৃত বর্ণ সম্প্রদায় ব্যবস্থার উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে এবং তার পরিবর্তে 'দৈব বর্ণাশ্রম' প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দেশের সুদূরবর্তী গ্রামে-গঞ্জেও এই ব্রত প্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যসমূহকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এরই ফলে ভারত আবার জগৎ-সভায় তার পূর্ব-মহিমান্বিত মর্যাদার আসন পুনরুদ্ধার করবে।

১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবনা প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তাঁর শিষ্যসমূহকে। তাঁর অনির্বাণ অভিলাষ পূরণার্থে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিলাষ পূরণার্থে, এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিলাষ পূরণার্থে, প্রতি নগরাদি গ্রামে শ্রীকৃষ্ণভাবনা অবশ্যই পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে —ইস্‌কন বর্তমানে এই নামহট্ট কার্যক্রমের সূচনা করেছে।

(শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী)

নামহট্টের ঐতিহ্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলনের মধ্যে নিহিত সমস্ত কৃপাশীর্বাদরাজি সাধারণ জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ বর্জন করে বিতরণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণের কর্তব্যই নামহট্ট আন্দোলনের সবিশেষ ঐতিহ্যরূপে তার নামের মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, প্রতি গৃহে, প্রতি গ্রামে এই আন্দোলন প্রসারে যথাসাধ্য সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক সেবা গোষ্ঠীর এবং সেই সেবা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সদস্যদের পবিত্র দায়িত্ব। শ্রীল ভক্তিবিনোদের বাণী ঃ 'গৃহে থাকো, বনে থাকো, সদা হরি বলে ডাকো' -- পরিপূর্ণ সার্থক করে তোলার লক্ষ্যের অভিমুখী এই নামহট্ট সংগঠন। সঙ্কীর্তন আন্দোলনের প্রচারের জন্য, গৃহস্থই হোন্ বা সন্ন্যাসীই হোন্, প্রত্যেকেরই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা উচিত। এই হল মহান্ নামহট্ট ঐতিহ্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক উপদেশাবলী আন্তরিকভাবে গ্রহণের সহজ সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি বিভিন্ন মানবসত্তাকে পরিপূর্ণ সার্থকতা দান এবং অন্য সকলকে মুক্ত এবং উদারভাবে সেই উপদেশাবলী প্রদান।

(শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী)

নামহট্ট

অনুষ্ঠান সঙ্কেত

অতি সম্প্রতি আমাদের নামহট্টের নথীভুক্ত সংঘ সংখ্যা প্রায় ১৯০০। এই সকল সংঘের অধিকাংশই নব গঠিত কিছু সংঘ আছে, যেগুলি পূর্ব হইতে 'হরিসভা' ছিল এবং এখন নামহট্ট নামে অভিহিত হইতেছেন। এতগুলি সংঘের মধ্যে অধিকাংশই নবগঠিত হওয়ায়—বিভিন্ন সংঘে মহামিলন দিবসে ও অন্যান্য কীর্তন দিবসে বিভিন্নভাবে কীর্তনাদির অনুষ্ঠান হইতে দেখা যায়। ফলে, একটি নামহট্ট সংঘ হইতে অন্যটিই পরখ হইয়া পড়ে ... । ইহার প্রধান কারণ হইল, সর্বত্র একই ধারায় কীর্তনাদি অনুষ্ঠান করার কোন সাধারণ জ্ঞাতব্য পুস্তিকা নাই। অতএব আমরা অত্র নামহট্ট অনুষ্ঠান সঙ্কেত প্রকাশ করিলাম। সকল নামহট্ট গুলিতে যদি একইভাবে ভজন-কীর্তনের অনুশীলন হয়, তবে আশা করা যায় যে, একটি সংঘের ভক্তদের সঙ্গে অন্য একটি সংঘের ভক্তগণ স্বাভাবিকভাবেই ভজন-কীর্তনে সম্মিলিতভাবে করিতে পারিবেন।

১) শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্টের মহামিলন স্থানে একটি উচ্চ আসনে রাধামাধব, পঞ্চতত্ব, নৃসিংহদেব, ও গুরুপরম্পরা-- আলেখ্য (চিত্র পট) থাকা বাঞ্ছনীয়।

২) একটি 'তুলসীর টব' অবশ্যই রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩) অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ-গান্ধর্বিকা গিরিধারী, গোবিন্দ গোপীনাথ, রাধামদনমোহন-এর জয় ঘোষণাপূর্বক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন।

প্রেমধ্বনি

যথা—নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস, অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কি জয়! নিত্যলিলা প্রবিষ্ট জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস, পরম ভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ সচিচদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কি জয়! নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত বৈষ্ণব সার্বভৌম সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কি জয়! নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়! প্রেমসে কহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয়! শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম কি জয়! শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গোপ-গোপীনাথ শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড দ্বাদশ বনাত্মক ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয়! পুরুষোত্তম ক্ষেত্র শ্রীশ্রীজগন্নাথ পুরী ধাম কি জয়! গঙ্গা মায়ী-যমুনামায়ী কি জয়! ভক্তিদেবী তুলসী মহারানী কি জয়! শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট কি জয়! শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্তন কি জয়! সমবেত গৌর-ভক্তবৃন্দ কি জয়! জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।

মঙ্গলাচরণ

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা- কৃষ্ণপাদান সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ।।

শ্রীগুরু প্রণাম

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁবিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায়া ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ।।
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে ।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ।।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ।।
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাব্ধয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ।।
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোহস্তু তে ।।
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে ।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে ।।

শ্রীল-গৌরকিশোর দাস বাবাজী-প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্‌বৈরাগ্যমূর্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ।।

শ্রীল-জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জন-প্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ।।

শ্রীবৈষ্ণব-প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ।।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য-নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ।।

পঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দিনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোস্তু তে ।।

শ্রীরাধাপ্রণাম

তপ্ত-কাঞ্চন-গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী।
বৃষভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দ-মতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্ব-পদাম্ভোজৌ রাধা-মদনমোহনৌ ॥

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্-বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগার-সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীল-গোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাস-রসারম্ভী বংশীবট-তটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণু-স্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তু নঃ ॥

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু-নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

বিবিধ বিশেষ মন্ত্রাবলী

শ্রীগুরুদেব-প্রণামমন্ত্র

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং।
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীং।।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকা-মাধবাশাং।
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোস্মি।।

শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু-প্রণামমন্ত্র

আনন্দ-লীলাময়-বিগ্রহায়
হেমাভ-দিব্যচ্ছবি-সুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরস-প্রদায়
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-প্রণামমন্ত্র

নিত্যানন্দ! নমস্তুভ্যং প্রেমানন্দ-প্রদায়িনে।
কলৌ কল্মষঃ-নাশায় জাহ্নবা-পতয়ে নমঃ।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু-প্রণামমন্ত্র

শ্রীঅদ্বৈত! নমস্তুভ্যং কলিজন-কৃপানিধে!
গৌরপ্রেম-প্রদানায় শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ!

শ্রীগদাধর-প্রণামমন্ত্র

গদাধরমহং বন্দে মাধবাচার্য্য-নন্দনং।
মহাভাব-স্বরূপং শ্রীচৈতন্যাভিন্ন-রূপিণং।।

শ্রীবাস-প্রণামমন্ত্র

শ্রীবাস-পণ্ডিতং নৌমি গৌরাঙ্গ-প্রিয়পার্ষদং।
যস্য কৃপা-লবেনাপি গৌরাঙ্গে জায়তে রতিঃ।।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রণামমন্ত্র

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ।।
আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক-পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম-পালৌ
বন্দে জগৎ-প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।।

শ্রীকৃষ্ণ-প্রণামমন্ত্র

নমো নলিন- নেত্রায় বেণুবাদ্য-বিনোদিনে।
রাধাধর-সুধাপান শালিনে বনমালিনে।।

শ্রীরাধিকা-প্রণামমন্ত্র

রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দ-মোহিনীং পরাং।
বৃষভানু-সুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরি-প্রিয়াং।।
মহাভাব-স্বরূপা ত্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া-বরীয়সী।
প্রেমভক্তি-প্রদে! দেবী! রাধিকে! ত্বাং নমাম্যহং।।

শ্রীশ্রীযুগল-প্রণামমন্ত্র

বন্দে বৃন্দাবন-গুরু কৃষ্ণং কমল- লোচনং।
বল্লবী-বল্লভং দেবং রাধালিঙ্গিত-বিগ্রহং।।

শ্রীবালগোপাল-প্রণামমন্ত্র

নবীন-নীরদ-শ্যামং নীলেন্দীবর-লোচনং।
যশোদা-নন্দনং নৌমি কৃষ্ণ গোপাল-রূপিণং।।
নীলোৎপল-দল-শ্যামং যশোদা-নন্দ-নন্দনং।
গোপিকা-নয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্।।

শ্রীগোপাল দর্শন স্তব

শ্রীকৃষ্ণ গোপাল হরে মুকুন্দ,
শ্রীগোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদাতনয় প্রসীদ,
শ্রীবল্লবীজীবন রাধিকেশ।।

শ্রীবলরাম-প্রণামমন্ত্র

নমস্তে তু হলগ্রাম! নমস্তে মুষলায়ুধ!
নমস্তে রেবতীকান্ত! নমস্তে ভক্ত-বৎসল!
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ! নমস্তে ধরণীধর!
প্রলম্বারে! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্বজ।।

শ্রীশ্রীঅষ্টসখী-প্রণামমন্ত্র

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লীকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা।।
এতাভ্যোষ্টসখীভ্যশ্চ সততঞ্চ নমো নমঃ।
তথাপি মম সর্বস্বা ললিতা সর্ববন্দিতা।।

শ্রীনবদ্বীধাম-প্রণামমন্ত্র

নবীন-শ্রীভক্তিং নব-কনক-গৌরাকৃতি-পতিং
নবারণ্য-শ্রেণী-নব-সুরসরিদ্‌বাত-বলিতং।
নবীন-শ্রীরাধাহরি-রসময়োৎকীর্ত্তন-বিধিং
নবদ্বীপং বন্দে নব-করুণ-মাদ্যন্নব-রুচিং।।

শ্রীবৃন্দাবনধাম-প্রণামমন্ত্র

আনন্দ-বৃন্দ-পরিতুন্দিলমিন্দিরায়া
আনন্দ-বৃন্দ-পরিনন্দিত-নন্দপুত্রং।
গোবিন্দ-সুন্দর-বধূ-পরিনন্দিতং তদ্-
বৃন্দাবনং মধুর-মূর্ত্তমহং নমামি।।

শ্রীগোবর্ধন-প্রণামমন্ত্র

সপ্তাহমেবাচ্যুত-হস্ত-পঙ্কজে
ভৃঙ্গায়মানং ফলমূল-কন্দরৈঃ।
সংসেব্যমানং হরিমাত্মবৃন্দকৈ-
র্গোবর্ধনাদ্রিং শিরসা নমামি।।
নমস্তে গিরিরাজায় শ্রীগোবর্দ্ধন নামিনে।
অশেষ ক্লেষ নাশায় পরমানন্দ দায়ীনে।।

শ্রীযমুনা-প্রণামমন্ত্র

গঙ্গাদি-তীর্থ-পরিষেবিত-পাদপদ্মাং
গোলোক-সখ্যরস-পূরমহিং মহিম্না।
আপ্লাবিতাখিল-সুসাধু-জলাং সুখাব্ধৌ
রাধা-মুকুন্দ-মুদিতাং যমুনাং নমামি।।

শ্রীযমুনা স্নান-মন্ত্র

কলিন্দ-তনয়ে! দেবি! পরমানন্দ-বর্ধিনি!।
স্নামি তে সলিলে সর্বাপরাধান্মাং বিমোচয়।।

শ্রীগঙ্গা-প্রণামমন্ত্র

সদ্যঃ পাতক-সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখ-বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।।

শ্রীগঙ্গাস্নান-মন্ত্র

বিষ্ণুপাদ-প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্ম-মরণান্তিকাৎ।।

শ্রীরাধাকুণ্ডস্নান-মন্ত্র

রাধিকা-সম-সৌভাগ্যং সর্বতীর্থ-প্রবন্দিতং।
প্রসীদ রাধিকাকুণ্ড! স্নামি তে সলিলে শুভে।।

শ্রীশ্যামকুণ্ডস্নান-মন্ত্র

উদ্ভুতং কৃষ্ণ-পাদাব্জাদরিষ্ট-বধতশ্ছলাৎ।
পাহি মাং পামরং স্নামি শ্যামকুণ্ড! জলে তব।।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রা-প্রণামমন্ত্র

নীলাচল-নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে।
বলভদ্র-সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ।।

শ্রীশ্রীসীতা-রাম-প্রণামমন্ত্র

রামায় রাম-ভদ্রায় রামচন্দ্রায় মেধযে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়ৈ পতয়ে নমঃ।।

শ্রীভগবদ্চরণামৃত-গ্রহণমন্ত্র

অকালমৃত্যু-হরণং সর্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং।।

অপরাধ-শোধন-মন্ত্র

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূরণং তদস্তু মে।।

শ্রীমদ্ভাগবত-বন্দনা

তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপার সংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।।

শ্রীনাম-বন্দনা

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিত-নিজধর্ম-ধ্যান-পূজাদি যত্নম্।
কথমপি সকৃদাওং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে।।

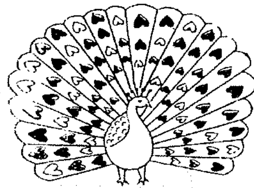
চারি যুগের তারকব্রহ্ম নাম

সত্যযুগে— নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতি।।

ত্রেতাযুগে— রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।

দ্বাপরযুগে— হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু।
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।

কলিযুগে— হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।



শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥
গুরু-মুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥
চক্ষু-দান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেম-ভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণা-সিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

শ্রীবৈষ্ণবকৃপা-প্রার্থনা

ওহে!
বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে,
তোমার চরণ ধরি ॥

ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ' দাসে ।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ'হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে ।।
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম ধনে ।।
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে ।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ।।

জয় রাধামাধব

(জয়) রাধামাধব কুঞ্জবিহারী
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ।

অনন্তর, যোগ্য ব্যক্তি থাকিলে শুদ্ধাভক্তি গ্রন্থানুগত্যক্রমে হরিকথা .... । অন্যথায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ থেকে কিছুক্ষণ পঠিতব্য ও শ্রোতব্য। অনন্তর নাম-কীর্তন ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধাভক্তি মার্গের মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজন-কীর্তন হইতে পারে।



মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ।।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ।।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা ।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ।।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ।।
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরণ ।।
এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস ।
তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ।।
তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস ।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ।।
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস ।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ।।
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ।।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ।।

মহামন্ত্র কীর্তন

(শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনই হইল আমাদের অপ্রাকৃত চেতনাশক্তি পুনর্জাগরণের একমাত্র দিব্য উপায়। মূলতঃ স্বরূপে আমরা সকল জীবই কৃষ্ণচেতনাময়, কিন্তু অনাদিকাল হইতে জড় বস্তুর সংস্পর্শে আমাদের চেতনা কলুষিত। যে জড় পরিবেশের মধ্যে বর্তমানে আমরা বাস করিতেছি, তাহাকে 'মায়া' বা মোহ বলে। 'মায়া' শব্দের অর্থ হইল যাহা নহে.....। ভৃত্য কৃত্রিম উপায়ে সর্ব-শক্তিমান প্রভুর অনুকরণ করিলে তাহাকে মায়া বলে। আমরা যতই জড়া-প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছি, প্রকৃত সম্পদ আত্মসাৎ করিবার প্রয়াস করিতেছি, ততই প্রকৃতির কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে-মায়াজালে জড়াইয়া পড়িতেছি। প্রকৃতিকে জয় করিতে গিয়া প্রকৃতির অধীন হইয়া পড়িতেছি, ইহাই হইল 'মায়া'। কিন্তু আমাদের শাশ্বত কৃষ্ণভাবনা পুনর্জাগরণের ফলে এখনই জড়া-প্রকৃতির সহিত এই মায়িক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো যায়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এই মহামন্ত্র আমাদের চিন্ময় শুদ্ধ চেতনাশক্তির পুনর্জাগরণের অপ্রাকৃত পথ। এই অপ্রাকৃত ধ্বনি তরঙ্গ কীর্ত্তন দ্বারা আমরা হৃদয়ের সমস্ত সংশয়, অবিশ্বাস দূর করিতে পারি, ঐসব সংশয় ও অবিশ্বাসের মূল হইল ভ্রান্ত ধারণা, যথা—যাহা কিছু দৃশ্যমান, আমি তাহার 'প্রভু'। কৃষ্ণভাবনা এইরূপ কোন কৃত্রিম মানসিক উৎপীড়ন নয়; ইহা জীবের আদি শক্তি। যখন আমরা এই মহামন্ত্র শ্রবণ করি, তখন আমাদের এই চেতনার পুনর্জাগরণ হয়। ভগবদুপলব্ধির এই সহজতম পথটিই হইল এ যুগের ধর্ম্ম। বাস্তব অভিজ্ঞতা (Practical Experience) হইতেও বোঝা যায় যে, এই

মহামন্ত্র কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এক অপ্রাকৃত পরিবেশ অনুভব করা যায়। জড় দৃষ্টিতে আমাদের ইন্দ্রিয় সুখভোগ হইল নিম্ন পশুর স্তরভুক্ত। এই স্তরাপেক্ষা সামান্য উন্নত জীব মায়ার বন্ধন হইতে মুক্তির জন্য মানসিক যুক্তি বলে নিয়োজিত হয়, ইহা অপেক্ষা উন্নত যথেষ্ট বুদ্ধি সম্পন্ন জীব সকল কারণের পরম কারণ ভগবানের সন্ধানে তৎপর হয়। এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন আধ্যাত্মিক স্তর হইতে কার্য করে এবং এই ভাবে এই ধ্বনি তরঙ্গ চেতনার সকল নিম্নস্তর (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি) অতিক্রম করে। এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনের জন্য মন্ত্রের ভাষা বুঝিবার প্রয়োজন নাই, কোন যুক্তি তর্কের প্রয়োজন নাই অথবা বুদ্ধির সহিত ঐক্যসাধন (Intellectual Adjustment)-এর কোন প্রয়োজন নাই, ইহা স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক স্তর হইতে আসে, তাই কোন রকম পূর্ব-যোগ্যতা ছাড়াই যে কেহ 'অপ্রাকৃত ধ্বনি'-কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করিতে পারে।

এই বিষয়ে লক্ষণীয় বিষয়টি হইল, এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন যতদূর সম্ভব শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ হইতেই শ্রবণীয়। দুগ্ধ পরমোপাদেয় বস্তু হইলেও সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ যেমন বিষবৎ পরিত্যাজ্য, অভক্তের মুখ হইতে নাম শ্রবণও তদ্রূপ বিষবৎ। শুদ্ধ ভক্তের মুখ-নিঃসৃত নাম শ্রবণে দ্রুত ফল লাভ হয়।

'হরে' অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তিকে সম্বোধন করা হয়। 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' এই উভয় শব্দের অর্থ পরম আনন্দ, 'হরা' ঈশ্বরের পরম অনন্দময়ী শক্তি। হরার সম্বোধন পদ (Vocative) 'হরে'। ঈশ্বরের এই পরম আনন্দময়ী শক্তি আমাদিগকে ঈশ্বর লাভে সাহায্য করে। 'মায়া' হইল ঈশ্বরের অসংখ্য শক্তির মধ্যে একটি, আর আমরাও একটি ভগবানের শক্তি। ভগবানের তটস্থাশক্তি জীব সকল মায়াশক্তি অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট। এই উৎকৃষ্ট শক্তি জীব যখন নিকৃষ্ট শক্তি মায়ার সংস্পর্শে আসে, তখন এক অপ্রীতিকর (Incompatible) অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু উৎকৃষ্ট তটস্থাশক্তি যখন 'হরা' নামের পরমানন্দময়ী শক্তির সংস্পর্শে আসে তখন উহা আনন্দময় স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

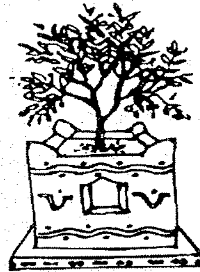
'হরা' 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' এই তিনটি শব্দ মহামন্ত্রের অপ্রাকৃত বীজ, কীর্ত্তন মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধারার্থে, ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তির উদ্দেশ্যে চিন্ময় আহ্বান। ক্ষুদ্র শিশু মাতৃক্রোড়ের জন্য ব্যাকুল সুরে ক্রন্দন করে তেমনই আমাদেরও ব্যাকুল চিত্তে কীর্ত্তন

করিলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে কৃপা লাভ করিতে সাহায্য করিবেন। আর যে আন্তরিকভাবে এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন করে, সেই ভক্তের নিকট ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন।

এই কলহ ও কপটতার যুগে আত্মোপলব্ধির উপায় মহামন্ত্র--

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের অন্য কোন পন্থা নাই।



হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ

প্রভু বলে, – ''কৃষ্ণ ভক্তি হউক সবার।
কৃষ্ণনাম - গুন বই না বলিহ আর।।''
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ' হরিষে।।
''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।
প্রভু বলে, – ''কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর।।'' (চৈঃ ভাঃ)
কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব।। (চৈঃ চঃ)

''প্রত্যেক ভক্তের জন্য নাম জপ অপরিহার্য। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার মহামন্ত্র জপ করতেন। ষড়গোস্বামীগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। হরিদাস ঠাকুরও এই নীতিমালা অনুসরণ করতেন। অন্যান্য দায়িত্ব পালন ছাড়াও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যক বার পবিত্র নাম জপের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অনুসারী ভক্তদেরকে প্রতিদিন অবশ্যই কমপক্ষে ১৬ মালা জপ করা উচিত। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘও নাম জপের এই সংখ্যা নির্ধারিত করেছেন। হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করতেন। ১৬ মালা জপ করলে প্রায় ২৮ হাজার নাম জপ করা হয়। হরিদাস ঠাকুর অথবা অন্যান্য গোস্বামীদের অনুকরণ করার দরকার নেই। তবে প্রতিদিন সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার নাম জপ প্রত্যেক ভক্তের অবশ্য কর্তব্য।

বৈষ্ণব গুরুর নির্দেশে কাউকে অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হতে পারে। কিন্তু

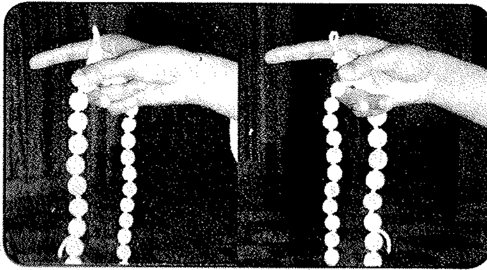
তাকে অবশ্যই প্রথমতঃ বৈষ্ণব গুরুর সুনির্দিষ্ট সংখ্যকবার মালা জপ করার আদেশ পালন করতে হবে। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা স্থির করছি যে শিক্ষানবীশরা প্রতিদিন কম পক্ষে ১৬ মালা জপ করবে। যদি কেউ কৃষ্ণকে মনে রাখতে চায় এবং ভুলে যেতে না চায়, তবে প্রতিদিন নাম জপ একান্তভাবেই প্রয়োজন। সকল বাধ্যবাধকতার মধ্যে কমপক্ষে প্রতিদিন ১৬ মালা নাম জপ সংক্রান্ত গুরুর আদেশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জপের সাথে উপর নীচের দুই ওষ্ঠ এবং জিহ্বার ক্রিয়া গুরত্বপূর্ণ। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের সাথে এই তিনটি প্রত্যঙ্গ অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে। 'হরে কৃষ্ণ' শব্দগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাওয়ার মত করে উচ্চারণ করা উচিৎ। কোন কোন সময় কেউ কেউ ওষ্ঠদ্বয় ও জিহ্বার সাহায্যে সঠিক উচ্চারণে জপ করার পরিবর্তে কোন মতে একটা যান্ত্রিক শব্দ মুখ দিয়ে বের করে। জপ অত্যন্ত সহজ। তবে নিষ্ঠার সাথে এর অনুশীলন করতে হয়। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র অবশ্যই এই ভাবে জপ করা উচিৎ যাতে উচ্চারণকারী নিজে সে শব্দ শুনতে পায়।'' **(শ্রীল প্রভুপাদ)**

জপমালার ব্যবহার ঃ

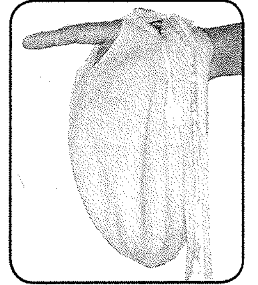
প্রধানত ঃ তুলসী গাছ দিয়ে জপমালা তৈরী করা হয়। নিম অথবা বেলগাছ দিয়েও জপমালা বানানো যায়। ডান হাতে ধরে জপ করতে হয়।

জপ মালায় ১০৮ টি গুটি থাকে, একদিকে বড় গুটি অন্য দিকে ছোট গুটি থাকে। বড় গুটি এবং ছোট গুটির সংযোগ স্থলে একটি ঘটের মতো গুটি থাকে, যাকে মেরুগুটি বলা হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করার পূর্বে ডানহাত দিয়ে মেরুগুটি ধরে একবার অথবা তিনবার





পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র (জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ) জপ করতে হয়। তারপর তর্জণী অঙ্গুলি স্পর্শ না করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বড় দিকের প্রথম গুটিটি ধরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ''হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'' সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে জপ করতে হয়, যাতে নিজের কানে শোনা যায়। এরপর দ্বিতীয় গুটি ধরে আবার পুরো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলতে হবে। এই ভাবে একটির পর একটি গুটি জপ করতে করতে মেরুগুটির পার্শে ছোট গুটির কাছে পৌছবেন। পুণরায় মেরুগুটি ধরে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলতে হবে। এখন আপনার এক মলা জপ হয়ে গেল। পুণরায় যখন মালা শুরু করবেন তখন মলাটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটগুটির দিকটি সামনে আনতে হবে এবং ছোট দিকের প্রথম গুটিটি ধরে পূর্বের মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে ছোট থেকে বড়গুটির দিকে এগোবেন, মনে রাখবেন একটি গুটিতে যতক্ষণ পুরো হরে কৃষ্ণ মহান্ত্র জপ না হচ্ছে ততক্ষণ দ্বিতীয় গুটিতে এগোবেন না। এই ভাবে আপনি প্রতিদিন এক, দুই, চার, আট অথবা যোল মালা জপ করতে পারেন। নিয়মিত নির্দিষ্ট সংখ্যকবার জপ অভ্যাস করার পর কারও সেই সংখ্যা কমানো উচিৎ নয় বরং প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ মালা জপ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর উচিৎ মালার সংখ্যা বৃদ্ধি করা।



জপমালা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। মলাকে জপ ব্যাগের মধ্যে রাখবেন। ব্যাগ ময়লা হলে সাবান দিয়ে ধুয়ে দেবেন। জপমালা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করবেন না।



শ্রীকৃষ্ণ নাম গ্রহণ

(শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের বাণী)

শ্রী হরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার দুই এক বলে জানবেন। শ্রীনামে রুচি কম থাকলে বিধিপূর্বক আগ্রহসহ নামগ্রহণ করতে করতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী, গৌর-কৃষ্ণ দুই এক বলে জানতে পারা যায়। শ্রীহরিনাম ও ভগবান শ্রীহরি এক বস্তু জানবেন। পূজা-ধ্যানাদি হতে তাৎপর্যরূপে কৃষ্ণনাম-গ্রহনই প্রধান ফল বলে জানবেন।

নির্বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণ করলে সকল প্রকার মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-গ্রহণ কালে জড়চিন্তার উদয় হয় বলে শ্রীনাম গ্রহণে শিথিলতা করবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফলস্বরূপ ক্রমশঃ ঐ প্রকার চিন্তা চলে যাবে, সে জন্য ব্যস্ত হবেন না। আগে ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনাম গ্রহণে অত্যন্ত আগ্রহ না হলে জড়চিন্তা কিরূপে যাবে? কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করলে শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করবেন। শ্রীনাম গ্রহণ করতে করতে অনর্থ অপসারিত হলে শ্রীনামে রূপ, গুণ, ও লীলার আপনা হতে স্ফূর্তি হবে। চেষ্টা করে কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলার স্মরণ করতে হবে না।

গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

গুরুর লক্ষণ-সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উক্তি—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৮/১২৮)

উক্ত পয়ারের 'অমৃতপ্রবাহ' ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,--''প্রভু কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং শূদ্রদিগের নিকট ধর্মশিক্ষা আমার অনুচিত, এরূপ মনে করিও না; কেননা বর্ণাশ্রমরূপ ধর্মশিক্ষা

ও দীক্ষাতেই ব্রাহ্মণ-গুরুর প্রয়োজন, কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সর্বজীবের পরমার্থ; এই তত্ত্বজ্ঞানের গুরু হইবার অধিকার-বিচারে এইমাত্র সিদ্ধান্তিত আছে যে, বিপ্রই হউন বা শূদ্র জাতিই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তাই গুরু হইতে পারেন।'' শ্রীহরিভক্তি বিলাসে উচ্চবর্ণে যোগ্য পুরুষ থাকিতে হীন বর্ণ ব্যক্তির নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্র লওয়া উচিত নয়, এরূপ যে কথা আছে, তাহা লোকাপেক্ষি বৈষ্ণবপর; অর্থাৎ সংসারে যাঁহারা প্রচলিত বিধি মতে কথঞ্চিৎ পরমার্থের উদ্দেশ্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে—পরন্তু যাঁহারা বৈধী ও রাগা-নুগা-ভক্তির তাৎপর্য জানিয়া বিশুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে উপযুক্ত কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা যে কোন বংশে বা যে কোন আশ্রমেই পাওয়া যায়, তাঁহাকেই ''গুরু বলিয়া বরণ করা বিধি।'' শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত পদ্ম পুরাণে বলা হয়েছে—

''ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শুদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে॥
ষট্-কর্ম-নিপুণো বিপ্রো মন্ত্র-তন্ত্র-বিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥
মহা-কুল-প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃস্যাদ বৈষ্ণবঃ॥
বিপ্রক্ষত্রিয় বৈশ্যাশ্চ গুরুবঃ শুদ্র জন্মনায়।
শূদ্রাশ্চ গুরুবস্তেষাং ত্রয়াণাং ভগবৎ প্রিয়াঃ॥''

তাহা ছাড়া প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদের ৩২৫ শ্লোকের অনুভাষ্যে গুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিচার লিখিয়াছেন—

গুরু লক্ষণ, (পাদ্মে)—''মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্। সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।। মহাকুল প্রসতোহপি সর্ব্বযজ্ঞেষুদীক্ষিতঃ। সহস্র শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ।'' (হঃ ভঃ বিঃ ১-৪০) শ্লোকোক্ত লক্ষণানুসারেই ব্রাহ্মণাদি 'বর্ণ' নির্দিষ্ট হন। ঐ শ্লোকের শ্রীধর স্বামীপাদের টীকা--''শমাদিভিরেব

ব্রাহ্মণাদি ব্যবহারো মুখ্যঃ, ন জাতি মাত্রাদিত্যাহ—যস্যেতি। যদ্ যদি অন্যত্র বর্ণান্তরেপি দৃশ্যেত তদ্বর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণনিমিত্তে নৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি নিমিত্তনেত্যর্থ।'' মহাভারতের টীকায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন, ''শূদ্রপি শমাদ্যুপেতো ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণোপি কামাদ্যুপেতঃ শূদ্র এব।'' ব্রাহ্মণ বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেই বা অনভিজ্ঞগণের দ্বারা তাদৃশ পরিচয় লাভ করিলেই যে কোন ব্যক্তি গুরুপদে যোগ্য 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া বিবেচিত হইবেন এরূপ নহে। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্যামানন্দ প্রভৃতি সদ্ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়াই শ্রীগঙ্গানারায়ণ রামকৃষ্ণাদি শৌক্র ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে গুরুপদের যোগ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'মহাভাগবত' বলিতে তাপ পুণ্ড্র, বিষ্ণুদাসপর নাম মন্ত্র ও উপাসনা বিশিষ্ট পঞ্চ সংস্কার সম্পন্ন, অর্চন, মন্ত্রপঠন, যোগ, বন্দন, নাম সঙ্কীর্ত্তন, সেবা চিহ্নদ্বারা গাত্রাঙ্কণ, বৈষ্ণবারাধন সম্পন্ন—এই নবজ্যা-কর্ম-কারক এবং উপাস্য ভগবান, তৎপরমপদ, তদ্দ্রব্য, তন্মন্ত্র ও জীবাত্মা,—এই অর্থ পঞ্চকজ্ঞ অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্বার্থবিদ্ ব্রাহ্মণকেই জানিতে হইবে। ''তাপাদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্ম্মকারকঃ। অর্থ পঞ্চকবিদ্ বিপ্রো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।।'' এইরূপ মহা-ভাগবতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া যিনি মানবগণের মধ্যে হরিতুল্য পূজনীয় হন, তিনিই 'গুরু'-পদলাভের যোগ্য। আবার মহাকুলজন্মা সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত ব্যক্তি এবং বেদের সহস্র শাখাধ্যয়নে পারঙ্গত ব্যক্তিও অবৈষ্ণব হইলে কখনও 'গুরু' হইতে পারেন না। যেখানে বৈষ্ণবতা হইতে ব্রাহ্মণতা 'ভিন্ন' অর্থাৎ যেখানে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের আনুগত্য বিহীন, সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণের গুরু যোগ্য ব্রাহ্মণ্য নাই; আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে, তথায় লৌকিক-দৃষ্টিতে শৌক্রবর্ণান্তর দৃষ্ট হইলেও যথার্থ শুদ্ধ ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। আচার্যকৃত্য অধ্যাপনা প্রভৃতি আচরণ অপর বর্ণের সম্ভাবনা না থাকায় গুরু-পদের যোগ্যতায় ব্রাহ্মণতা—স্বতঃসিদ্ধ। বৈষ্ণবমাত্রই জগতের গুরু। সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রহ্মণত্ব সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান। বাহিরে নিজ-দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া, অনেক লৌকিক দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করেন নাই, তাহাতে বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার কোন দিনই অভাব হয় না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে পরমেশ্বর ভগবান তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।।

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে শচীমাতার গর্ভে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এবং বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে তার প্রমাণ রয়েছে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

ভাঃ (১১/৫/৩২)

এই কলিযুগে, সুমেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর গায়ের বর্ণ অ-কৃষ্ণ, তবুও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সঙ্গী, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিবৃত। (মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকরভাজন মুনি)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।।

—(মহাভারত)

মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের গায়ের রঙ সোনার মতো। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সুললিত সমগ্র দেহটি কাঁচা সোনার মতো। তাঁর সমস্ত দেহ চন্দন-চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং খুব আত্মসংযমশীল হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করবেন।

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচীসুতো ভবিষ্যতি।

—(কৃষ্ণযামলতন্ত্র)

শচীদেবীর পুত্রসন্তানরূপে পবিত্রধাম নবদ্বীপে আমি আবির্ভূত হব।

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্তনাগমে।।

—(ব্রহ্মযামলতন্ত্র)

ভক্তরূপে পৃথিবীর বুকে আমি স্বয়ং কখনও আবির্ভূত হই। বিশেষ করে, কলিযুগে সংকীর্তন আন্দোলন সূচনার উদ্দেশ্যে শচীনন্দন রূপে আমি আবির্ভূত হই।

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গহহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসূতঃ।। —(পদ্ম পুরাণ)

কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাগীরথী তীরস্থ রম্যস্থানে গৌরাঙ্গ রূপধারী শচীপুত্ররূপে আমি ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইব।

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্বানাচারবর্জিতম্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ।। — (বামন পুরাণ)

হে নারদ! কলির ঘোর তমসাচ্ছন্ন-কালে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া আমি জগৎকে অনাচার বিবর্জিত করাইয়া উদ্ধার করিব।

কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসূতঃ।
স্বর্নদীতারমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে।
তত্র দ্বিজকুল শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে।। — (বায়ু পুরাণ)

আমি কলিযুগে যুগোচিত নামসংকীর্তন প্রচারের নিমিত্ত, বহুজন সমাকীর্ণ, গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।

অহংপুর্নো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসূতঃ।। —(আদিযামল)

শচীপুত্ররূপে নবদ্বীপের মায়াপুরে যুগসন্ধিক্ষণে আমি ভবিষ্যতে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইব।

(এছাড়া আরও বহু শাস্ত্র প্রমাণ রয়েছে।)

ভগবান
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ

"কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সঙ্কীর্তন ।
চারিযুগে চারি ধর্ম-জীবের কারণ ।।
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ।।
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ।।
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁ'র মহাভাগ্য ।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ।।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ।।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ।।"

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪ অধ্যায়)

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাই

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।

(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ।।
দার্ঢ্য লাগি 'হরে র্নাম-উক্তি তিনবার ।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ।।
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।
নাহি, নাহি, নাহি--তিন উক্ত 'এব'-কার ।।

(চৈঃ চঃ আ ১৭/২১-২৫)

এই মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্তনীয়

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ।
কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে-- ।।
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।
প্রভু বলে,--"কহিলাম এই মহামন্ত্র ।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ।।
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার ।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ।।
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে ।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ।।

দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া ।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ।।
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি' ।
কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালি ।।
এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন ।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ।।

(চৈঃ ভাঃ ম ২৩)

সর্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে' ।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ।।

(চৈঃ ভাঃ আ ১/১৯৯)

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ।।

(চৈঃ চঃ আ ৭/৮৩)

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও ।
অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ।।



(মঙ্গল আরতি)

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ১ ।।

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষন করেন, আমি সেই কল্যাণ গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ২ ।।

সংকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদিদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত-চিত্ত যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প-অশ্রু-তরঙ্গ উদ্গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির মার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৩ ।।

যিনি শ্রীবিগ্রহের বেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান্ ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৪ ।।

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবনজনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৫ ।।

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধচিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৬ ।।

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির

অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৭ ।।

নিখিল শাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি ।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রী-সন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ।। ৮ ।।

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।

—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর



উচ্ছ্বাস কীর্তন

(নাম কীর্তন)

বিভাবরী শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব ।
বল' হরি হরি, মুকুন্দ মুরারী,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব ।১।
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম ।২।
যশোদা দুলাল, গোবিন্দ-গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ।৩।
রাবণান্তকর, মাখন তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ।৪।
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহনবংশীবিহারী ।৫।
যশোদা-নন্দন কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জরাস-বিলাসী।
কদম্ব-কানন রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ।৬।
আনন্দ-বর্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম ।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্ত-বিনোদন,
সমস্ত-গুণগণ-ধাম ।৭।

যামুন-জীবন কেলিপরায়ণ,
মানসচন্দ্র-চকোর ।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর ।৮।

অরুণোদয় কীর্তন

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর ব্রাজে।
'তাথই তাথই' বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে ।। ১ ।।
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি,'
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে।
এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে ।। ২ ।।
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই,'
না ভজ হৃদয় রাজে ।

জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ।। ৩ ।।
জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে ।। ৪ ।।

(২)

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ।। ১ ।।
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ।। ২ ।।
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার ।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ।। ৩ ।।
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি'।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ।। ৪ ।।
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল মাগিয়া ।। ৫ ।।



শ্রীশিক্ষাষ্টক

(৩)

প্রভু তব পদদুগে মোর নিবেদন ।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ।। ১ ।।
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি ।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ।। ২ ।।
নিজকর্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই ।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ।। ৩ ।।
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে ।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ।। ৪ ।।
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার ।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ।। ৫ ।।
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ।। ৬ ।।
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে ।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে ।। ৭ ।।

শ্রীশ্রীগুরু-পরম্পরা

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি ।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ।১।
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে ।

অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ।২।
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ।।
জয়ধর্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তা' হতে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সুরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হইতে মাধবেন্দ্রপুরী ।।
মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরী কে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্‌গুরু গৌর-মহাপ্রভু ।।
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ।।
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ।।
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ।।
শ্রীবার্ষভানবীবরা সদা সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িত দাস নাম ।

তাঁর প্রধান প্রচারক শ্রীভক্তিবেদান্ত নাম,
পতিতজনেতে দয়া ধাম ॥
তাঁ সবার পাদপদ্ম, ভকত-জনের সদ্ম,
সেই মোর একমাত্র ঠাম ।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

(২)

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট ।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদাদি-আবিষ্ট ।১।
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট ।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট ॥
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট ।২
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ।
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ।
(সাধুসঙ্গ কর, কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ।৩।
(একবার ভেবে' দেখ হে)

(৩)

'হরি' বল, 'হরি' বল, 'হরি' বল ভাই রে ।
হরি নাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে ।১।

(মোদের দুঃখ দেখে' রে)
হরি নাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে ।
হরি নামে শুদ্ধ হ'ল জগাই-মাধাই রে ।২।
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে ।
('আমি' 'আমার' ব'লে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ।৩।
(আশার শেষ নাই রে)
'হরি' ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।
(নিরাশ তো সুখ রে)
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে ॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ও-সব ফল পাই রে ।
(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ।৫।
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

(৪)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দ ।১।
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি-মুকুন্দ ।২।
(গৌর-প্রেমে স্মর-স্মর রে)
(স্মর) রূপ-সনাতন জীব-রঘুনাথ দ্বন্দ্ব ।

(যদি ভজন কর্‌বে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ।৩।
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠী সহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ।৪।
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রার্থনা

কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই ।
এ পূণ্য করিবে যবে, রাধারাণী খুশি হবে,
ধ্রুব অতি বলি তোমা তাই ।।
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শচী-সুত প্রিয় অতি,
কৃষ্ণ-সেবায় যার তুল্য নাই ।
সেই সে মোহান্ত-গুরু, জগতের মধ্যে উরু,
কৃষ্ণভক্তি দেয় ঠাঁই ঠাঁই ।।
তাঁর ইচ্ছা বলবান, পাশ্চাত্যেতে ঠান্‌ঠান্‌,
হয় যাতে গৌরাঙ্গের নাম ।
পৃথিবীতে নগরাদি, আসমুদ্র নদনদী,
সকলেই লয় কৃষ্ণ নাম ।।
তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্‌দ্বিজয়,
চৈতন্যের কৃপা অতিশয় ।
মায়াদুষ্ট যত দুঃখী, জগতে সবাই সুখী,
বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ হয় ।।
সে কার্য যে করিবারে, আজ্ঞা যদি দিলে মোরে,
যোগ্য নহি অতি দীন হীন ।

তাই সে তোমার কৃপা, জাগিতেছে অনুরূপা
আজি তুমি সবার প্রবীণ ।।
তোমার সে শক্তি পেলে, গুরু-সেবা বস্তু মিলে,
জীবন সার্থক যদি হয় ।
সেই সে সেবা পেলে, তাহলে সুখী হলে,
তব সঙ্গ ভাগ্যেতে মিলয় ।।
এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিক্‌পে ।
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন্‌ প্রসঙ্গাৎ ।।
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান্‌ গৃহীতঃ ।
সোহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাম্‌ ।।
(শ্রীমদ্ভাগবত ৭-৯-২৮)

তুমি মোর চিরসাথী, ভুলিয়া মায়ার লাথি,
খাইয়াছি জন্ম-জন্মান্তরে ।
আজি পুনঃ এ সুযোগ, যদি হয় যোগাযোগ,
তবে পারি তুহে মিলিবারে ।।
তোমার মিলনে ভাই, আবার সে সুখ পাই,
গোচারণে ঘুরি দিন ভোর ।
কত বনে ছুটাছুটি, বনে খাই লুটাপুটি,
সেই দিন কবে হবে মোর ।।
আজি সে সুবিধানে, তোমার স্মরণ ভেল,
বড় আশা ডাকিলাম তাই ।
আমি তব নিত্য দাস, তাই মোর এত ক
তুমি বিনা অন্য গতি নাই ।।



মার্কিনে ভগবৎ-ধর্ম

বড়-কৃপা কৈলে কৃষ্ণ অধমের প্রতি ।
কি লাগি আনিলে হেথা করো এবে গতি ।।
আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে ।
নহে কেন আনিবেন এই উগ্রস্থানে ।।
রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন ।
বাসুদেব-কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন ।।
তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী ।
সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী ।।
কি ভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস ।
এত কৃপা করো প্রভু করি নিজ-বশ ।।
তোমার ইচ্ছায় সব হয় মায়া-বশ ।
তোমার ইচ্ছায় নাশ মায়ার পরশ ।।
তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের উদ্ধার ।
বুঝিবে নিশ্চয়ই তবে কথা সে তোমার ।।
ভাগবতের কথা সে তব অবতার ।
ধীর হইয়া শুনে যদি কাণে বার বার ।।
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ।।
নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া ।
ভগবত্যুত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ।।
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে ।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।
এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ।।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৭-২১)

রজস্তমো হ'তে তবে পাইবে নিস্তার ।
হৃদয়ের অভদ্র সব ঘুচিবে তাহার ।।
কি করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি ।
ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোন শক্তি নাহি ।।
অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে ।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে ।।
অখিল জগৎ-গুরু! বচন সে আমার ।
অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার ।।
তব কৃপা হ'লে মোর কথা শুদ্ধ হবে ।
শুনিয়া সবার শোক-দুঃখ যে ঘুচিবে ।।
আনিয়াছ যদি প্রভু আমারে নাচাতে ।
নাচাও নাচাও প্রভু নাচাও সে-মতে ।।
কাষ্ঠের পুতুল যথা নাচাও সে-মতে ।
ভক্তি নাই বেদ নাই নামে খুব বড় ।
'ভক্তিবেদান্ত' নাম এবে সার্থক কর ।।

—শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ



দর্শন আরতি

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব

জয় নৃসিংহ শ্রী নৃসিংহ ।
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
শ্রীনৃসিংহ জয় নৃসিংহ জয় জয় নৃসিংহ ।
প্রহ্লাদেশ জয়পদ্মমুখ পদ্মভৃঙ্গং ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব দর্শন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিতপাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি ।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥

হা-হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রী আচার্য প্রভু শ্রীনিবাস ।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধব দর্শন

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি (তিনবার)
বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।।
অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।। (শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা শ্লোক ৩০, ৩২)

সন্ধ্যা আরতি

শ্রীশ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা ।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ।। ১ ।।
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ, বামে গদাধর ।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ।। ২ ।।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে ।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ।। ৩ ।।
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায় ।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ।। ৪ ।।

শঙ্খ বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ।। ৫ ।।
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল ।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ।। ৬ ।।
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ।। ৭ ।।

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ।।
ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো ।
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।।
বর্হির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো ।
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ।।
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ।।

শ্রীশ্রীযুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ।। ১ ।।
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর ।
পিতাম্বর শিখিপুচ্ছ চূড়া-মনোহর ।। ২ ।।
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা ।
সুনীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ।। ৩ ।।

নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল ।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ।। ৪ ।।
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় ।
প্রিয়নর্মসখী যত চামর ঢুলায় ।। ৫ ।।
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে ।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ।। ৬ ।।

শ্রীগুরু কৃপা প্রার্থনা

গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর' এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।
সকল সহনে, বল দিয়া কর',
নিজ মানে স্পৃহা হীন ।।১ ।।
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ! যথাযথ ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম-সুখে
অপরাধ হ'বে হত।।২ ।।
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে, নাথ!
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ ।। ৩ ।।
যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ।। ৪ ।।

(২)

গুরুদেব!
বড় কৃপা করি', গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি,'
হরিনাম কর গান ।।১।।
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এদাসেরে দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ।।২।।
শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ ।
নিজকর্ম-দোষে, এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ।।৩।।
বার্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল'।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ।। ৪ ।।

(৩)

গুরুদেব!
কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,
এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
'হরি হরি' বলি', গোদ্রুম-কাননে,
ভ্রমিব দর্শন আশে।।১।।

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর,—পঞ্চজন।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা' বে জগৎ,
করি' মহাসংকীর্তন।।২।।
নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন-কানে।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে।।৩।।
না দেখি' আবার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ!' বলি'।
আমারে বিষয়ী, পাগল বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি।।৪।।

(৪)

গুরুদেব! দয়াময় !
প্রাণের যাতনা জানাব কি তোমা
হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় ।।
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি,
বিষয় ভোগেতে প্রবলা আসক্তি,
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন,
বিষয়েতে সদা ধায় ।।
কৃষ্ণ দাস্য ভুলি মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু,
বিরূপে স্বরূপ ভাবি মূঢ় মন
মায়াতে আকৃষ্ট হয়।।
দুষ্ট সঙ্গ ফল না বুঝিনু হায়
সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়,

অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত,
চিত্ত হল বজ্র প্রায় ।।
কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা,
চাহে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠাশা
কিরূপে শোধিত হবে মোর চিত্ত
এই চিন্তা সদা হয় ।।
তব কৃপা কণা আমার সম্বল
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভু দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময় ।।
সাধু সঙ্গে থাকি, ছয় বেগ দমি'
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি যেন আমি,
হেন মতি যাচে তব দাসাধম,
বন্দিতব রাঙ্গা পায় ।।
ওহে গুরুদেব! তব শ্রীচরণ,
সেবি যেন আমি জনম জনম,
এই আশীর্বাদ যাচি' অভাজন
তব পদে স্থান চায় ।।

শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদক-মহিমা

ঠাকুর বৈষ্ণব-পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই, হঞা একমন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।।
বৈষ্ণব-চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।

বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভুষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত।।
তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে-সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক- সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ।।
বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ।।

শ্রীবৈষ্ণবে বিজ্ঞপ্তি

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ।।
বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঁই কান্দে ।।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ।।

না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত্ত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়
তরাইয়া লহ নিজ পাশ।।

(২)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি ।।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই।
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর--এই তোমার গুণ ।।
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম ।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ।।
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।
গোবিন্দ কহেন--মম বৈষ্ণব-পরাণ ।।
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি।।

(৩)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ।।
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল ।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ।।
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি ।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ।।

ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ।।
অদোষ-দরশি প্রভু, পতিত উদ্ধার ।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ।।

(৪)

বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ।।
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ।।
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত ।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ।।
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি ।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ।।
যে-দেশে যে-দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ ।
ঊর্ধ্ববাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ।।
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস ।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস ।।
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে ।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ।।
মহাপ্রভুর গণ-সব পতিত-পাবন ।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ ।।
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি ।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি ।।
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস ।।

সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যম-বন্ধ ছুটে ।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে ।।
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয় ।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয় ।।

নিত্যানন্দ মহিমা

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
অভিমান-শূণ্য নিতাই নগরে বেড়ায় ।।
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া ।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ।।
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি' ।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ।।
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায় ।
সোনার পর্বত যেন ধূলাতে লোটায় ।।
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল ।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ।।

নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা

নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ।।
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ।।

অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাই-পদপাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হ'বে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি ।।
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ ।।

(২)

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি ।।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ।।
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই ।
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই ।।
যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব ।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব ।।
গঙ্গা যাঁর পদজল, হর শিরে ধরে ।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে ।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে ।
অনল ভেজাই তার মাঝ মুখখানে ।।

(৩)

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে ।।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে ।।
জয় প্রেমভক্তিদাতা পতাকা তোমার ।
অধম উত্তম কিছু না কৈলে বিচার ।।

প্রেমদানে জগজনে মন কৈলা সুখী।
তুমি হেন দয়াল ঠাকুর, আমি কেনে দুঃখী ।।
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ।।

(৪)

নিতাই আমার পরম দয়াল।
আনিয়া প্রেমের বন্যা, জগত করিল ধন্যা,
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল ।।ধ্রু।।
লাগিয়া প্রেমের ঢেউ, বাকি না রহিল কেউ,
পাপী-তাপী চলিল ভাসিয়া।
সকল ভকত মেলি, সে প্রেমেতে করে কেলি,
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া।।
ডুবিল নদীয়াপুর, ডুবে প্রেমে শান্তিপুর,
দোহে মিলি বাইছ খেলায়।
তা দেখি নিতাই হাসে, সকলেই প্রেমে ভাসে,
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায়।।

(৫)

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি দু'বাহু পসার।।
গদ গদ মধুর মধুর আধো বোল।
যা'রে দেখে তা'রে প্রেমে ধরি' দেয় কোল।।
ডগমগ লোচন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর।।
দয়ার ঠাকুর নিতাই পর-দুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি' দিল জগজনে।।

পাপী-পাষণ্ডী যত করিল দলন।
দীন-হীন-জনে কৈলা প্রেম বিতরণ।।
'আহা রে গৌরাঙ্গ'-বলি' পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে।।
বৃন্দাবনদাস মনে এই বিচারিল।
ধরণী-উপরে কিবা সুমেরু পড়িল।।

শ্রীনিত্যানন্দের গুণ বর্ণনা

নিতাই গুণমনি আমার, নিতাই গুণমণি ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী ।।
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে ।
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ।।
দীন-হীন-পতিত-পামর নাহি বাছে ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ।।
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু (নিতাই) কাটিয়া মুহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ।।
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল ।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ।।

(২)

নাচেরে নাচেরে নিতাই-গৌর দ্বিজমনিয়া।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর,
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ।।
বাজে খোল-করতাল, মধুর সংগীত ভাল,
গগন ভরিল হরি ধনিয়া।

চন্দন-চর্চিত কায়, ফাগু বিন্দু বিন্দু তায়,
বনমালা দোলে ভালে বনিয়া ।।
গলে শুভ্র উপবীত, রূপে কোটি কামজিত,
চরণে নূপুর রণ রণিয়া ।
দুই ভাই নাচি যায়, সহচরগণ গায়,
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ।।
পুরব রহস্য লীলা এবে পঁহু প্রকাশিলা,
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া ।
বিহরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে,
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া ।।

(৩)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
অদ্বৈত-আচার্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ।।
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পন মোর বৈষ্ণবের নাম ।
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ।।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস ।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস ।।

(৪)

নিতাই-গৌর নাম, আনন্দের ধাম,
যেই জন নাহি লয় ।
তারে যমরায় ধরে লয়ে যায়
নরকে ডুবায় তায় ।।
তুলসীর হার, না পরে যে ছার,
যমালয়ে বাস তাঁর ।
তিলক ধারণ, না করে যে জন,
বৃথায় জনম তার ।।
না লয় হরিনাম, বিধি তারে বাম,
পামর পাষণ্ড মতি।
বৈষ্ণব সেবন, না করে যে জন,
কি হবে তাহার গতি ।
গুরুমন্ত্র সার, কর এইবার,
ব্রজেতে হইবে বাস ।।
তমোগুণ যাবে, সত্ত্বগুণ পাবে,
হইবে কৃষ্ণের দাস ।
এ দাস লোচন, বলে অনুক্ষণ,
(নিতাই)--গৌর গুণ গাও সুখে ।।
এই রসে যার, রতি না হইল,
চুন কালি তার মুখে ।।

উচ্ছ্বাস

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে-করিবেন দয়া ।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া ।। ১

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান ।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥২
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলী বৈষ্ণব-নিকটে ।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ ৩
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম ।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥৪
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর ।
আমা-লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥৫
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় ।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয় ॥৬
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে ।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥৭

গৌর নিত্যানন্দ বিজ্ঞপ্তি

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন ।
নাচ্‌রে আমার মন্ নাচ্‌রে আমার মন ॥
(এমন দয়াল তো নাই হে,
মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ।
(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন ।
(কৃষ্ণে রতিবিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ।
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

শ্রী গৌরাঙ্গের বাল্য লীলা

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায় ।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে ।
নাচিয়া নাচিয়া যায় 'খঞ্জন গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা ।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

প্রার্থনা (লালসাময়ী)

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর ।
'হরি-হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥
আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥

(২)

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছড়িহ ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥

তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিলু ।
শীতল চরণ পাঞা-শরণ লইলু ।।
এ কুলে ও কুলে মুঞিঃ দিলু তিলাঞ্জলি ।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ।।
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া ।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ।।

(৩)

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু ।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ।।
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু ।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু ।।
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ।।
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু ।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু ।।
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া ।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ।।

সাধারণ-গৌরমহিমা

গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যাঁর ধন সম্পদ
সে জানে ভকতিরস-সার ।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যাঁ'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র ।।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞিঃ যাই বলিহারি ।

গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি অধিকারী ।।
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ।
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ।।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বিজ্ঞপ্তি

পরম করুণ, পঁহু দুইজন,
নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার, সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ।।
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ।।
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা ।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণগাথা ।
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ ।

আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস ।।

(২)

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায় ।
নদীয়া নগরে হরি প্রেম ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায় ।।
রক্ত কমল করপদতল
শতদল মুখশশী ।
নখরে নখরে সতত বিহরে
শশধর রাশি রাশি ।।
বেণু-বীণা রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা ।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা ।।
শ্রীবাস অঙ্গনে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্তনে নাচে।
ঘরে ঘরে গিয়া, জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে।।
ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া
পূত করিল ধূলি ।
সে চরণ রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি ।।
লীলার তুলনা মেলেনা মেলেনা
তুমি লীলাময় হরি ।

হরি নাম দিলে জীব উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি ।।

(৩)

মনরে! কহনা গৌর কথা ।
গৌরের নাম অমিয়ার ধাম
পীরিতি মূরতি দাতা ।।
শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা ।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হার ।।
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গে রাখিয়ে
বিরলে বসিয়া র'ব ।
মনের সাধেতে সে রূপ-চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব ।।
গৌর বিহনে না বাঁচি পরাণে
গৌর ক'রেছি সার ।
গৌর বলিয়া যাউক জীবন
কিছু না চাহিব আর ।।
গৌর গমন গৌর গঠন
গৌর মুখের হাসি ।
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি
হিয়ায় রহিল পশি ।।
গৌর ধরম গৌর করম
গৌর বেদের সার ।
গৌর চরণে পরাণ সঁপিনু
গৌর করিবেন পার ।।
গৌর শব্দ গৌর সম্পদ
যাহার হিয়ায় জাগে ।

নরহরি দাস তার দাসের দাস
চরণে শরণ মাগে ॥

(৪)

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাই আর।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে
হেন প্রেম পরচার ॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি।
কাঙালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে,
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভূবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল মোর ॥

(৫)

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা!।
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব নাথ!
হ'য়েছি আপন হারা ॥
কি আর বলিব যে কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা ।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি,
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি,
হইনু বিষয়ী পারা ॥
কে আমি কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে।
কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে ॥
শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙ্গেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
সংসার-কারাগারে।
আন না ভজিব ভক্ত-পদবিনু,
(এ) রাতুল চরণে শরণ লইনু,

উদ্ধারহ' নাথ! মায়াজাল হ'তে
এদাসের কেশে ধ'রে ॥
পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই মাধাই ছিল যে পাতকী,
তাহাতে জেনেছি, প্রেমের ঠাকুর।
পাতকীরে তার' তুমি ॥
আমি ভাগ্যহীন, দীন অকিঞ্চন
অপরাধি-শিরে দাও দু'চরণ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইলু আমি ॥

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

(প্রভু হে!)
এমন দুর্মতি, সংসার-ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥১
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া ॥২
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥৩
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত।

মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥৪
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞী
নিজ-নাম করি' দান।
তারিল জগৎ তুমিও যাইয়া
লহ নিজ পরিত্রাণ ॥৫
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন-কাহিনী বলে ॥

শ্রীগৌর-মহিমা

অবতার সার, গোরা-অবতার
কেননা ভজিলি তাঁরে।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥
কন্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন)
অমৃত পাইবার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন)
নাসাতে পশিল কীট
'ইক্ষুদন্ড' ভাবি, কাঠ চুষিলি (মন)
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর সাপ।

'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন)
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা ।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥

গৌর-কৃষ্ণ-জগন্নাথ অভিন্ন

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন ।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু কর ॥
কেহ বলে— 'পুরবেতে রাবণ বধিলা ।'
গোলোকের বৈভব-লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার ।
'হরে কৃষ্ণ'— নাম গৌর করিলা প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত ।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন

মদনমোহন তনু গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলকশোভা ঊর্দ্ধে মনোহর।।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
আয়ত নয়ন দুই পরম চঞ্চল।।

শুক্লযজ্ঞসূত শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে।।
অধরে তাম্বুল হাসে অধর চাপিয়া।
যাঙ বৃন্দাবনদাস সে রূপ নিছিয়া।।

গৌর-রূপ-গুণ-বর্ণন

কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য,
পতিতপাবন যাঁ'র বাণা।
পূরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে,
নিজরূপ ধরি' কাঁচা সোনা।।
গৌরাঙ্গ, পতিতপাবন অবতারি!
কলি-ভুজঙ্গম দেখি', হরিনামে জীব রাখি',
আপনি হইলা ধন্বন্তরি।।
গদাধর আদি যত, মহা মহা-ভাগবত,
তাঁ'রা সব গোরাগুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি,
হরি বলি' অবনী লোটায়।।
সোঙরি পূরব গুণ, মুরছয় পুনঃ পুনঃ,
পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ-কমল কিবা, নখর উজোর শোভা,
গোবিন্দদাস সে বঞ্চিত।।

শ্রীগৌর-গুণ-বর্ণন

শচীসুত গৌরহরি, নবদ্বীপে অবতরি',
করিলেন বিবিধ বিলাস।

সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ, প্রকাশিয়া সঙ্কীর্ত্তন,
বাঢ়াইলা সবার উল্লাস।।
কিবা সে সন্ন্যাস-বেশে, ভ্রমি প্রভু দেশে দেশে,
নীলাচলে আসিয়া রহিল।
রাধিকার প্রেমে মাতি', না জানি দিবারাতি,
সে প্রেমে জগৎ মাতাইল।।
নিত্যানন্দ-বলরাম, অদ্বৈত-গুণের ধাম,
গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি, কেহ না ধরয়ে ধৃতি,
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত।।
দেবের দুর্লভ রত্ন, মিলাইলা করি' যত্ন,
কৃপার বালাই লইয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য, প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
যশ গায় দাস নরহরি।।

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোরা শচীর দুলাল।
এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল।।
কেহ বলে, — 'জানকী-বল্লভ ছিল রাম।'
কেহ বলে, — 'নন্দলাল নবঘন-শ্যাম।।'
পূরবে কালিয়া ছিল গোপীপ্রেমে ভোরা।
ভাবিয়া রাধার বরণ এবে হইল গোরা।।
ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী।
না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী।।
সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমে দেশে দেশে।
তমু না পাইল রাধার প্রেমের উদ্দেশে।।

গোবিন্দ দাসিয়া কয় কিশোরী কিশোরা।
স্বরূপ-রামের সনে সেই রসে ভোরা।।

শ্রীগৌর মহিমা

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধুপার।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার।।
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয়।
জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয়।।
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কান্ডারী।
সংকীর্তন কোরোয়াল দুই বাহু পসারি।।
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে।।

গৌরাঙ্গ-নিষ্ঠা

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ।।
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশ হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন।।
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,
কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন।।

গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন।।

শ্রীগৌর-গুণ-বর্ণন

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে'।
রাধার মহিমা, প্রেম-রসসীমা,
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কা'র?
গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন।।
(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে'।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া,
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে।।

শ্রীগৌরাঙ্গ নিষ্ঠা

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।

অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।।
ভাইরে ভাই, গোরা গুণ কহন না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায়।।
চারিবেদ ষড়-দরশন করি যদি অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে।।
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে সেই ত' সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার।।

শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থনা

(১)

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন,
সফল জীবন তার।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা,
ত্রিভুবনে নাহি আর।।
এমন মাধব, না ভজে মানব,
কখন মরিয়া যাবে।
সেই সে অধমে, প্রহারিবে যমে,
রৌরবে ক্রিমিতে খাবে।।
তারপর আর, পাপী নাহি ছার,
সংসার জগত মাঝে।

কোন কালে তার, গতি নাহি আর,
মিছাই ভ্রমিছে কাজে ।।
লোচন দাস, ভকতি আশ,
হরিগুণ কহি লেখি ।
হেন রসসার, মতি নাহি যার,
তার মুখ নাহি দেখি ।।

(২)

হে নাথ, নারায়ণ, হরি,
জয় গোপাল, কৃষ্ণ, মুরারি।
জয় যাদব, মাধব, মুকুন্দ,
কৃষ্ণ, কেশব, গোবিন্দ,
বাসুদেব, গিরিধারী।।
সত্য সনাতন প্রভু,
হে নিত্য নিরঞ্জন বিভু।
দীনবন্ধু দুঃখহারী,
হে নাথ, নারায়ণ হরি।।

বিজ্ঞপ্তি

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার ।।১
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি' ।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ।।২

ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী ।
জন্মে-জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি!
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ।।৩
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ বচন ।
বৈবর্ণ্য-বেপথু, হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ববে অশ্রুধার ।।৪
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে ।
নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ।।
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া ।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ।।৬
কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ ।
রসের রসিক- চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার ।।৭
কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয় ।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ।।৮

(২)

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্তন
রতি না জন্মিল কেনে তায়।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই-মাধাই॥৩
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার॥

নগর সঙ্কীর্ত্তন

'হরি' বলে' মোদের গৌর এলো॥ ধ্রু॥
এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো॥
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল।
সঙ্কীর্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল॥
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল।
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল॥৩

নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে॥৪
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে॥৫
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পালায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে॥৬
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে॥৭

দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলে'ছে খোদ নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি'॥৩
যদি নাম কিন্‌বে, ভাই।
আমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই॥৪
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম॥৫
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ॥৬
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
'গৌর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল॥৭
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা॥৮

অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ।।৯
আর নাইকো কলির ভয়।
আচন্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ।।১০
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাই-চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ।।১১

নামহট্ট গীত

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল
নিলে লুটে।।
হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,
ভান্ডারী শ্রীগদাধর পন্ডিত বিচক্ষণ।
আছেন চৌকিদার আদি, হলেন শ্রীসঞ্জয়
শ্রীশ্রীধর মুটে ।।
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি,
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পন্ডিত, ঝাড়ুদার কেদার জুটে।।
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম হেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান।
ও জন রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে ।।
এই প্রেমের উদ্দেশ, একসাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে দ্বেষাদ্বেষ,
খায় একপাতে কাণাকুঠে।।

বাউল-সঙ্গীত

(১)

আমি তোমার দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী,
তাই তোমারে বলি, ভাই রে।
নিতাই-এর হাটে গিয়ে (ওরে ও ভাই)
নাম এনেছি তোমার তরে।।
গৌরচন্দ্র-মার্কা করা, এ হরিনাম রসে ভরা,
নামে নামী পড়ছে ধরা, লও যদি বদনভরে।।
পাপ-তাপ সব দূরে যা'বে, সারময় সংসার হ'বে,
আর কোন ভয় নাহি র'বে, ডুব্‌বে সুখের পাথারে।।
আমি কাঙ্গাল অর্থহীন, নাম এনেছি করে' ঋণ,
দেখে' আমায় অতি দীন, শ্রদ্ধামুল্যে দেও ধরে'।।
মূল্য ল'য়ে তোমার ঠাঁই, মহাজনকে দিব, ভাই,
যে কিছু তায় লাভ পাই, রাখ্‌বো নিজের ভাণ্ডারে।।
নদীয়া-গোদ্রুমে থাকি', চাঁদ-বাউল বলিছে ডাকি,
'নাম বিনা আর সকল ফাঁকি, ছায়াবাজী এ সংসারে'।।

(২)

ধর্ম্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই।
হরিনাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরিনাম বিনা বন্ধু নাই।
যে-কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্ব্বাহ করি',
বল মুখে 'হরি হরি', এই মাত্র ভিক্ষা চাই।।
গৌরাঙ্গচরণে মজ', অন্য-অভিলাষ ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই।।
আমি চাঁদ-বাউল দাস, করি তব কৃপা-আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই।।

শরণা গতি

(১)

তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥১॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥২॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥৩॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ সুখ-সংঘটন ॥৪॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে'।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥ ৫ ॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥৬॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥৭॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ ॥ ৮ ॥

(২)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥১॥
অশোক অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।

তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥২॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥৩॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥৪॥
পূর্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥৫॥
ভকতিবিনোদ আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥৬॥

(৩)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥১॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধন পাশে।
একবার প্রভু! দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥২॥

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জমন হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান লব ॥ ৩॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল ॥৪ ॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥৫॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জন করি।
স্বজন পালন, করি একমনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি ॥৬ ॥
বার্ধক্যে এখন, ভকতি বিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি ॥ ৭ ॥

(৪)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলু তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥ ১ ॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥ ২ ॥
মারবি রাখবি--যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর ।

ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥
কীট জন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫ ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ॥ ৬ ॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয় ।
প্রভু, গুরু, পতি—তুহুঁ সর্বময় ॥৭॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

(৫)

তুমি ত' মারিবে যা'রে, কে তা'রে রাখিতে পারে,
তব ইচ্ছা-বশ ত্রিভুবন।
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ, তব দাস অগণন,
করে তব আজ্ঞার পালন।।
তব ইচ্ছামতে যত, গ্রহগণ অবিরত,
শুভাশুভ ফল করে দান।
রোগ-শোক-মৃতি-ভয়, তব ইচ্ছামতে হয়,
তব আজ্ঞা সদা বলবান্।।
তব ভয়ে বায়ু বয়, চন্দ্র-সূর্য্য সমুদয়,
স্ব-স্ব নিয়মিত কার্য্য করে।
তুমি ত' পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম পরাৎপর,
তব বাস ভকত-অন্তরে।।
সদা-শুদ্ধ সিদ্ধকাম, 'ভকতবৎসল'-নাম,
ভকত-জনের নিত্যস্বামী।

তুমি ত' রাখিবে যা'রে, কে তা'রে মারিতে পারে,
সকল বিধির বিধি তুমি।।
তোমার চরণে নাথ! করিয়াছি প্রণিপাত,
ভকতিবিনোদ তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামী! অবশ্য তাহারে তুমি,
রক্ষিবে,— তাহার এ বিশ্বাস।

(৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ।। ১ ।।
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান ।।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ।। ২ ।।
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
অবশ্য রক্ষিবে 'কৃষ্ণ'--বিশ্বাস, পালন ।।৩।।
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জনাঙ্গীকার ।।৪।।
যড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ।। ৫ ।।
রূপ সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি'।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুহুঁ পদ ধরি' ।। ৬ ।।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব'লে ''আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম'' ।। ৭ ।।

(৭)

ভজহুঁরে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দরে ।

দুর্লভ মানব, জনম সৎসঙ্গে
তরহ এ-ভবসিন্ধু রে ।।
শীত আতপ, বাত-বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগি' রে ।।
এ ধন যৌবন, পুত্র-পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ।।
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে ।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে ।।

শ্রীশ্রীরাধিকা-স্তুতি

রাধে জয় জয় মাধব-দয়িতে ।
গোকুলতরুণীমণ্ডল-মহিতে ।। ১ ।।
দামোদর-রতিবর্দ্ধন-বেশে ।
হরি-নিষ্কুট-বৃন্দাবিপিনেশে ।।২।।
বৃষভানুদধি-নবশশিলেখে ।
ললিতাসখি গুণরমিতবিশাখে ।।৩ ।।
করুণাং কুরু ময়ি করুণা-ভরিতে ।
সনক-সনাতন-বর্ণিত-চরিতে ।।৪ ।।

শ্রীরাধা-নিষ্ঠা

(১)

বৃষভানুসুতা, চরণ-সেবনে, হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ, সতত সাধনে, রহিব আমি প্রয়াসী।।
শ্রীরাধার সুখে, কৃষ্ণের যে সুখ, জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি', শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে, কভু না হইব কামী।।
সখীগণ মম, পরম সুহৃৎ, যুগল-প্রেমের গুরু।
তদনুগা হয়ে, সেবিব রাধার, চরণ-কল্পতরু।।
রাধাপক্ষ ছাড়ি', যে-জন সে-জন, যেভাবে সেভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা-, পক্ষপাতী সদা, কভুনাহি হেরি তাঁ'কে।।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(২)

শ্রীকৃষ্ণবিরহে, রাধিকার দশা, আমি ত' সহিতে নারি।
যুগল-মিলন, সুখের কারণ, জীবন ছাড়িতে পারি।।
রাধিকা-চরণ, ত্যজিয়া আমার, ক্ষণেকে প্রলয় হয়।
রাধিকার তরে, শতবার মরি, সে-দুঃখ আমার সয়।।
এ হেন রাধার, চরণ-যুগলে, পরিচর্য্যা পা'ব কবে।
হা হা ব্রজ-জন, মোরে দয়া করি', কবে ব্রজবনে ল'বে।।
বিলাসমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরূপমঞ্জরী আর।
আমাকে তুলিয়া, লহ নিজপদে, দেহ মোর সিদ্ধি-সার।।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(৩)

রাধিকা চরণ-রেণু, ভূষণ করিয়া তনু,
অনায়াসে পাবে গিরিধারী।

রাধিকা-চরণাশ্রয় যে করে সে মহাশয়,
তাঁ'রে মুঞি যাঁও বলিহারি।।
জয় জয় 'রাধা' নাম, বৃন্দাবন যাঁ'র ধাম,
কৃষ্ণসুখ-বিলাসের নিধি।
হেন রাধা-গুণ-গান, না শুনিল মোর কাণ,
বঞ্চিত করিল মোরে বিধি।।
তাঁ'র ভক্ত-সঙ্গে সদা, রসলীলা প্রেমকথা,
যেন করে সে পায় ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তা'র কভু সিদ্ধি নাই,
নাহি যেন শুনি তা'র নাম।।
কৃষ্ণনাম-গানে ভাই, রাধিকা-চরণ পাই,
রাধানাম-গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিনু কথা, ঘুচাও মনের ব্যথা,
দুঃখময় অন্য কথা-দ্বন্দ্ব।।

(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

নির্বেদ-লক্ষণ-উপলব্ধি

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে? ।।১।।
'সংসার' 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ।।২ ।।
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ।।৩।।
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার?।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ।।৪।।

গৰ্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥ ৫ ॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥৬॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন ॥৭॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ॥ ৮ ॥
হায়, হায়! নাহি ভাবি—অনিত্য এই সব।
জীবনে বিগতে কোথা রহিবে বৈভব? ॥৯॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥ ১০ ॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥১১॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত॥১২॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥ ১৩ ॥

সঙ্কীর্তন

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥

শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসগণ ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্তিদা সুন্দরী।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নাগরী ॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাসমন্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব মনোরম ॥
জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্বরস-সার।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

শ্রীশিক্ষাষ্টক

অনাদি করম-ফলে পড়ি' ভবার্ণব-জলে
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥১॥
আশা-পাশ-শত-শত ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্মির তাহে খেলা।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥২॥

জ্ঞান-কর্ম-ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপাকরি তোল মোরে বলে ।। ৩।।
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম ধূলি করি'
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ।।৪ ।।

প্রার্থনা

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে।
এমন জনমে, 'হরি' না ভজিলি
সে তুই মানুষ কবে ।।
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়,
করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ,
'শ্রীকৃষ্ণ-''গোবিন্দ' নাম ।।
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়,
শারী শুক আদি কত ।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ,
এ হয় কেমন মত ।।
দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল,
পচাল পাড়িতে পার।
তাহার ভিতরে, কখন কেন কি,
' গোবিন্দ' বলিতে নার ।।

ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি,
ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে,
নরকে মজিবি যাইয়ে ।।
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি,
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত,
এড়াবে কৃতান্ত-দায় ।।

(২)

এ মন! 'হরিনাম' কর সার।
এ ভব-সাগর, হবে বালি-চর,
হাঁটিয়া হইবি পার ।।
ধরম করম, এ জপ, এ তপ,
জ্ঞান-যোগ-যাগ-ধ্যান ।
নহি নহি নহি কলিতে কেবল,
উপায় 'গোবিন্দ' নাম ।।
ভুকতি-মুকতি যে গতি সে গতি,
তাহে না করিহ রতি
মেঘের ছায়ায়, জুড়ান যেমন,
কহনা সে কোন্ গতি।।
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল,
এমন সুলভ কবে ।
ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম
আর কি এমন হবে ।।
যতেক পুরাণ- প্রমাণ্য,
নামের সমান নাই।

নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়,
প্রেমেতে হরিকে পাই ৷৷
শ্রবণ কীর্তন, কর অনুক্ষণ,
অসত পচাল ছাড়ি৷
কহে প্রেমানন্দ, মানুষ জনম,
সফল কর না ভাড়ি ৷৷

সখীবৃন্দে বিজ্ঞপ্তি

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ।।
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন ।
রতন বেদির উপর বসাব দু'জন ।।
শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব কবে, হেরিব মুখচন্দ্র ।।
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বুলে ।।
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ।।

সপার্ষদ ভগবদ্বিরহ জনিত বিলাপ ঃ

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ।।
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিত পাবন ?

কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?
পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ।।

বৈষ্ণব বন্দনা

শুদ্ধভকত- চরণরেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ৷৷১৷৷
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ৷৷২ ৷৷
গৌর আমার যে সব স্থানে,
করিল ভ্রমণ রঙ্গে ।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ৷৷৩৷৷
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে ।
গৌর-বিহিত, কীর্তন শুনি,
আনন্দে হৃদয় নাচে ৷৷৪ ৷৷
যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয় ৷৷৫৷৷

যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ,
মাধব তোষণী জানি।
গৌর প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতি দিবসে, পরম সুখে',
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

নির্বেদ-লক্ষণ উপলব্ধি

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার ॥ ১ ॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥ ২ ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন।
রোগ-শোক অনিবার, চিত্ত ক'রে ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥ ৩ ॥

ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ।
সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ ধন ॥ ৪ ॥
ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে' দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণ নিশ্চয় ॥ ৫ ॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥ ৬ ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা ॥ ৭ ॥

শ্রীনগর-কীর্তন

(আজ্ঞাটহল)

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥

অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সর্বধর্ম সার ॥ ৪ ॥

(২)

গায় গোরা মধুর স্বরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১ ॥
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে-দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে ॥ ২ ॥
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধা-মাধব' নাম বল রে ॥ ৩ ॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষিকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাত রে ॥ ৪ ॥

(৩)

'রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্ বল্ রে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই।
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে',
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ॥ ১ ॥

(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই।
('কৃষ্ণ') বলবে যবে, পুলক হ'বে,
ঝরবে আঁখি, বলি তাই ॥ ২ ॥
(রাধা) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও-নাম গাই ॥ ৩ ॥

(৪)

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ধ্রু ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ১ ॥
একবার বল্ রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥ ২ ॥
(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে'।
(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন,
ব্রহ্ম-বিমোহন, ঊর্দ্ধকরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ৩ ॥



বিজ্ঞপ্তি

(১)

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন ।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥ ১ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥ ২ ॥
গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে ।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া ।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান ।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার ।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার ।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥ ৮ ॥

(২)

গোপীনাথ ঘোচাও সংসার জ্বালা ।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥১ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস ।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফূরিবে তুমি ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ আমি ত' তোমার জন ।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন-ধন ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত সকলি জান ।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব ।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে
না কর' করুণা-লব ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' মুরখ অতি ।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পন্ডিতবর ।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব' পর ॥ ৮ ॥

(৩)

গোপীনাথ আমার উপায় নাই ।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥১॥
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে ।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি ।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর ।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে ।
তুমি হৃষিকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার' হে সংসৃতি-ঘোরে ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস ।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে করহ দাস ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃপা প্রার্থনা

(১)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন ।
তোমা ছাড়া কা'র নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে ।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ॥

(২)

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো ।
এইরূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো ॥
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর ।
নূপুর হ'য়ে রুণুঝুনু বাজিব গো ।
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি',
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো ।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁ'দের চরণের ধূলা মাখিব গো ॥
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো ॥

(৩)

গোপীনাথ আমার উপায় নাই ।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥১॥
গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে ।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি ।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর ।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে ।
তুমি হৃষিকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার' হে সংসৃতি-ঘোরে ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস ।
কৃপা-অসি ধরি, বন্ধন ছেদিয়া
বিনোদে করহ দাস ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃপা প্রার্থনা

(১)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ।
বার বার এই বার লহ নিজ সাথ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ, লইনু শরণ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধমতারণ॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন।
তোমা ছাড়া কা'র নহি হে রাধারমণ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ, কি হইবে গতি॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে॥

(২)

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো।
এইরূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো ॥
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর।
নূপুর হ'য়ে রুণুঝুনু বাজিব গো ।
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি',
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো ।
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা
তাঁ'দের চরণের ধূলা মাখিব গো ॥
ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো ॥

কহে নরোত্তমদাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজে বাস করিব গো ।

(৩)

কে গো তুমি কাঙ্গাল-বেশে
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও।
অতি বড় ব্যথার ব্যথি
(তাই) নয়ন-জলে বক্ষঃ ভাসাও ॥
অধম পতিত আচণ্ডালে
স্নেহের কোলে লও গো তুলে,
দিব্য-প্রেমের আঁখি খুলে
ভব-বাঞ্ছিত পদ দেখায়ে দাও ॥
এমন দয়াল কে গো তুমি
বিলালে প্রেম-চিন্তামণি,
ধর লও ব'লে প্রেমের খনি
আচণ্ডালে বিলায়ে দাও ॥
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে,
ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইলে,
(মায়া)-মুগ্ধ-জীবের ভবক্ষুধা
চিরতরে মিটিয়ে দাও ॥
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বাজাতে বাঁশী রাধা ব'লে।
সেই না তুমি গৌর হয়ে
নদে' এসে জীব তরাও ॥

(৪)

যার মুখে ভাই, হরি কথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না ।

যা'র মুখ দেখি' ভুলে যাবে হরি
তাঁ'র মুখপানে চেও না ॥
ক'দিন রহিবে ভবমাঝে আর
অবিলম্বে কর যাহা করিবার ।
পরের কথায় কিবা আসে যায় ?
মিছে দাগা তুমি পেও না ॥
কে তোমাকে কবে কী কথা কহিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে
তাঁ'র পদ কেন ভাব' না ॥
(কেবল) হরিকথা কও, হরিগুণ গাও
হরিনাম-রসে সদা মত্ত হও।
হরিনাম-গীতি গাও নিতি নিতি
অন্য কোন গীতি গেও না ॥

(৫)

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধু-সঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে হয় অন্ত ক্লেশ ॥
সংসার অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল।
অপরাধ ছাড়ি' কৃষ্ণনাম লয়
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে
আশ্রয় লইল যেই ।
কৃষ্ণদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥

শ্রীকৃষ্ণ-রূপ-বর্ণনা

জনম সফল তা'র কৃষ্ণ দরশন যা'র
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন' করি' কৃষ্ণ দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমরূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী ॥ ২ ॥
বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ॥ ৩ ॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥ ৪ ॥
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময়বারি ॥ ৫ ॥
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম।
চরণকমলে অমিয়া উছলে
তাহাতে নূপুর দাম ॥ ৬ ॥
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি'
চরণ কমলে স্থান।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণে বিজ্ঞপ্তি

(১)

তুমি ত' দয়ার সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে, কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর পরিত্রাণ।।
যাবৎ জনম মোর, অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি যে তুমি গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
মোর সম নাহিক অধমা।
পতিত-পাবন নাম, ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হও অপরাধী, তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীর পতি।।
তুমি ত' পরম দেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করি অপরাধ, তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর।।
কামে মোর হত চিত, নাহি শুনে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকুরু, তুমি বাঞ্ছা-কল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা।।
মো-সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
'নরোত্তম-পাবন' নাম ধর।
ঘুষুক সংসারে নাম, পতিত উদ্ধার শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর।।

নরোত্তম বড় দুঃখী, নাথ মোরে কর সুখী,
তোমার ভজন-সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম-ভয়,
নিবেদন করি অনুক্ষণে।।

(২)

হেদে হে নাগরবর, শুন হে মুরলীধর,
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ-নখর-মণি, যেন চাঁদের গাঁথনি,
ভাল শোভে আমার গলায়।।
শ্রীদাম-সুদাম-সঙ্গে, যখন বনে যাও রঙ্গে,
তখন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
মনে বলে সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই,
আঁখি রহে তুয়া পানে চেয়ে।।
তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবনপানে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধোঁয়ার ছলনা করি কান্দি।।
মণি নও, মানিক নও, আঁচলে বাঁধিলে রও,
ফুল নও যে কেশে করি বেশে।
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া বেড়াতাম দেশে দেশে।।
অগুরু চন্দন হইতাম, তুয়া অঙ্গে মাখা রইতাম,
ঘামিয়া পড়িতাম তুয়া পায়।
কি মোর মনের সাধ, বামন হ'য়ে চাঁদে হাত,
বিধি কি পূরাবে সাধ আমার।।

নরোত্তমদাস কয়, শুন ওহে দয়াময়,
তুমি আমায় না ছাড়িহ দয়া।
যে-দিন তোমার ভাবে, আমার পরাণ যাবে,
সেই দিন দিও পদছায়া।।

ভজন গীতি

ভাটিয়ারি

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি,
মুখে বোল তার নাম।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপীপ্রাণধন,
ভুবনমোহন শ্যাম ।।
কখন মরিবে, কেমন তরিবে,
বিষয় শমন ডাকে ।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে ।।
কুলধন পাইয়া, উনমত হৈয়া,
আপনাকে জান বড় ।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে,
বান্ধিয়া করিবে জড় ।।
কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে ।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে ।।
দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ,
মিছাই জনম গেল ।
হরি না ভজিলুঁ, বিষয়ে মজিলুঁ,
হৃদয়ে রহল শেল ।।

গোপ্তৃত্বে-বরণ

(১)

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে
হইনু শরণাগত ।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥
ভরসা আমার, এই মাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময় ।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি ।
দয়াল ঠাকুর! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ !
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ! ॥ ৪ ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নাহি ত' আমি ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

(২)

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥ ১ ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর ।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর-দুঃখ সুখকর ॥ ২ ॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব বিভূষণ ॥ ৩ ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্যে বিরত,
অকার্যে উদ্যোগী আমি ।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥ ৪ ॥
এ হেন দুর্জন, সজ্জন-বর্জিত,
অপরাধী নিরন্তর ।
শুভকার্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥ ৫ ॥
বার্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন ।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥ ৬ ॥



রাধাকৃষ্ণ ভজন

ভজ রাধা কৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়,
স্বভাব জাগায় মহাসুখে।।
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু,
জীবের চির সুখে দুঃখে।
(তাই) ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ
দুস্তর মায়া-বিপাকে।।
ভজ মূঢ়মতি, স্তব চিরসাথী,
যাঁহার করুণা লোকে লোকে।
তবে কেন পান্থ, এত তুমিভ্রান্ত,
কোথায় ছুটিছ দিকে দিকে?
(সেই) লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়াপুরী
রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে।।

শ্রীল প্রভুপাদ বন্দনা

(শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী)

প্রভুপাদ চরণাশ্রয়, শুদ্ধভক্তিভাবোদয়,
প্রণমামি শরণ লয়ে।
ভক্তগোষ্ঠী যাঁহার দেহ, সর্বজীব আশ্রয় গেহ,
গৌরাঙ্গের পাশ আমারে নিজয়ে ।।
কৃষ্ণকথামৃত-লেখক, গৌরতত্ত্ব জগৎ শিক্ষক,
করি তোমার নিত্যসঙ্গের আশা।
প্রভুপাদের পথ বাহিরে, কলিকালের মায়া ভাইরে,
উদ্ধার পাইবার নাহি কোন আশা।।

প্রচার অমৃত দিল যে, গুরুগৌরাঙ্গ প্রাণ সে,
কীর্তন করিবে রাধাদাস।
প্রভুপাদ দিব্য দৃষ্টি সংসার গৌর প্রেমবৃষ্টি
হোক প্রভু তোমার আজ্ঞা চির দাস।।
পাশ্চাত্যদেশ শূন্যবাদী, দুরাচারী মায়াবাদী,
উদ্ধার পাইল তোমার দয়ায়।
প্রভুপাদ দয়া কর, কৃষ্ণভক্ত এবার কর,
তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়রে।।

শ্রীনামাষ্টক

মঙ্গল বিভাষ—একতালা

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে ।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ।। ১ ।।
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ যুগলে-গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া।। ২ ।।
মাধুরীপুর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ।। ৩ ।।
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল' ।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল' ।। ৪ ।।

সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি হরি' বলি' গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম রস সবে পায় ।। ৫ ।।
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ।। ৬ ।।

নাম কীর্তন

(১)

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ, গোপাল গোবিন্দ।
জয় মদন মোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ।।
জয় অচ্যুত, মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ।।

(২)

জয় গোদ্রুম পতি গোরা।
নিতাই-জীবন অদ্বৈতের ধন,
বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা।
গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,
কৃষ্ণভক্ত মানস-চোরা।।

(৩)

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর।
গৌড়চিত্তগগন-শশধর।
কীর্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,
শচীসুত পুরটসুন্দর।।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য্য দয়াময়।
যাঁ'র হুহুঙ্কারে গৌর-অবতার হয়।।
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণা-সাগর।
যাঁ'র প্রেমরসে আইলা ব্রজের নাগর।।
যাহারে করুণা করি' কৃপা দিঠে চায়।
প্রেম-রসে সে-জন চৈতন্য-গুণ গায়।।
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সে-জন পাইলা গৌরপ্রেম-মহাধন।।
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিলুঁ।
লোচন বলে নিজ-মাথে বজর পাড়িলুঁ।।

শ্রীগৌরতত্ত্ব

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে।
ধবলী শ্যামলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে।।
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়।
শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায়।।
নিতাই চাঁদের মুখে শৃঙ্গার নিশান।
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান।।
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম।
ভাইয়ারে ভাইয়ারে বলি ধায় অবিরাম।।
দেখিয়া গৌরাঙ্গ রূপ প্রেমের আবেশ।
শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবর বেশ।।
চরণে নূপুর বাজে সর্বাঙ্গে চন্দন।
বংশীবদনে কহে চল গোবর্ধন।।

অধিবাস-কীর্ত্তন

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গ-আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ।।
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
সঙ্কীর্ত্তনের করে অধিবাস।
আপনি নিতাই ধন, দেই মালা-চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব-সম্ভাষ।।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা, কীর্ত্তন মঙ্গল।।
চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে,
কালি হবে কীর্ত্তন-মহোৎসব।
আজি খোল-মাঙ্গলি, রাখিয়ে আনন্দ করি',
বংশী বলে দেহ জয় রব।।

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ।।
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ।।
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে ।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ।।

দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ।।
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।
মিছা-মায়ায় বদ্ধ হ'য়ে বৃক্ষসম হৈনু ।।
ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে ।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ।।
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দৈবকী উদরে ।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ।।
বসুদেব রাখি' আইল নন্দের মন্দিরে ।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ।।
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন' ।
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন' ।।
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর গোপাল' ।
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল' ।।
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই' ।
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা-ভাই' ।।
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী।
'কালোসোনা' নাম রাখে রাধাবিনোদিনী।।
চন্দ্রাবলী নাম রাখে ' মোহন-বংশীধারী'।
কুব্জা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি' ।।
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া ।
'কৃষ্ণ' নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।।
কন্বমুনি রাখে নাম ' দেব চক্রপাণি' ।
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী।।
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন' ।
অজামিল নাম রাখে 'দেব নারায়ণ' ।।

পুরন্দর নাম রাখে ‘ দেব শ্রীগোবিন্দ’ ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম ‘ দেব দীনবন্ধু’ ।।
সুদামা রাখিল নাম ‘দারিদ্র্যভঞ্জন’ ।
ব্রজবাসী নাম রাখে ‘ব্রজের জীবন’ ।।
‘দর্পহারী’ নাম রাখে অর্জুন সুধীর ।
‘পশুপতি ’ নাম রাখে গরুড় মহাবীর ।।
যুধিষ্ঠির নাম রাখে ‘ দেব যদুবর’ ।
বিদুর রাখিল নাম ‘কাঙ্গালের ঠাকুর ’ ।।
বাসুকী রাখিল নাম ‘ দেব সৃষ্টি-স্থিতি’ ।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে ‘ধ্রুবের সারথী’ ।।
নারদ রাখিল নাম ‘ভক্তপ্রাণধন’ ।
ভীষ্মদেব নাম রাখে ‘লক্ষ্মীনারায়ণ’ ।।
সত্যভামা নাম রাখে ‘সত্যের সারথী’ ।
জাম্ববতী নাম রাখে ‘দেব যোদ্ধাপতি’ ।।
বিশ্বামিত্র নাম রাখে ‘সংসারের সার’ ।
অহল্যা রাখিল নাম ‘পাষণ-উদ্ধার’ ।।
ভৃগুমুনি নাম রাখে ‘জগতের হরি’ ।
পঞ্চমুখে ‘রাম’-নাম গান ত্রিপুরারি ।।
কুঞ্জকেশী নাম রাখে ‘বলী সদাচারী’ ।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম ‘নৃসিংহ মুরারী ।।
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্র্যভঞ্জন ।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ।।
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি ।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ।।
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ ।
মহৈশ্বর্যপূর্ণ হ’য়ে বিহার করহ ।।

অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন ।
মৎস-কূর্ম-বরাহাদি অবতারগণ ।।
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী ।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ।।
বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় ‘শেষ’ ।।
পূতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন ।
তৃণাবর্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দন ।।
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন ।
গিরিগোবর্ধনধারী অর্জুনভঞ্জন ।।
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী ।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ।।
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী ।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রূরনিস্তারী ।।
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম-পরমেশ ।।
পীতাম্বর-বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন ।
গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন ।।
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন ।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ।।
সত্যভামাপ্রাণপতি রুক্মিণীরমণ ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপাল্যাদি-দমন ।।
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি ।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ।।
শাল্ব-দন্তবক্র নাশী মহিষীবিলাসী ।
সাধুজন-ত্রাণকর্তা ভূভার-বিনাশী ।।

পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু ।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু ॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি ।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥
রসময় রসিক নাগর অনুপম ।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর ।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষিকেশ ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি ।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা ।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার ।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
শতভার-সুবর্ণ-গো-কোটি-কন্যাদান ।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি ।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম-সংকীর্তন ।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে ।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর ।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ॥

ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায় ।
সে-হরি-বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥
বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন ।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন ।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন ।
মথুরায় কংসধ্বংস, লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুরবধ আদি কালীয়দমন ।
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

হিন্দি কীর্ত্তন

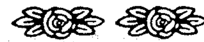
(১)

জয় গোবিন্দ, জয় গোপাল,
কেশব, মাধব, দীনদয়াল।
শ্যামসুন্দর, কন্‌হাইয়ালাল,
গিরিবরধারী, নন্দদুলাল।।
অচ্যুত, কেশব, শ্রীধর, মাধব,
গোপাল, গোবিন্দ, হরি।
যমুনা পুলিনমে বংশী বজাওয়ে,
নটবর বেশধারী।।

(২)

সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মেঁ।

ভালে চন্দন তিলক মনোহর,
অলকা শোভে কপোলন মেঁ।।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মেঁ।
শিরে চূড়া দরশী বালে,
বনফুলমালা হিয়াপর দোলে।।
পহিরন পীত-পটাম্বর শোভে,
(নূপুর) রুণু ঝুনু চরণো মেঁ।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মেঁ।।
রাধাকৃষ্ণ এক তনু হ্যায়,
নিধুবন মাঝে বনশী বাজায়।
বিশ্বরূপ কি প্রভুজী সহী,
আওত প্রকটহি নদীয়া মেঁ।।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মেঁ।
কোই গাওত হ্যায়, রাধাকৃষ্ণ নাম,
কোই গাওত হ্যায়, হরিগুণগান।।
মৃদঙ্গতাল মধুর রসাল,
কোই গাওত হ্যায় রঙ্গমেঁ।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি কীর্ত্তন মেঁ।।



পরিচ্ছন্নতা

ভগবদ্ গীতায় পরিচ্ছন্নতাকে দিব্যগুণ এবং ব্রাহ্মণের গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একথা বলা হয়েছে যে অপরিচ্ছন্নতা আসুরিকগুন। চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তের ২৬ টি গুণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা অন্যতম বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বৈষ্ণবদের জন্য পরিচ্ছন্নতার গুরুত্বের উপর বারবার জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তোমরা পরিচ্ছন্ন না হলে কৃষ্ণ লক্ষ মাইল দুরে রইবেন। পরিচ্ছন্নতা সাত্ত্বিক, অপরিচ্ছন্নতা তামসিক। আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সবসময় ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ রাখতে হবে। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে' জপ করতে হবে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বৈদিক সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শরীর, পোষাক, বাড়ী এবং বিশেষ করে মন্দির ও রান্নাঘর পবিত্র ও পরিষ্কার রাখতে হয়। বাইরে পরিষ্কার থাকলে তা আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার জন্য সহায়ক হয়। শ্রীল প্রভুপাদ এ সম্পর্কে যে শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছু বিষয় নীচে উল্লেখ করা হলো। যদি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা এগুলো অনুসরণ করতে পারি তবে তা কৃষ্ণ ভাবনায় আমাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে।

বিগ্রহ পূজায় পরিচ্ছন্নতা

সবকিছু অত্যন্ত পরিষ্কার থাকা উচিৎ। রাত্রে শয়নের আগে ফুলগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। চিত্রপটসমূহ প্রত্যহ মুছা, বেদীর কাপড় নিয়মিত পাল্টানো এবং পিতলের সামগ্রী ঝকঝকে তকতকে রাখা কর্তব্য। গোটা বাড়ী সর্বোত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা না গেলেও অন্ততপক্ষে মন্দিরকক্ষকে অবশ্যই পবিত্র রাখা দরকার।

স্নান সেরে তিলক কেটে পরিষ্কার পোশাকে ভক্তদের আসতে হবে। আরতি অথবা প্রসাদ নিবেদনের আগে স্নান ও পরিষ্কার কাপড় পরিধান অত্যাবশ্যক। কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই আমরা রান্না করি। তাই এ রান্না বিগ্রহ পূজার অঙ্গ। রান্নার

আগেও স্নান করে তিলক কেটে পরিস্কার পোষাক পরিধান করতে হয়। স্নান করার পর যাতে কুকুর, বিড়াল, শিশু অথবা কোন অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির ছোঁওয়া না লাগে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। রান্নার সময়ও এগুলোর ছোঁওয়া লাগলে পবিত্রতা নষ্ট হয়।

মাসিকের সময় মহিলারা বিগ্রহ পূজা অথবা কৃষ্ণের জন্য রান্নার কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। শিশুরা সবসময় হাত পা মুখের মধ্যে দেয়, তাদের মুখ দিয়ে লালা ঝরে এবং যে কোন সময় তারা মলমূত্র ত্যাগ করে বলে তাদেরকে অপরিচ্ছন্ন গণ্য করা হয়। তাই পূজা অথবা কৃষ্ণের জন্য রান্নার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে শিশুস্পর্শ করা যায় না। (এ নিয়ম মন্দিরের জন্য, বাড়ীর জন্য নয়)।

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা

ব্রাহ্মণ সকাল , দুপুর এবং সন্ধ্যায় মিলিয়ে দিনে কমপক্ষে তিন বার স্নান করে থাকেন। স্নান শরীরকে ঠাণ্ডা, পবিত্র ও সতেজ করে। দিনে অন্ততঃ একবার ভালভাবে দাঁত প্রক্ষালন করা উচিৎ। নিয়মিত নখ কাটা ও পরিস্কার রাখা উচিৎ। পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিদিন নতুনভাবে ধোয়া পরিস্কার জামা কাপড় পরা বিধেয়। জলও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ।

মহাপ্রভুর অনুগামীরা লম্বা চুল রাখা অপছন্দ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পুরুষেরা শিখা রাখেন, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তার শিষ্যদের বড় শিখা রাখতে নিষেধ করতেন। কারণ শাস্ত্রমতে ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চির বেশী বড় শিখা রাখা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিধান নয়; অন্য সম্প্রদায়ের।

গৃহস্থালী পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে নিয়মিত ধুলা ও মাকড়সার জাল পরিস্কার করা ও সবকিছু সাজানো গোছানো রাখা, অপবিত্র সামগ্রী (জুতা, মাংস, তামাক, মদ ইত্যাদি) দূরে রাখা। বৈদিক সংস্কৃতি কুকুর ও বিড়ালের উপকারিতা স্বীকার করে। তবে তারা মাংস খায়, নিজেদের শরীর লেহন করে এবং গায়ে কটুগন্ধ আছে, তাই

এদেরকে অপবিত্র গণ্য করা হয়। তবে এগুলোকে ঘরের বাইরে রাখা উচিৎ। ভক্তগণ কুকুর, বিড়াল পালন করেন না।

গৃহে আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি

পরিবারের সকল সদস্যকে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী এবং পিতা হিসাবে গৃহকর্তা তার পরিবারের গুরু। পরিবারের সকলের জন্য খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেমন তার কর্তব্য এ গুলোর চেয়ে আরও বড় কর্তব্য হচ্ছে সকলকে কৃষ্ণ ভাবনার প্রশিক্ষণ দেওয়া। অল্প বয়সে শিশুদের । যদি কৃষ্ণভাবনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তবে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ভক্তির চেতনা নিয়ে বড় হয়ে উঠবে। এর চেয়ে বড় কোন উপহার পিতামাতা তাদের সন্তানদের দিতে পারেন না। যদি এভাবে গোটা পরিবার কৃষ্ণ ভাবনায় প্রশিক্ষণ পায় তবে বাড়ীর পরিবেশ অবশ্যই অত্যন্ত সুন্দর রূপধারণ করবে।

নিজের বাড়ীকে কিভাবে কৃষ্ণভাবনাময় আশ্রমের মত পবিত্র করে তোলা যায় তার কতিপয় নির্দেশ ঃ

কৃষ্ণ ভাবণাময় চিত্রপট সমূহ (অর্থাৎ কৃষ্ণ, শ্রীল প্রভুপাদ ইত্যাদির চিত্রপট) টাঙ্গিয়ে রাখা এবং অন্যান্য কৃষ্ণ ভাবনাহীন ছবি সমূহ অপসারিত করা। রেডিও শোনার পরিবর্তে শুদ্ধ ভক্তদের গাওয়া ভজন শ্রবণ করা। বাজে কথার পরিবর্তে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা অথবা কৃষ্ণ কথা অলোচনা করা। সব কিছু পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কটুগন্ধ সবকিছুকে অপবিত্র করে ফেলে। গ্রন্থ, করতাল ইত্যাদি পবিত্র সামগ্রী অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখতে হবে। এগুলো মাটিতে অথবা পা রাখার স্থানে রাখা যাবে না।



প্রাথমিক পূজা পদ্ধতি

শ্রীবিগ্রহ সেবা-পূজা ও আরতি বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে সংক্ষেপে তা বর্ণনা করা হলো। আরও অধিক জানার জন্য আগ্রহী ভক্তগণ ইস্‌কন থেকে প্রকাশিত পঞ্চরাত্র-প্রদীপ ও অভিজ্ঞ ভক্তদের শরণাগত হবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সবকিছুর উর্দ্ধে পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবানকে শয়ন থেকে উথিত করার পূর্বে যে সকল বিভিন্ন কার্য্য কলাপ করা উচিত।

প্রাতঃকৃত্য ঃ—

সূর্যোদয়ের দেড় ঘন্টা পূর্বে প্রাতঃকালকে বলা হয় ব্রাহ্মমুহূর্ত। এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে পারমার্থিক কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাতঃকালে আধ্যাত্মিক কার্য্যকলাপ অনুষ্ঠানের ফল দিনের অন্য যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক কার্য্যকলাপের ফল থেকে অনেক বেশী। তাই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ পূর্বক হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে শয্যাত্যাগ করা উচিত।

(নিদ্রা যদিও যথাযথ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন, তবুও তার তামসিক প্রবাহে দেহ ও মনের অশুদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাই সেই প্রভাব ক্ষুন্ন করার উদ্দেশ্যে এবং সুস্বাস্থ্য ও বিধিবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে দেহ মন পরিশুদ্ধ করে তোলা প্রয়োজন।)

শয্যাত্যাগের পরে, মলমূত্র ত্যাগ, দন্তধাবন, স্নান, পরিস্কার পোযাক পরিধান, শরীরে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ, আচমন, পুষ্পচয়ণ, মন্দির মার্জন ইত্যাদির পর আরতী উপকরণ, মিষ্টি জাতীয় ভোগ ও তুলসী টব মন্দির কক্ষে আনয়ণ করে, শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন ও তাঁর গুণ কীর্তন করতে করতে শ্রীশ্রী নিতাই-গৌর ও শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের জয়ধ্বনী পূর্বক হাতে তালি ও ঘন্টা বাজাতে বাজাতে মন্দির বেদীতে আলো জ্বালিয়ে দিবেন।

গঙ্গাজল পরিবর্ত্তে

সাধারণ জল শুদ্ধি ঃ -

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।"

আচমন ঃ **ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়নায় নমঃ ওঁ মাধবায় নমঃ**

এই তিন মন্ত্রে তিনবার আচমন করবেন। প্রতি বার হাত ধুয়ে নিবেন এবং আচমনান্তে যোড় হস্তে পাঠ করবেন—

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।

পুষ্পশুদ্ধি ঃ **ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে**
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবিগ্রহাদির জাগরণ

বাম হাতে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে শ্রীগুরুদেবের আলেখ্যে (চিত্রপট) তাঁর চরণকমল স্পর্শ করে

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীগুরো ত্যজ নিদ্রাং কৃপাময়।

মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক (মানসভাবে চিন্তা করবেন যে গুরুদেব শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করে সিংহাসনে (বেদীতে) বসেছেন তারপর আচমন, দন্তধাবন, পুনঃ আচমন, তারপর তোয়ালে বা রুমাল দিয়ে শ্রীগুরুদেবের হাত ও মুখ শুকনো করে মুছে দিতে হয়। তারপর গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করে একই ভাবে গুরু-পরম্পরা সহ অন্যান্য বিগ্রহ গণের শয্যা ত্যাগের অনুরোধ জানাতে হয়।

শ্রীবিগ্রহ গণের জাগরণ মন্ত্র

শ্রীমন নিত্যানন্দ প্রভু

উত্তিষ্ঠ জাহ্নবেশ্বর যোগনিদ্রাং ত্যজ প্রভো।
নাম্মোহট্টে দিব্যনামং সুশ্রদ্ধার্থং বিতরসি।।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাঙ্গ জহি নিদ্রাং মহাপ্রভো।
শুভদৃষ্টিপ্রদানেন ত্রৈলোক্যমঙ্গলং কুরু।।

শ্রীশ্রী পঞ্চতত্ত্ব

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঞ্চতত্ত্ব ত্যজনিদ্রা কৃপাময়।

শ্রীশ্রী জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা

ত্যজ নিদ্রাং জগন্নাথ শ্রীবলদেবোত্তিষ্ঠ চ।
জগন্মাতার্চ সুভদ্রে উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শুভদে।।

শ্রী নৃসিংহদেব

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীনৃসিংহ ত্যজ নিদ্রা কৃপাময়।

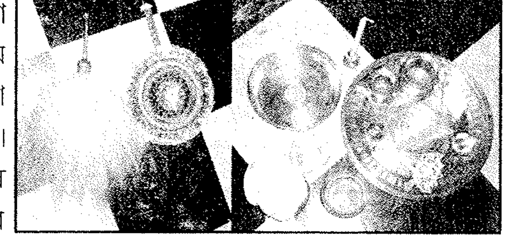
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ

গো-গোপগোকুলানন্দ যশোদানন্দবর্ধন।
উত্তিষ্ঠ রাধয়া সার্ধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে।।

মিষ্টি জাতিয় ভোগ নিবেদন করে, আরতী নিবেদন করা প্রয়োজন। আরতির পূর্বে শ্রীগুরুদেব সহ অন্য বিগ্রহদের চরণে পুষ্প অর্পন করবেন।

আরতী উপকরণ ও পদ্ধতি

১) বেজোড় সংখ্যক ধূপ কাঠি, ঘৃতের পঞ্চ প্রদীপ, পঞ্চপাত্র, বাজনো শঙ্খ, ছোট জলশঙ্খ, জলশঙ্খ রাখার দানি, ঘন্টা, জল ভর্তি ছোট ঘটি, কাপড়/রুমাল, ফুলভর্তি



ছোট থালা, চামর, ময়ূর পাখা সহ একটি থালাতে সাজিয়ে পবিত্র জলের দ্বারা পরিশোধন করে নিতে হয়। আরতির পূর্বে ও শেষে শ্রীবিগ্রহ কক্ষের বাইরে বাজান শঙ্খ জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তিনবার শঙ্খধ্বনি করে পুনরায় ধুয়ে রাখবেন।

২) ঘন্টা বাজিয়ে, শ্রীবিগ্রহকক্ষের দরজা বা পরদা খুলে, বামদিগে দাঁড়িয়ে আরতি করবেন। সে সময় অন্যরা কীর্ত্তন করবেন। কেউ যদি না থাকে, পূজারী আরতি নিবেদনের সাথে সাথে কীর্ত্তন করতে পারেন।

৩) সেবা করার উদ্দেশ্যে মন্দির ভিতরে প্রবেশের পূর্বে বাইরে আচমন ও প্রণাম নিবেদন করতে হবে। গর্ভ মন্দিরে প্রণাম, জপ ও গায়ত্রী করা নিষেধ।

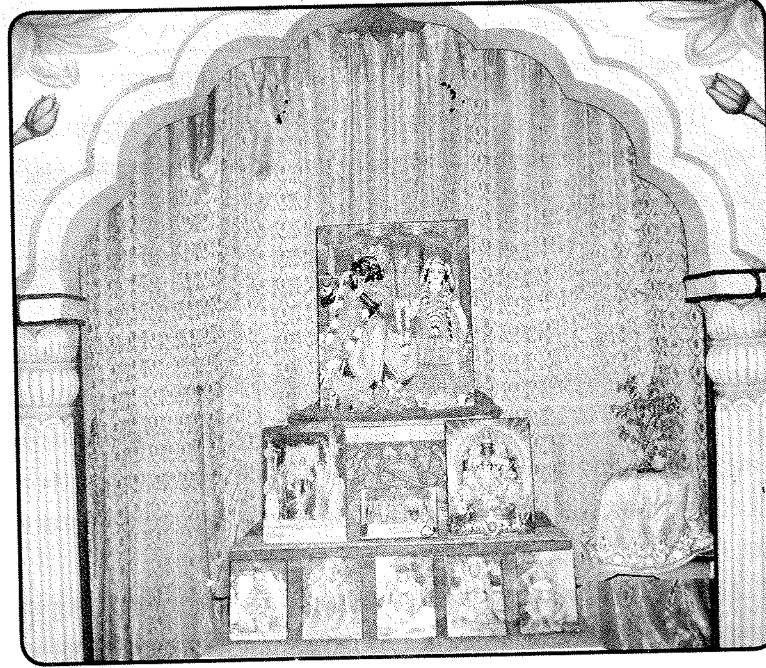
৪) প্রত্যেক উপকরণ আরতি করার পূর্বে ও পরে হাত ধুয়ে নিতে হয় এবং প্রত্যেক দ্রব্য আরতি নিবেদনের সময় পবিত্র করে আরতি করবেন।

৫) আসনের উপরে দাঁড়িয়ে এবং ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে প্রত্যেক উপকরণ প্রথমে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তিন অথবা সাতবার মনোরম ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে দেখিয়ে এবং তার পরে তা একই ভাবে শ্রীল প্রভুপাদকে এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দেখাতে হয়।

(আরতি উপকরণাদি মনোরম ভাবে নিমগ্নচিত্তে নিবেদন করা কর্তব্য। কিন্তু খুব দ্রুত অথবা খুব ধীরে ধীরে নিবেদন করা ভাল নয় এবং নিবেদনের ভঙ্গিমা যেন খুব লোক দেখানো না হয়, তবে তা অবশ্যই শ্রীগুরুদেব এবং সমবেত বৈষ্ণবজনমণ্ডলীর বিনীত সেবক রূপে প্রদর্শিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।)

সব কিছুই নিজ গুরুদেবের পক্ষে এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদসহ নিবেদিত হচ্ছে, সেই বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রধান বিগ্রহের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ সংখ্যক ক্রম অনুসারে নিবেদন করতে হয়। তারপর সেটি প্রসাদরূপে

নিম্নক্রমানুসারে (অবরোহ ক্রমে) শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের এবং গুরু পরম্পরার সকলকে প্রবীণতম থেকে কনিষ্ঠতম সকলকে সাত অথবা তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে, তারপর সেটি প্রসাদরূপে সমবেত বৈষ্ণব, দেবতা ও সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনবার চক্রাকার ঘুরিয়ে নিবেদন করা উচিত।



(গৃহে মন্দির বেদীতে ভগবানের বিগ্রহ বা আলেখ্য (চিত্রপট) উপরোক্ত ছবি অনুসারে সাজিয়ে রাখতে হয়।)

৬) মন্দিরে একটি প্রদীপ অথবা একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখবেন, যাতে ধূপকাঠি ও প্রদীপ জ্বালানো যায়।

৭) একটি উপকরণ নিবেদন করার পর সেটি পুনরায় থালায় রাখবেন না।

৮) আরতী করার সময় ঘণ্টা কোমর থেকে উপরে রেখে বাজাতে হয়।

৯) কর্পূর আরতী কেবল মধ্যাহ্ন কালীন ভোগ আরতির সময় ধূপের পরে প্রদীপের মত নিবেদন করা হয়।

১০) প্রদীপ ও কর্পূর আরতীর শেষে উপস্থিত ভক্তদের উদ্দেশ্যে প্রদীপ গুলি এগিয়ে দিবেন।

১১) শঙ্খজল মূল বিগ্রহে নিবেদনের পরে বিসর্জন পাত্রে অল্প রাখবেন এবং অন্য বিগ্রহদেরও সেইরূপ নিবেদন করে জল রাখবেন।

১২) আরতীর শেষে শঙ্খবাদনের পরে ভগবানের নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং শঙ্খজল (বিসর্জন পাত্রে অল্পকরে রাখাছিল) সমবেত ভক্তদের মস্তক উপরে ছড়িয়ে দিবেন।

১৩) আরতী করার পদ্ধতি ঃ

উপকরণ	পাদপদ্ম	নাভি	মুখমণ্ডল	সর্ব্বাঙ্গ
ধূপ				৭ বার
প্রদীপ	৪বার	২বার	৩বার	৭বার
জলশঙ্খ			শিরোদেশে ৩বার	৭বার
বস্ত্র/রুমাল				৭বার
পুষ্প				৭বার
চামর	সময়ানুসারে সুন্দরভাবে ব্যজন করবেন।			
ময়ূর পাখা	শীতকাল ব্যতীত অন্যদিনে সময়ানুসারে।			

১৪) পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মন্দিরের মেঝে মুছে ফেলতে হয় এবং আরতির সামগ্রী একত্র করে ধুয়ে ফেলতে হয়।

(ধূপ, জলশঙ্খ, বস্ত্র ও পুষ্প ইত্যাদি সময়াভাবে কমসংখ্যক চক্রাকারে প্রদর্শন করাও চলে।)

দৈনিক সেবা

দিনে অন্তত একবার গৃহস্থের ঘরে শ্রীবিগ্রহাদির অর্চন করা উচিত আরতি ও কীর্তন সহকারে— দুবার করতে পারলেই ভাল হয়,—সকালে ও সন্ধ্যায়। সম্ভব হলে মধ্যাহ্ন ভোগ নিবেদনের পরে ধূপ আরতি করাও উচিত।

সকালের পূজা (স্নান ও বস্ত্রসজ্জা)

শ্রীভগবানের পূজা নিবেদনের সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে পঞ্চপাত্র থেকে এক কুশী জল নিয়ে মানস পূজার ভঙ্গিতে শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি উপচার একে একে নিবেদন করা এবং তার পরে সেই জলটুকু একটি বর্জনীয় পাত্রে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রোচারণ ছাড়াও এইভাবে পূজা নিবেদন করা চলে। শ্রীভগবানকে নিবেদন করে মানসভাবে প্রার্থনা জানাতে হবে যেন শ্রীভগবান সেইগুলি কৃপা করে গ্রহণ করেন। সকালে এইভাবে পূজা নিবেদন করা চলে।

ষোড়শ উপচার সমূহ

(১) আসন (২) স্বাগত (৩) পাদ্য (৪) অর্ঘ্য (৫) আচমন (৬) মধুপর্ক (৭) পুনরাচমন (৮) স্নান (৯) বস্ত্র (১০) আভরণ (১১) গন্ধ (১২) পুষ্প (১৩) ধূপ (১৪) দীপ (১৫) নৈবেদ্য (১৬) প্রণাম।

অর্ঘ্য ঃ গঙ্গাজল, গন্ধ, পুষ্প (শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বের জন্য ঐ তিনের সঙ্গে তুলসী)।

মধুপর্ক ঃ দুধ, দই, ঘি, মধু, চিনির জল (একত্র মিশ্রণ)।

গন্ধ ঃ চন্দন, কর্পূর, অগুরু (একত্র মিশ্রণ)

যদি প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহের স্নান সম্পন্ন করা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত দু'সপ্তাহে একবার (যেমন, একাদশী তিথিতে) স্নান করানো উচিত। শ্রীবিগ্রহাদি যদি ধাতুনির্মিত হয়, তা হলে পালিশ করা উচিত। স্নান বা পালিশের সময়ে তাঁদের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে আরাধনা নিবেদন করা যায়। তখন পত্রপুষ্পাদি নিবেদন করা উচিত।

১) পূজার সমস্ত উপকরণাদি সংগ্রহ করে পরিচ্ছন্নভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, যাতে পূজার সময়ে বিঘ্ন না ঘটে।

২) আসনে বসে আচমন করে নিতে হবে, তারপর নিজ অঙ্গে কিছু জলসিঞ্চন করেত হবে, উপকরণাদি এবং পূজার বেদিতে জল সিঞ্চন করে পবিত্র করে নিতে হবে এবং হরেকৃষ্ণমহামন্ত্র জপ করেত হবে।

৩) তারপর নিজ গুরুদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে বাঁহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে, ডানহাত দিয়ে পুষ্পাদি নিয়ে চন্দনে স্পর্শ করে তা শ্রীগুরুদেবের চরণে অর্পণ করতে হয়। এইভাবে শ্রীগুরুদেবকে স্মরণ করে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করে শ্রীবিগ্রহের আলেখ্য আরাধনার প্রস্তুতি নিতে হয়। অতঃপর নীরবে শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত গায়ত্রীমন্ত্র জপ করা উচিত।

৪) হরিনাম দীক্ষা প্রাপ্ত ভক্তগণ গায়ত্রী মন্ত্র পরিবর্তে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবেন

- হাতের মুদ্রার সাহায্যে শ্রীবিগ্রহের আলেখ্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে স্নানের জন্য, তারপর তাঁদের পোশাকাদি বদল করে দিতে হবে, পরে ভিজা বস্ত্র দিয়ে তাঁদের অঙ্গ পরিষ্কার করে দিয়ে শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে হবে। ধাতুনির্মিত শ্রীবিগ্রহ হলে পালিশ করতে হবে—(গোপীচন্দনে সামান্য পাতিলেবুর রস মিশিয়ে।) শ্রীবিগ্রহের চোখ এবং রঙিন অংশগুলি বাদ দিয়ে পালিশ করা চাই। পরে একটি পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পালিশ মুছে নিতে হবে।
- বাঁহাতে ঘণ্টা বাজিয়ে ডানহাতে একটি শঙ্খের সাহায্যে শ্রীবিগ্রহাদির উপরে জল ঢালতে হবে। তিনবার এইভাবে সঙ্খের সাহায্যে স্নান করাতে হবে। স্নানের সময়ে ব্রহ্মসংহিতার প্রার্থনা গাইতে হয়—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

- তোয়ালে দিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির অঙ্গ মুছে দিতে হবে এবং তাঁদের বস্ত্রসজ্জা, অলঙ্কার সজ্জা ও পুষ্পমাল্য শোভিত করতে হবে।
- ঘণ্টা বাজিয়ে পুষ্প ও তুলসী-চন্দন শ্রীবিগ্রহাদির শ্রীচরণে নিবেদন করতে হবে। তারপর ধূপ এবং ঘৃত প্রদীপ কিংবা কর্পূরের দীপ নিবেদন করা উচিত।
- ঘণ্টা বাজিয়ে ভোগ নিবেদনের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করে, কিছু ফল, মিষ্টান্ন এবং পাণীয় জল অর্পণ করতে হয়।
- দণ্ডবৎ প্রণাম করে, পূজায় সমস্ত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।
- সবশেষে, সব কিছু পরিষ্কার করে নিতে হয়। এই সময় ধূপ, পুষ্প ও চামর ব্যজন সহকারে অল্পক্ষণ দর্শন আরতি সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং 'গোবিন্দমাদিপুরুষম্' টেপ বাজানো চলে।

দিনমানে সেবার সূচী

সারাদিনে যথারীতি সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভোগ নিবেদন করা যেতে পারে। পরে শ্রীবিগ্রহাদির শয়ন করাতে হয়, অন্তত মানস প্রক্রিয়াতেও, সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। (যদি থাকবার ঘরের মধ্যেই শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তা হলে তাঁদের শয়নকালে পর্দার অন্তরালে তাঁদের রাখা উচিত। পর্দা খোলা থাকলে তাঁদের দর্শনমাত্রই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অভ্যাস থাকা চাই।)

রাত্রে শ্রীবিগ্রহাদির শয়ন পদ্ধতি

শয়ন মন্ত্র ঃ— আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়ভিঃ সহ কেশব।
দিব্য পুষ্পাঢ্যশয্যায়াং সুখং বিহর মাধব।।

১) প্রথমে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আচমন করে নিতে হয়।
২) শ্রীবিগ্রহাদির পোশাক পরিবর্তন করে রাত্রিবাস পরিধান করাতে হয়, কিংবা অন্তত তাঁদের অঙ্গ থেকে অলঙ্কারাদি এবং পুষ্পমাল্যাদি সরিয়ে নিতে হয়।
৩) শ্রীবিগ্রহাদির শয্যাগুলি পরিপাটি করে দিয়ে করজোড়ে তাঁদের শয়নের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হয়। শয্যায় তাঁদের শয়ন দিয়ে, মানসভাবে তাঁদের পাদসেবার চিন্তা করতে হয়।
৪) অবশেষে, দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে আলো নিভিয়ে দিয়ে আসতে হয়।

ভোগ নিবেদন

যদিও গৃহে শ্রীবিগ্রহ উপাসনার ক্ষেত্রে সর্বদা সঠিক সময়ে ভোগ নিবেদনের নিয়মানুবর্তিতা আশা করা চলে না, তা হলেও যথা সম্ভব সময়ানুবর্তিতা অবলম্বন করতে চেষ্টা করা উচিত। যখনই যা কিছু খাদ্য সামগ্রী তৈরী হবে, তখনই তা অবশ্যই শ্রীবিগ্রহাদির প্রীতিবিধানে নিবেদন করা চাই, ফলে নিবেদনের সংখ্যা কম বেশী হতেও পারে, যাই হোক, দিনের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট ভোগ নিবেদনের সময় অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে (যেমন প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, নৈশভোজ) যার সাথে পরিবার বর্গের রান্নাবান্নার কার্যসূচীরও সামঞ্জস্য করে নিতে হবে।

প্রারম্ভিক করণীয়

- শ্রীবিগ্রহ কক্ষের বাইরে আচমন সেরে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণাম সহ মন্ত্রোচ্চারণ।
- হাতে তালি বাজিয়ে, বা ঘণ্টাধ্বনি করে, কিংবা দরজায় টোকা দিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার। তারপরে শ্রীবিগ্রহ নাম জপ করতে করতে বিগ্রহ কক্ষে প্রবেশ করতে হয়।
- ভোগনিবেদনের জায়গাটুকু পরিষ্কার করে, নিজের হাত ধুয়ে, খাদ্যসামগ্রী রাখবার

জায়গাটি পরিষ্কার করে, টেবিল মুছে রাখতে হয়।

- ঘণ্টা বাজিয়ে, শ্রীগুরুদেবের চরণপ্রান্তে কিছু ফুল দিয়ে শ্রীবিগ্রহ সেবার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। (প্রয়োজন হলে, ফুলের পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে জল অর্পণ করা চলে— চামচে জল নিয়ে শ্রীগুরুদেবের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে ধারণ করে তার পরে সেই জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়। তা না হলে শুধুমাত্র মানসভাবে ফুল নিবেদন করাও চলে।)
- শ্রীগুরুদেবের জন্য একটি আসন নিবেদন করা চাই।

ভোগ ও শুদ্ধিকরণ

- ভোগ নিবেদনের পাত্রগুলি এনে টেবিলে বা চৌকিতে রাখতে হয়। ডান হাত দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে প্রত্যেকটি পাত্রকে প্রোক্ষণ করতে হয় এবং প্রত্যেক পাত্রে তুলসীপত্র দিতে হয়।

ভোগ গ্রহণের জন্য শ্রীভগবানকে আমন্ত্রণ

- ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীবিগ্রহাদির মর্যাদা অনুসারে একে একে প্রত্যেকের শ্রীচরণে পুষ্প নিবেদন করে মনোযোগ আকর্ষণ করা দরকার এবং তার পরে ভোগ-নৈবেদ্যের আহার্য সামগ্রী গ্রহণের জন্য তাঁদের প্রার্থনা জানাতে হয়। (প্রয়োজন হলে পুষ্প নিবেদনের পরিবর্তে পঞ্চপাত্র থেকে জল নিবেদন করা চলে, কিংবা শুধুমাত্র মানসভাবে পুষ্প নিবেদন করলেও হয়।)
- আসনের জন্য কোনও আসন বা গদি যদি না থাকে, তা হলে শ্রীবিগ্রহাদির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগপাত্রগুলির সামনেই কিছু ফুলের পাঁপড়ি রাখা যায়। শ্রীবিগ্রহাদির মর্যাদাক্রমে এবং হাত দিয়ে তাঁদের নিয়ে আসার ভঙ্গিতে ভোগ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করতে হয়।
- আসনে বসে বাঁ হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে, পঞ্চপাত্র থেকে জল নিয়ে শ্রীগুরুদেব এবং তার পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে শুরু করে তাঁর পার্ষদবৃন্দ, অন্যান্য শ্রীবিগ্রহাদি

হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর সহচরদের উদ্দেশ্যে পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমন নিবেদন করতে হয়।

পাদ্য অর্ঘ্য এবং আচমনের জন্য নেওয়া প্রত্যেকবার চামচ ভর্তি জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলে দিতে হয়।

ভোগ অর্পণ

- ভোগপাত্রগুলির দিকে নির্দেশ করে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ এবং জল গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাতে হবে।
- ঘণ্টা বাজিয়ে শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্যে তিনবার প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে শ্রীবিগ্রহাদি সেবার জন্য তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়—

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে (গুরুদেবের নাম) ইতি নামিনে।।

- শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে নীচের প্রণাম মন্ত্রটি তিনবার জানিয়ে তার কৃপাভিক্ষা করতে হয়।—

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে।।
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদি পাশ্চ্যাত দেশ তারিণে।।

- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে নীচের প্রার্থনাটি তিনবার জানিয়ে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে হয়—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমো।।

- ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নীচের প্রার্থনাটি তিনবার উচ্চারণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

• শ্রীবিগ্রহকক্ষ ত্যাগ করে বাইরে এসে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয়। শ্রীগুরুদেব প্রদত্ত মন্ত্রগুলি সবই এই সময়ে জপ করা যেতে পারে। **(সামান্য ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম-গায়ত্রী শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের প্রথমটি অথবা গোপাল-মন্ত্র শ্রীগুরুদেব-প্রদত্ত সাতটি মন্ত্রের ষষ্ঠটি জপ করা যেতে পারে।) (হরিনাম দীক্ষা প্রাপ্ত ভক্তগণ একমালা হরিনাম মহামন্ত্র জপ করবেন)** শ্রীভগবানের আহার গ্রহণের সময়ে, নিজের পছন্দমতো বিভিন্ন শ্লোক আবৃত্তি করা চলতে পারে কিংবা **(বিশেষত মধ্যাহ্ন ভোগের সময়ে 'ভোগ আরতি' ভজ ভকত বৎসল শ্রীগৌরহরি কীর্তনের পরে, জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল নাম কীর্তন করতে হয়। তারপরে পূজারী যখন ভোগ নিবেদনের শেষে শঙ্খ বাজিয়ে পর্দা সরিয়ে দেন, তখন ভক্তগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে যশোমতি নন্দন নাম কীর্তন এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, এবং শেষে 'নৃসিংহদেবের স্তব' নমস্তে নরসিংহায় কীর্তন সমাপ্ত করে জয়ধ্বনি ঘোষণার মাধ্যমে মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত করেন)।**

• নির্দিষ্ট কিছু সময় বাদে (সাধারণত প্রাতরাশের মধ্যাহ্ন ভোগের ও সান্ধ্য ভোগের ক্ষেত্রে পনের-কুড়ি মিনিট, মঙ্গল-আরতির আগে বাল্য-ভোগের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে দশ মিনিট), দরজায় টোকা দিয়ে, হাতে তালি বাজিয়ে, কিংবা ঘণ্টা বাজিয়ে তার পরে শ্রীবিগ্রহ-কক্ষে আবার ঢুকতে হয়।

ভগবানের আহার গ্রহণের পরে

▪ আসনে বসে বাম হাতে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রত্যেক-শ্রীবিগ্রহাদির হস্ত-মুখ প্রক্ষালন, পাদ্য এবং আচমনের জন্য জল অর্পণ করে বস্ত্র দিয়ে হস্ত, মুখ ও পাদ মুছিয়ে দিতে হয়।

▪ ধ্যানমগ্ন হয়ে চিন্তা করতে হয় যেন শ্রীবিগ্রহাদিকে নিজ নিজ বেদি-আসনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেই উদ্দেশ্যে হস্তভঙ্গিমা সহকারে তাঁদের পথ নির্দেশ করে নিয়ে যেতে হয়।

ভগবানের পার্ষদবর্গের মধ্যে প্রসাদ নিবেদন

• শ্রীভগবানের প্রসাদ এবার শ্রীগুরুদেবকে এবং শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গের মধ্যে অর্পণ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে বলতে হয়—

হে শ্রীগুরু মহারাজ, কৃপা করে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।
হে শ্রীভগবানের পার্ষদবর্গ, আপনারা কৃপা করে এই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করুন।

শ্রীবিগ্রহের ন্যায় গুরুদেব ও পার্ষদবর্গের আচমণ অর্পণ করে বস্ত্র দিয়ে হস্ত, মুখ ও পাদ মুছিয়ে দিতে হয়।

• সবশেষে, পাত্রগুলি সরিয়ে নিয়ে জায়গাটি পরিষ্কার করে দিতে হয়।

• বাহিরে এসে শঙ্খ বাজিয়ে পর্দা সরিয়ে আরতি করতে হয়।

ভোগ-আরতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি ।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারি ।। ১ ।।
বেলা হলো দামোদর, আইস এখন ।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ।। ২ ।।
নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী ।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ।। ৩ ।।
শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ।
ডালি ডালনা দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাখণ্ড ।। ৪ ।।

মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন ।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলী পায়সান্ন ॥ ৫ ॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার ।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী ।
ভোজন করেন শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী ॥ ৭ ॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল ।
বগল বাজায়, আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে ।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥১০ ॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে ।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥ ১২ ॥
জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা ।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায় ।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

শ্রীনাম-কীর্তন

(১)

জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল,
গিরীধারী গোপী-নাথ নন্দ- দুলাল।
জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল ।।
নন্দ-দুলাল কৃষ্ণ যশোদা-দুলাল।
জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল।।
গিরী-ধারী গোপী-নাথ যশোদা-দুলাল,
যশোদা-দুলাল কৃষ্ণ শচীর-দুলাল।
জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল।।
গিরী-ধারী গোপী-নাথ শচীর-দুলাল,
শচীর-দুলাল জয় গৌর গোপাল।
জয় জয় গোবিন্দ গোবিন্দ গোপাল।।

(২)

যশোমতি-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন বিধান ॥ ১ ॥
অমল হরিনাম অমিয়-বিলাসা।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা ॥ ৩ ॥

যামুনতটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক, কৃপাময়।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন নটবর,
ভকতিবিনোদ আশ্রয় ।। ৪ ।।

প্রসাদ-সেবনারম্ভে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্য বতাং রাজন্ বিশ্বাস নৈব জায়তে ।।
শরীর অবিদ্যা-জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ।।
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই ।।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই ।।

শ্রীপুরুষসুক্ত-মন্ত্রে ভগবৎপূজা-বিধি

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।। ১।। (ইদম্ আসনম্)
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদ্ অন্নেনাতিরোহতি।। ২।। (**স্বাগতম সু-স্বাগতম**)
ওঁ এতাবান অস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদ্ অস্যামৃতং দিবি।।৩।। (এতৎপাদ্যম্)
ওঁ ত্রিপাদ্-উর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।। ৪।। (এদম্ অর্ঘ্যম্)

ওঁ তস্মাৎ বিরাড় অজায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।। ৫।। (ইদম্ আচমনীয়ম্)
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যান্ অরণ্যা গ্রাম্য শ্চ যে।।৬।। (**এষ মধুপর্কঃ**)
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদ্ অজায়ত।। ৭।।
(ইদম্ পুনরাচমনিয়ম্)
ওঁ তস্মাদ্ অশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাৎ জাতা অজাবয়ঃ।। ৮।। (ইদম্ স্নানীয়ম্)
ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।।৯।। (ইদম্ বস্ত্রম্)
ওঁ যৎ পুরুষঃ ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা ঊরু পাদা উচ্যেতে।। ১০।। (ইমানি আভরণানি)
ওঁ ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরুঃ তদ্ অস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোজায়ত।। ১১।। (এষ গন্ধঃ)
ওঁ চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদ্ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত।। ১২।। (এতানি পুষ্পানি)
ওঁ নাভ্যা আসীদ্ অন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।। ১৩।। (এষ ধূপঃ)
ওঁ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞম্ অতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ই৩ শরদ্ হবিঃ।।১৪।। (এষ দীপঃ)
ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্তসমিধ- কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরষং পশুম্।। ১৫।। (এদম্ নৈবেদ্যম্)
ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।। ১৬।।
(ইতি নমস্কারঃ)

ভগবানের প্রসাদ কেন গ্রহণ করা উচিত?

ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, যারা আমাকে নিবেদন না করে খাদ্য গ্রহণ করে তারা পাপ ছাড়া আর কিছুই ভক্ষন করে না। আর যারা ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করে তারা সকল পাপমূলক প্রতিক্রিয়া হতে মুক্ত থাকে। শরীর রক্ষার জন্য আমাদের সকলকে আহার গ্রহণ করতে হয়। তাই যিনি আমাদের সবকিছু দিয়েছেন তাঁকে প্রথমে খাদ্য নিবেদন করা উচিৎ। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত খাদ্য অর্থাৎ প্রসাদের বিশেষ ধরনের স্বাদ হয় যা অত্যন্ত বিলাসবহুল রেস্তোরাঁর খাবারেও এ স্বাদ পাওয়া যায়না। প্রসাদ গ্রহণ করার ফলে মানুষের গোটা অস্তিত্ব পবিত্র হয়ে যায় এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ঈশ্বরের আশীর্বাদসূচক এই অভিজ্ঞতা ভক্তির বহিঃপ্রকাশ। শুধুমাত্র মহাঋষিদের ভুক্তাবশেষ ভক্ষন করে এক চাকরাণীর পুত্র পরজন্মে নারদ মুনি হয়েছিলেন। প্রসাদের গুণ এত ব্যাপক।

বেদে বলা হয়েছে ঃ "**আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধিঃ**"। যদি কারও আহার শুদ্ধ হয়, তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের আহারের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ, আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তুত করেন, তার চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তির রান্না করা খাবার আহার করেন যাদের চিত্ত ও ব্যবহার দূষিত, তাহলে তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়বে— অজান্তে রাধুনীর মানসিকতা আহারকারীদের চেতনায় সঞ্চারিত হবে। এই সঙ্গে রন্ধনকারীর পাপকর্মফলও ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।।

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬-২৭৮

সেজন্য ভক্তরা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করেন।

প্রসাদ শুধু যে কর্ম ফলের বন্ধনমুক্ত করে তাই নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ চেতনাকে কলুষমুক্ত

ও বিশোধিত করে। কেননা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে জীবনধারাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে সর্বদা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অবশ্য সব ভক্তের পক্ষে এমনটা করা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। কোন কর্মব্যস্ত মানুষ, কিংবা যাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয়, তাঁরা অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হন। যদি খাবার কিনতেই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ফল, চিড়া, মুড়ি ও শুকনো জাতীয় খাবার কেনা। দুধ ও দুধের তৈরী খাবার ও (দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি) কেনা যেতে পারে; কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরী হলেও দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে। বাইরের রেস্তোঁরায় কোনরূপ আহার গ্রহণ ভক্তদের পক্ষে অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে ডিম হল একটি নিরামিষ খাদ্য। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিষিক্ত (fertilized) ডিম হল ভ্রূণ (যা আসলে তরল মাংস); আর অনিষিক্ত (unfertilized) ডিম হল মুরগীর রজঃস্রাব (mensturation)। শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ-ই ডিমকে আমিষ খাদ্য বলা হয়েছে। সেজন্য তথাকথিত সব বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক বা ডিম বিক্রেতাগণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেন না, ভগবানকে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেজন্য তাঁদের তৈরী ভাত-রুটি মাঝে মধ্যে আহার করলে তা ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে।

বাজারে কেনা সোয়াবিন বড়ি রান্নার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। অনেকে মনে করে যে তাতে ভক্তির প্রতিকুল দ্রব্য মেশানো থাকে। সন্দেহ জনক খাদ্যের ব্যাপারে ভক্তগণের সতর্ক থাকা উচিৎ। যদি সোয়াবিন খেতেই হয় তা'হলে সোয়াবিন বীজ কিনে জলে ভিজিয়ে গ্রাইণ্ডিং করে বড়া বানিয়ে সব্জি তৈরী করে ভগবানকে ভোগ

লাগিয়ে গ্রহণ করা যায়।

পেঁয়াজ, রসুন ও মসুরডাল আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলো আহার করলে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতমগুণ তমোগুণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এমনকি চা কফির মত হাল্কা নেশাও বর্জনীয়, কেননা, এগুলি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অপরিচ্ছন্নাতাযুক্ত এবং অনাবশ্যক। এগুলো বদভ্যাস গড়ে তোলে। আর চা-কফি কখনো ভগবানকে নিবেদনও করা যায় না।

চক্‌লেটে ক্যাফিন থাকে, তাই এটিও এক ধরণের লঘু মাদকদ্রব্য। চক্‌লেট অস্বাস্থ্যকর, কারণ এতে রক্ত দূষিত হয় ও শরীরে কালো ছাপ পড়তে পারে; আর চক্‌লেট নিবেদনযোগ্যও নয়। কিছু ভক্ত অবশ্য চক্‌লেট খাওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন, তবু এ-ব্যাপারে রক্ষণশীল হওয়াই ভাল। চক্‌লেট ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকতে ও কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আর চক্‌লেটকে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তো কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নয়, কেবল আমাদেরই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—তাই না?

অভক্তদের তৈরী বাজারের নিরামিষ খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন বাজারের রুটি, বিস্কুট, আইসক্রীম, কেক আদি খাবার গুলিতে প্রায়ই ডিম থেকে তৈরী একরকম উপাদান থাকে। কখনও কখনও খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকায় বিভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলাই ভাল।

আসল কথা হল, যেভাবেই হোক কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে— সেটাই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে; কিন্তু বাড়ীতে রান্না খাবার সর্বতোভাবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক, পারমার্থিক স্বাস্থ্যের তো কথাই নেই।

তুলসী সেবা

শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম তুলসী-সেবন লীলা

চৈঃ ভাঃ অঃ ১৫৪-১৬১

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া।।
এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া।।
প্রভু বলে,—"আমি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ যেন মৎস্য বিনে জলে।।
যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন।।
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া।।
সংখ্যা-নাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথায় রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে।।
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন।।
পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া।।



তুলসী মাহাত্ম্য

দৃষ্টাস্পৃষ্টাতথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা।
রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা।।
নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে।
যুগকোটী সহস্রাণি তে বসন্তি হরির্গৃহে।। (স্কন্দ পুরাণ)

তুলসী সর্বমঙ্গলময়ী প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, গুণকীর্ত্তন, প্রণাম, গুণ শ্রবণ, রোপণ, জলসেচনাদি দ্বারা সেবন ও পূজা করলে সবরকমের কল্যাণ লাভ করা যায়। এই প্রকার নটি বিধির মাধ্যমে তুলসী সেবা করলে সহস্রকোটী যুগ পর্যন্ত বিষ্ণুলোকে বাস করা যায়।

তুলসীর দর্শনে পাপ ও রোগ নাশ হয়, স্পর্শের ফলে শরীর শুদ্ধ হয়, জল সিঞ্চনে ভয় দূর হয়, রোপণ করার ফলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে অর্পণ করার ফলে পূর্ণভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়, সেই তুলসীদেবীর চরণে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। (স্কন্ধপুরাণ)

তুলসী আরতি

প্রাতঃকালে, মঙ্গলারতির পরে (সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যারতির আগে) সমবেত সকল ভক্তমণ্ডলী অবশ্যই তুলসী বন্দনা করবেন এবং তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করবেন। প্রথমে তিনবার তুলসী প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

তুলসী প্রণাম মন্ত্র ঃ

(ওঁ) বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তি প্রদে দেবী সত্যবত্যৈ নমো নমঃ।।

তারপর ভক্তবৃন্দতুলসী আরতী কীর্ত্তন করেন, তখন পূজারী ধূপ, ঘৃতপ্রদীপ ও পুষ্পার্ঘ্য সহকারে তুলসীদেবীর উদ্দেশ্যে আরতী নিবেদন করেন। আরতী উপকরণাদি নিবেদনের সময়ে পূজারী একটি আসনের উপরে দাঁড়িয়ে বাম হস্তে ঘণ্টা বাজিয়ে আরতী উপকরণাদি তুলসী দেবীকে নিবেদন করবেন এবং প্রতিটি উপকরণ তুলসীদেবীকে নিবেদনের পরে সমবেত ভক্তদের উদ্দেশ্যে চক্রাকারে তিনবার ঘুরিয়ে নিবেদন করবেন। তুলসী আরতীর কীর্ত্তন শেষ হয়েগেলে, সমবেত ভক্তমণ্ডলী অন্ততঃ তিনবার অথবা চারবার তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করবেন।

শ্রীতুলসী আরতি কীর্ত্তন

নমো নমঃ তুলসী! কৃষ্ণপ্রেয়সী!
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ।।
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন বাসী।
মোর এই অভিলাষ, বিলাষ-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ।।
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ।।

তুলসী প্রদক্ষিণ মন্ত্র ঃ

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ।।

যখন মানুষ শ্রীমতী তুলসীদেবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, তখন প্রতি পদক্ষেপে তার কৃত সকল পাপকর্ম, এমন কি ব্রহ্মহত্যার পাপও বিনষ্ট হয়ে যায়।

তারপরে বাঁ হাতে পঞ্চপাত্র ধারণ করে তা থেকে ডান হাত দিয়ে শ্রীমতী তুলসীদেবীকে জল সিঞ্চন করতে হয়।

তুলসী জলদান মন্ত্র ঃ

(ওঁ) গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনীম্।।

তুলসী চয়ন মন্ত্রঃ

(ওঁ) তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে।।

হে তুলসী, অমৃত থেকে আপনার জন্ম। আপনি নিয়ত ভগবান শ্রীকেশবের অতীব প্রিয়। এখন শ্রীকেশবের পূজার উদ্দেশ্যে আপনার পত্র ও মঞ্জরী আমি সংগ্রহ করছি কৃপা করে আমাকে বরদান করুন।

ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র ঃ

চয়নোদ্ভবদুঃখং চ যদ্ হৃদি তব বর্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতঃ বৃন্দাদেবী নমোস্তুতে।।

হে তুলসী দেবী আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। হে জগন্মাতা, আপনার পত্র ও মঞ্জরী চয়ন কালে যদি আপনার হৃদয়ে দুঃখের উদ্ভব করে থাকি, তবে কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করুন।

তুলসী সম্পর্কে বিধি-নিষেধ ঃ

সকালে সূর্যোদয়ের আগে কিংবা সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পরে, এবং দ্বাদশী তিথিতে কখনও তুলসীপত্র চয়ন করতে নেই। আগের কিংবা সকালে তোলা তুলসীপত্র শুখিয়ে গেলেও, তা শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চনায় ব্যবহার করা চলে।

সকল ভক্তের উচিৎ কয়েকটি তুলসী গাছ রাখা। তবে খুব সতর্কতার সাথে এগুলোর যত্ন করতে হবে। কারণ তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী। তুলসী গাছ গুলো এমন যায়গায় রাখতে হবে যাতে মানুষ অথবা পশু তাঁর উপর দিয়ে হেঁটে যেতে না পারে, তাঁকে দুমড়ে মুচড়ে দিতে না পারে। মঞ্জরী গুলো কচি সময় হাত দিয়ে (নখ দিয়ে নয়) ভেঙ্গে দিলে গাছটি অত্যন্ত সুস্থ ও সবল ভাবে বেড়ে উঠবে।

শ্রীমতী তুলসীদেবীর যাতে কোনও প্রকার ব্যথা সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ

যত্নবান হতে হয়। ডান হাত দিয়ে তাঁর পত্র চয়ণের সময়ে বামহাত দিয়ে শাখাটিকে ধরে রাখতে হয় যাতে সেটি ভেঙ্গে না যায়। তুলসী পত্র চয়ণের শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

শুধুমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমূহ ও চিত্রপটসমূহের প্রতি তুলসী চরণে নিবেদন করা যায়। এমনকি রাধারাণী, গুরু অথবা বৈষ্ণবের চরণে তুলসী নিবেদন করা যায় না। ভগবানকে ভোগ নিবেদনের সময় প্রত্যেক সামগ্রীতে একটি করে তুলসী পাতা বা মঞ্জরী দিতে হয়।

তুলসী কাষ্ঠমালা ধারণ বিধি

মা শব্দের অর্থ আমাকে, লা ধাতুর অর্থ দান করা। হে হরি বল্লভে! তুমি তুলসী কাষ্ঠ নির্মিতা বৈষ্ণবের প্রিয়া, আমি তোমাকে কণ্ঠে ধারণ করিতেছি। আমাকে শ্রীকৃষ্ণ সেবা দান কর। এই তুলসী মালা যজ্ঞসূত্রের ন্যায় সর্বদাই ধারণ করিয়া রাখিতে হয়।

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ ।
অপ্যশৌচোঽপ্যানাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ।।

যিনি সদাচার গ্রহণ করতঃ তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করেন, তিনি যদি কখনও কোন কারণ বশত অশুচি বা অনাচারী হইয়া থাকেন, আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ।।

তুলসীকাষ্ঠমালান্ত প্রেতরাজস্য দূতকাঃ।
দৃষ্ট্বা নশ্যন্তি দূরেণ বাতোদ্ধতং যথা দলম্ ।।
তুলসীকাষ্টমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ ।।

যমরাজের দূত সকল তুলসী কাষ্ঠের মালা দেখিয়া দূর হইতে বায়ুবিচলিত পত্রের ন্যায় পলায়ণ করে। যদি তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিয়া কেহ ভ্রমণ করে, তাহা হইলে তাহার কোথাও দুঃস্বপ্ন, দুর্ঘটনা ও শস্ত্র জন্য ভয় থাকে না।

তিলক ধারণের আবশ্যকতা

পাদ্মোত্তর খণ্ডে—

প্রিয়ার্থন্বা শুভার্থন্বা রক্ষার্থে চতুরানন ।
তৎ পূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ- ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপ্ণ্ড্রং ভয়াপহং ।।

(শ্রী হঃ ভঃ বিঃ)

হে ব্রাহ্মণ! আমার ভক্ত স্থিরচিত্তে সায়ং প্রাতঃকালে আমার পূজা ও হোম-সময়ে আমার প্রীতি সাধন অথবা স্বীয় কল্যাণ ও রক্ষার নিমিত্ত ভয় নাশক ঊর্দ্ধপুন্ড্র অর্থাৎ তিলক নিত্য ধারণ করিবে।

তিলক ধারণের ফল

যঞ্জ-দান-তপশ্চর্য্যা-জপ হোমাদিকঞ্চ যৎ ।
ঊর্দ্ধপুন্ড্রধরঃ কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকম্ ।।
ঊর্দ্ধপুন্ড্র ধরো যস্তু কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটী সহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্লুয়াৎ।।

তিলক ধারণ করিয়া যজ্ঞদান, তপস্যা, জপ এবং হোম প্রভৃতি যে কোন শুভকার্য্য করা হয়, সেই সকল কর্মের পুণ্য অনন্ত। অর্থাৎ তাহার সংখ্যা হয় না।

চন্দন ও ভস্মের দ্বারা তিলক নিষেধ

চন্দন, রাজসিক, এবং ভস্ম তামসিক, তুলসী মূলের মৃত্তিকা বা গোপীচন্দনের দ্বারা তিলক রচনাই বিধি।

তিলক বা হরিমন্দির অঙ্কিত করিবার বিধি

নাসাদিকেশ-পর্য্যন্তমূর্দ্ধপুন্ড্রং সুশোভনং ।
মধ্যে ছিদ্র-সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্ ।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণেতু সদাশিবঃ ।।
মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ।। (পদ্মপুরাণ)

নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অতিশয় মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে তিলক তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। তিলকের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না।

দশাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাৎ অষ্টাঙ্গুলমতঃ পরং ।
এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ ।। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

যে তিলকের পরিমাণ দশ আঙ্গুল, তাঁহাকে অত্যুত্তম বলা যায়। নয় আঙ্গুল মধ্যম, আর অষ্ট আঙ্গুল পরিমাণ কনিষ্ঠ বলিয়া কথিত।

শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা ।
শ্রীকরং প্রীতিমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং ।।

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ডে)

পণ্ডিতগণ শ্যামবর্ণ পুন্ড্রকে শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণ পুন্ড্রকে বশ্য কারক, পীতবর্ণ পুন্ড্রকে সম্পত্তি দায়ক ও শ্বেতবর্ণ পুন্ড্রকে মঙ্গলজনক মোক্ষপ্রদ বলিয়া উল্লেখ করেন।

কাশীখণ্ডে যমবাক্য

দূতাঃ শৃণুত যন্তালং গোপী চন্দন লাঞ্ছিতং ।
জলদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজো দূরে প্রযত্নতঃ ।।

যমরাজ কহিলেন, হে দূতগণ! শ্রবণ কর, যাহার ললাটে গোপীচন্দনে অঙ্কিত,

জ্বলন্ত কাষ্ঠের ন্যায় অতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে।

চৈতন্য মহাপ্রভুর তিরস্কার উক্তি-

বেদানুগ স্মৃতি শাস্ত্রে তিলকহীন ললাটের নিন্দা—

তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে ।
সে কপাল শ্মশান সদৃশ বেদে বলে ॥
প্রভু বলে, কেনে ভাই, কপালে তোমার ।
তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার ?

তিলকহীন ললাট দর্শনে ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা বন্দনায় নিত্যকৃত্যের ব্যর্থতা বর্ণন—

বুঝিলাম—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা ।
আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥

যজ্ঞো দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণং ।
ব্যর্থং ভব তৎ সর্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতং ॥ (পদ্মপুরাণ)

তিলক ব্যতিরেকে যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদপাঠ বা পিতৃলোকের তর্পণাদি যাহা কিছু করা যায় সে সমুদয়ই বৃথা হইয়া থাকে।

বৈষ্ণর্বানাং ব্রাহ্মণানাং উর্দ্ধপুন্ড্রং বিধিয়তে ।
অন্যেযান্ত ত্রিপুন্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥

(পদ্মপুরাণ)

বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উর্দ্ধপুন্ড্রের এক অন্যের অর্থাৎ অবৈষ্ণব পক্ষে ত্রিপুন্ড্রের বিধান করিয়াছেন।

গোপী চন্দন লেপনের বিধি বা তিলক রচনায় অঙ্গুলি নিয়ম বিষয় স্মৃতি—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ ।
অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী ॥

অনামিকাকে অভীষ্ট প্রদায়িনী বলা যায়, মধ্যমা পরমায়ু বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিসাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং তর্জ্জনী মোক্ষ সাধনী।

সন্ধ্যোপসনা বিষয়ে বশিষ্ঠের বচন—

গৃহে ত্বে কগুণা সন্ধ্যা গোষ্ঠে দশগুণা স্মৃতা ।
শত সাহস্রিকা নদ্যামনন্তা বিষ্ণু সন্নিধৌ ॥

সন্ধ্যা উপাসনা গৃহে একগুণ, গোষ্ঠে দশগুণ, নদীতে শত সহস্রগুণ এবং বিষ্ণুরসমীপে করিলে অসংখ্য গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

তিলক ধারণ বিধি

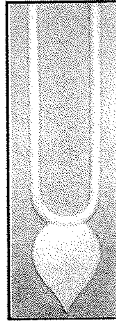
জলপূর্ণ পঞ্চপাত্রে পুষ্প দিয়া গঙ্গাদি স্মরণকরিয়া তীর্থসমূহ আবাহন করিবে।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতী ।
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"

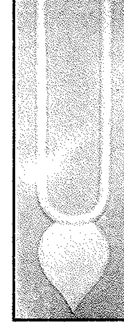
শ্রীনারায়ণ স্মরণ পূর্বক (ওঁ নারায়ণায় নমঃ' উচ্চারণ করিয়া) ঐ জল তিনবার কিঞ্চিৎ মুখে ও মস্তকে দিয়া শ্রীগুরু স্মরণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণচরণ হইতে গঙ্গাধারা নিজ মস্তকে পতিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ পূর্বক দেহান্তর্গত সমস্ত মল বিধৌত করিয়া দিতেছেন—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে 'ওঁ নারায়ণঃ' নাম কীর্তন পূর্বক শ্রীনারায়ণ স্মরণ করিবেন। ইহা গৃহস্নান ও সর্বপ্রধান।

বামহস্তের তালুতে ঐ জল কিঞ্চিৎ লইয়া উহাতে গোপীচন্দন (দ্বারকা মৃত্তিকা), তদ্‌ভাবে তুলসীমৃত্তিকা ঘষিয়া উহাদ্বারা কেশবাদি দ্বাদশ অঙ্গে 'ঊর্দ্ধপুন্ড্র' বা হরিমন্দির' অর্থাৎ তিলক রচনা করিতে হইবে। তিলকের মধ্যস্থলে অন্তরাল বা ফাঁক হইবে। ঐরূপ অন্তরালযুক্ত তিলকের নাম 'হরিমন্দির'। ভ্রূ-মূল হইতে নিম্নদিকে নাসিকার তিনভাগ পর্যন্ত 'নাসামূল' নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটে কেশমূল পর্যন্ত ঊর্দ্ধপুন্ড্র অঙ্কিত করিবে, এবং তন্মধ্যে ভ্রূ-মূল হইতে কেশমূল পর্যন্ত অন্তরাল করিবেন। ললাটের পরে যথাক্রমে উদরে, বক্ষঃস্থলে, কণ্ঠকুপকে, দক্ষিণ কুক্ষিতে, দক্ষিণ বাহুতে, দক্ষিণ কন্ধরে, বাম কুক্ষিতে, বাম বাহুতে, বাম কন্ধরে, পৃষ্ঠদেশে ও কটিতে তিলক করিতে হইবে। মধ্যমা বা অনামিকা দ্বারা তিলক অঙ্কিত করিবেন। চন্দন ও ভস্ম দ্বারা তিলক নিষিদ্ধ। কারণ চন্দন রাজসিক এবং ভস্ম তামসিক। মৃত্তিকা সাত্ত্বিক।

তিলক স্থান সমূহের অধিষ্ঠিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহগণের ধ্যান-ক্রম



ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কৃক্ষৌ, বাহৌ চ মধসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষিকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্ত বাসুদেবায় মূৰ্দ্ধনি ॥



ঐ শ্লোক সমূহের প্রয়োগ-বিধি—

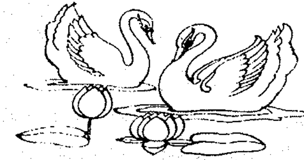
১। **ললাটে**—ওঁ কেশবায় নমঃ।, ২। **উদরে**—ওঁ নারায়ণায় নমঃ।, ৩। **বক্ষস্থলে**—ওঁ মাধবায় নমঃ।, ৪। **কণ্ঠে**—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ।, ৫। **দক্ষিণ পার্শ্বে**—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।, ৬। **দক্ষিণ বাহুতে**—ওঁ মধুসুদনায় নমঃ।, ৭। **দক্ষিণ স্কন্ধে**—ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।, ৮। **বাম পার্শ্বে**—ওঁ বামনায় নমঃ। ৯। **বাম বাহুতে**—ওঁ শ্রীধরায় নমঃ, ১০। **বাম স্কন্ধে**—ওঁ হৃষিকেশায় নমঃ।, ১১। **পৃষ্ঠে**—ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ।, ১২। **কটিতে**—ওঁ দামোদরায় নমঃ।

বামহস্তের অবশেষ ধুইয়া ঐ জল 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া মস্তকে দিবেন।

আচমন

তিলক করিবার পর আচমন অবশ্য কর্তব্য। 'ওঁ কেশবায় নমঃ', 'ওঁ নারায়ণায় নমঃ', 'ওঁ মাধবায় নমঃ—এই তিন মন্ত্রে তিনবার আচমন করিবেন। আচমনান্তে পাঠ করিবেন—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্।"



ভক্তি ও ব্যবসা

আর্থিক লাভের জন্য ভক্তিমূলক তৎপরতা চালানো উচিৎ নয়। কারও উচিত নয় পেশাদারি কীর্তনের দলে যোগ দেওয়া; শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী গ্রহণের উদ্দেশ্যে গুরু হওয়া এবং টাকার বিনিময়ে ভাগবত পাঠ করা। এতে করে নিজের আধ্যাত্মিক জীবন নষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা প্রতারিত হয়। অবশ্য কেবলমাত্র কৃষ্ণের সেবার জন্য একজন প্রকৃত প্রচারক দান গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কৃষ্ণনাম এবং ভাগবতকে পরিবার চালানোর মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত হীন কাজ, সকল শুদ্ধ বৈষ্ণব এর নিন্দা করেন। ভক্তির নামে আত্মপ্রতারণা উচিৎ নয়। এটা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার পরিপন্থী। বৈষ্ণবরূপে নিজেকে জাহির করে সম্মান, পূজা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন খুবই সহজ। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা তত সহজ নয়।

'সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা'।

(নরোত্তম দাস ঠাকুর)

এটাই আধ্যাত্মিক সফলতার পথ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে নিজের মন গড়া ভাবে কাজ করার ঝোঁক রয়েছে। মূল বিষয়ের সাথে নিজস্ব দর্শন জুড়ে দেওয়া, নির্ধারিত মানসম্মত নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন করা অথবা তাল গোল পাকিয়ে ফেলা, কাউকে ধর্মীয় নেতা রূপে মেনে নেয়ার ইচ্ছা ও আমাদের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ-এর ফলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব। প্রত্যেকের উচিৎ অতীতের আচার্যদের নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা। তাহলেই জীবন সার্থক হবে।



ধর্মাড়ম্বর

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত)

অনেকে বাহিরে ধর্মভাব দেখাইবার জন্য অতিশয় যত্ন করিয়া থাকেন। লোকে ভক্ত বলিবে, ধার্মিক বলিবে, -- এই ইচ্ছাই প্রবল। ভিতরে একটু মাত্র ধর্মভাব নাই, সত্য করিয়া কখনও ভগবানকে ভাবেন নাই, কিন্তু বাহিরে পরম ধার্মিক বলিয়া পরিচয় দেন। এইরূপ বৈষ্ণব চিহ্ন-ধারণ করিয়া কত লোক যে কী ভীষণ কার্য্য করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ইহা যে কি গুরুতর অপরাধ, ভগবচ্চরণ হইতে যে কতদূরে পড়িতে হয়, তাহা মনে একবার স্থান পায় না। একটি গীত আছে, ভগবান্ বলিতেছেন,—

''অহঙ্কারী পাপী যারা,-
আমার দেখা পায় না তারা,
দীনজনের বন্ধু আমি সকলে জানে''।

তবে আমাদের অহঙ্কার কিসের? যদি যথার্থই ভগবচ্চরণ লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কপটতা করিয়া বাহিরে ধর্মভাব দেখাইলে কি উদ্দেশ্য সফল হইবে? লোকে নাইবা ভক্ত বলিবে, নাইবা ধার্মিক বলিবে, তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়? শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তদিগকে বলিয়াছেলেন,—

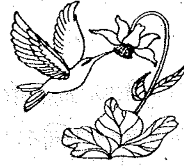
''তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।''

যদি যথার্থ ভগবচ্চরণ পাইতে - যদি সে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়, হে মানব! তাহা হইলে নীচ- অতি নীচ হও, নীচ হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম কীর্ত্তন কর; প্রেম আপনি উদয় হইবে। কীর্ত্তন কর - কেহ যেন না মনে করেন যে, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। কীর্ত্তন অনেক প্রকার আছে। বৈষ্ণব বলেন—

"নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।"

সাধনের দ্বারা যে সাধ্যবস্তু লাভ হয় তাহা অনিত্য, অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমলপ্রেম সাধ্যবস্তু নয়; আপনি উদয় হয়। সূর্য্য নিত্যসিদ্ধ, কিন্তু বারিদসমূহে আবৃত করিয়া রাখিলে যেমন সূর্য্যকে দর্শন করা যায় না, কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমল প্রেমও সেইরূপ আমাদের হৃদয়ে মায়ারূপ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন। বারিদসমূহ চলিয়া গেলে সূর্য্যের যেমন প্রকাশ হয়, কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমলপ্রেম সেইরূপ। শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিলে হৃদয় যখন নির্মল হইবে অর্থাৎ মায়ারূপ মেঘসমূহ যখন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবে, তখন সেই সূর্য্যরূপ বিমলপ্রেম আপনি উদয় হইবে, নতুবা বাহিরে ধর্মভাব দেখাইলে বিমল আনন্দ উপভোগ হইবে না।

ভক্তগণ! আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা নিরপরাধী হইয়া শুদ্ধচিত্তে শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদি করিতে পারি।



স্ত্রী সঙ্গ

"নারী আগুন এবং পুরুষ ঘৃতপাত্রের সাথে তুলনীয়। তাই কোন পুরুষের নির্জন স্থানে এমনকি তার কন্যার সংসর্গও এড়িয়ে চলা উচিৎ। একইভাবে অন্যান্য নারীর সাথে মেলামেশাও তার এড়িয়ে চলা উচিৎ। অন্যকোন কারণে নয়, কেবল মাত্র জরুরী প্রয়োজনেই পুরুষের উচিৎ নারীর সাথে মেলামেশা করা।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/১২/৯) শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাখ্যাঃ - 'যদি একটি ঘিয়ের বাটি এবং আগুন একত্রে রাখা হয় তবে বাটির মধ্যকার ঘি অবশ্যই গলে যাবে। নারীকে আগুনের সাথে এবং পুরুষকে ঘিয়ের সাথে তুলনা করা হয়। কোন পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযমের ক্ষেত্রে যতদূরই অগ্রসর হোক না কেন একজন নারীর সামনে নিজেকে সংযত রাখা তারপক্ষে প্রায় অসম্ভব। সে নারী নিজের মেয়ে, মা অথবা বোন হলেও একই কথা প্রযোজ্য। সন্ন্যাস গ্রহণকারী ব্যক্তিও সময়বিশেষে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। তাই বৈদিক সভ্যতা সতর্কতার সাথে পুরুষ ও নারীর মেলামেশার উপর বিধিনিষেধ অরোপ করেছে। যদি কেউ নারী ও পুরুষের মেলামেশা সীমিত রাখার মৌলিক নীতি অনুধাবনে ব্যর্থ হয় তবে সে পশুর সাথে তুলনীয়।

"জড় জগতের অস্তিত্বের মূলনীতি হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার আকর্ষন। এই ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে পুরুষ ও নারীর হৃদয় পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং একে অপরের শরীর, বাড়ী, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয় ও সম্পদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এভাবে মানুষের জীবনে মায়ার বন্ধন বাড়তে থাকে এবং মানুষ চিন্তা করে 'অহং মমেতি' -- আমি এবং আমার।" (শ্রীমদ্ভাগবত- ৫/৫/৮)।

বৈদিক সংস্কৃতিতে ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ অবলম্বনকারী এবং সন্ন্যাসীদের বেলায় নারীর সাথে ব্যপক মেলামেশা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধুমাত্র গৃহস্থদেরকে নারীর সাথে মেলামেশার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তবে তাদের বেলাতেও বিধিনিষেধ আছে। নারীর প্রতি অনাসক্ত হওয়া ছাড়া আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি অসম্ভব।

গৃহস্থদের জন্য অবশ্য যৌনজীবন অনুমোদিত। তবে তা কেবল মাত্র সন্তান জন্মদেয়ার জন্য। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী গুরুর নিকট থেকে আজ্ঞা লাভের পর গৃহস্থ যৌনজীবন যাপন করে। নারীর ঋতুস্রাবের পর স্বামী স্ত্রী মিলিত হবার উপযুক্ত সময়। স্বামী স্ত্রী গর্ভাধানসংস্কার পালন করে পরস্পর মিলিত হয়ে থাকে। গর্ভাধান সংস্কার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিলিত হবার আগে দম্পতির মনে পবিত্রতার সঞ্চার ঘটে। মিলিত হবার সময় দম্পতির মানসিক অবস্থা অনুসারে বিশেষ ধরণের জীব গর্ভে আকৃষ্ট হয়। পশুদের যৌনমিলন শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির লক্ষ্যে পরিচালিত। মানুষও যদি একই ধারা অনুসরণ করে তবে কোন ধরণের সন্তান জন্ম নিতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। তাই যৌন জীবনে মিলিত হবার আগে পিতামাতাকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হয়।

গর্ভাধান সংস্কার অত্যন্ত জটিল বৈদিক প্রক্রিয়া। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিবাহিত শিষ্যদের জন্য এই বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন যে মিলনে রত হবার আগে তারা মনকে পবিত্র করার জন্য ৫০ মালা (৫০ X ১০৮) হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবে। নারী গর্ভবতী থাকাকালে অথবা সন্তান জন্মদেয়ার ৬ মাস সময় পর্যন্ত যৌন সঙ্গ করা উচিৎনয়। এমন কি জন্মনিরোধক ব্যবহার করেও নয়। বিবাহিত জীবনেও এ সমস্ত সীমা লংঘন করলে তা অবৈধ যৌনাচার হিসাবে গণ্য হয় এবং তা কৃষ্ণভাবনার নীতিবিরুদ্ধ।

বৈষ্ণবের সাধারণ ব্যবহার

কৃষ্ণভাবনামৃত সম্পূর্ণরূপে ত্রিগুনাতীত। পার্থিব বস্তু জগতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। একজন শুদ্ধ বৈষ্ণব দেহত্যাগের পর সরাসরি আধ্যাত্মিক জগতে চলে যান। কিন্তু মুক্ত ও নবীন নির্বিশেষে সকল বৈষ্ণবকেই এই পার্থিব জগতে বসবাস করতে হয়। যদিও ভক্তির প্রশ্নে বৈষ্ণব কখনও আপোষ করে না তবুও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপনের স্বার্থে সাধারণ আচরণের ব্যাপারে তাঁর উদাসীন থাকা উচিৎ নয়।

বিশেষতঃ অধিকাংশ ভক্ত গার্হস্থ্য আশ্রমে অবস্থান করেন। তাদের অনেক পারিবারিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বৈষ্ণব হতে হলে অবশ্যই সন্ন্যাসী হতে হবে এ ধারণ ভুল। গৃহস্থ থেকেও যে কোন ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা করতে পারেন। যেমন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেনঃ ''গৃহে থাক বনে থাক সদা হরি বলে ডাক''।

অবশ্য একথা ভাবা ঠিক নয় যে কেবল সন্ন্যাসীদেরকেই কঠোর নীতি পালন করতে হবে। গৃহস্থদেরকেও অবশ্যই নিষ্পাপ জীবন যাপন করতে হবে। অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ, আমিষ বর্জন, ইন্দ্রিয় দমন, ইত্যাদি। সমাজে স্বাভাবিক কারণেই শ্রম বিভাগ রয়েছে। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, সৈনিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, ইত্যাদি সকলের প্রয়োজন সমাজে আছে। যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, যে কেউ কৃষ্ণ সেবা করতে পারে।

''কিবা বিপ্র কিবা শুদ্র কি পুরুষ নারী।
কৃষ্ণ ভজনে হয় সবাই অধিকারী।।''

একজন বৈষ্ণব সৎপথে থেকে তার জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ করে এবং কারও উপর বোঝা হয়ে থাকে না। সে একজন আদর্শ নাগরিক খাঁটি সাদাসিধা এবং ধর্মপ্রাণও বটে। পেশার ক্ষেত্রেও বৈষ্ণব সর্বদা পাপাচার থেকে দূরে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ সে কোন অবস্থাতেই কসাই এর কাজ করবেন না।

কোন কোন ক্ষেত্রে দুষ্কর্মের জন্য সৃষ্ট দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে কোন কোন লোক অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে এবং তারা পাপাচার করতে বাধ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দেখি যে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের লোকজন প্রায়ই হরিনাম কীর্তনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা প্রায় সকলেই অত্যন্ত গরীব এবং মাছ ধরার মত হীন কাজ করে দিনান্তে কোন মতে বেঁচে থাকে । তারা খাঁটি বৈষ্ণব হবার ব্যাপারে প্রকৃতই আগ্রহী হলে আমরা বলব যদি সম্ভব হয় তবে তাদের এ পেশা ছেড়ে দেওয়া উচিৎ। যদি তা একেবারেই সম্ভব না হয় তাহলেও তাদের নিরাশ হয়ে হরিনাম কীর্তনের প্রক্রিয়া বন্ধ করা উচিৎ হবে না। বরং নিজেদেরকে অত্যন্ত পতিত ও অভাগা ভেবে

তারা অন্তরের গভীর থেকে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের প্রতি কৃপা করবেন।

অনেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এর সব নিয়ম কানুন মেনে চলা তারা কঠিন মনে করে। তবে এরা ধীরে ধীরে এসব নিয়ম কানুন মেনে চলার অভ্যাস করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ — কোন ব্যক্তি সপ্তাহে ৭ দিন আমিষ খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত। তার উচিৎ হবে সপ্তাহে প্রথমে ৬ দিন, পরে ৫ দিন এভাবে আমিষ খাদ্য গ্রহণ কমিয়ে আনা, যে পর্যন্ত তা পুরোপুরি বন্ধ না হয়ে যায়। অবশ্য মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে একেবারে চিরদিনের জন্য আমিষ খাদ্য বর্জন করা সব চেয়ে ভাল। কারণ মাসে একবার আমিষ খাদ্য গ্রহণ করলেও তা কৃষ্ণ ভাবনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

নানা কথা ও ভক্তিবিনোদ

১। ভারতীয় আর্য্যসন্তানগণের পক্ষে যে কোন প্রকারেই মৎস্য মাংসাদি ভোজন করা উচিত নয়, তাহার পক্ষে যুক্তি কি ?

উঃ—আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটি বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য মাংস ভোজন না করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত নর শরীরে বল ও ইন্দ্রিয়শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তারদিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংসভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশীক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্মলাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্যসকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগতবীর্য্য হইতেছেন। *(মৎস্য মাংসভোজন, সঃ তোঃ ২/৮)*

২। সাধক কি মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারেন?

উঃ—মদ, গাঁজা, আফিম, চরস, সিদ্ধি গুলির তো কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়। এই সকল বস্তুর সেবন বৈষ্ণব শাস্ত্র বিরুদ্ধ। তামাকের ধুম্রপানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়; এমন কি তাহার জন্য অসৎসঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। *(চৈঃ শিঃ ৩/৩)*

৩। ঈশ্বরবিশ্বাস কি মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম নহে?

উঃ—ঈশ্বরবিশ্বাস মানবজাতির একটি সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্বতসকল, তথা বড় বড় নদ নদী এবং প্রকাণ্ড তরু সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করেন।

(চৈঃ শিঃ ১/১)

৪। বৈষ্ণব ও হিন্দুর মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ—চার্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্বলোক নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন। (সঃ তোঃ ২/১০-১১)

৫। স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি চিরকাল থাকিতে পারে কি?

উঃ—স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথা থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদমাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ অকৃত্রিম

প্রেমের চরিতার্থতা লাভ করা হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না। (প্রেঃ প্রঃ ৯ম প্রঃ)

৬। জিহ্বা-লালসা কি ভক্তি প্রতিকূল?

উঃ—জিহ্বার লালসায় যাঁহারা ভ্রমণ করেন, তাহাদিগের পক্ষে কৃষ্ণ প্রাপ্তি বড়ই দুর্ঘট। *(ধৈর্য্য, সঃ তোঃ ১১/৫)*

বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও ভক্তিবিনোদ

১। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

উঃ—যাঁহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাঁহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেকে অবৈধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন পিপাসু দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ বলে যাঁহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাঁহারা একেবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন-ইহারা 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণব। যাঁহাদের স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি দূরীকৃত হয় নাই, তাঁহারা বিবাহ-বিধিক্রমে 'গৃহস্থ' থাকিয়া ভগবদ্ ভজন করেন। *(ধৈর্য্য সঃ তোঃ ১১/৫)*

২। বৈষ্ণব গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে?

উঃ—বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। বৈষ্ণবী-পত্নী সহকারে বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্ম্মুখী প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। *(চৈঃ শিঃ ৩/২)*

৩। ষড়্‌বেগ দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্য নহে?

উঃ—ষড়্‌বেগ জয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বিজয়ী হন। এই বেগ সহন উপদেশ কেবল গৃহী ভক্তের পক্ষে; কেন না, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি বর্জন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।" *(পীঃ পঃ বৃঃ ১ম শ্লোক)*

৪। সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণের জীবন-যাত্রা বিধি কিরূপ?

উঃ—সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্বদা নিষ্পাপ চরিত্রের, ন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্বাহ করিবেন। *(সঃ তোঃ ৫/১০)*

৫। গৃহস্থগণের সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যয় কিরূপ হইতে পারে?

উঃ—যাঁহাদের বেতন স্থূল এবং যাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্বৃত্ত ধন পান, তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় করা উচিত। মদ্য, মাংস, ভোজন, অসৎ নাট্যাদি দর্শন, বৃথা মোকর্দ্দমা, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথি সেবা, দুঃখী লোককে অন্নদান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্র লোককে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করণ—**এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটি বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে।** প্রভুর দৈনন্দিন সেবা সম্পাদনের জন্য সমস্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য। *(সঃ তোঃ ৭/২)*

৬। অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্তব্য কেন?

উঃ—আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে দেশে আতিথ্য নাই, সে দেশ মরুভূমিতুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে যাহার আতিথ্য নাই, তাহার বৃথা জীবন—লোকে প্রাতঃকালে তাহার নাম করে না; সুতরাং তিনি একজন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য। আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম। গৃহস্থের যে সকল অনিবার্য্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয়।" *(সঃ তোঃ ৮/১২)*

৭। সাধারণ অতিথি ও বৈষ্ণব অতিথির সেবায় বৈষ্ণব গৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি?

উঃ—ভক্ত গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ

অতিথি, কি বৈষ্ণব অতিথি। যদি বৈষ্ণব অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করে এবং তাঁহার সঙ্গে ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ আতিথ্য বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন। এইরূপ ব্যবহার বৈষ্ণব গৃহস্থের ব্যবহার। *(সঃ তোঃ ৮/১২)*

৮। গৃহস্থের প্রধান কার্য্য কি?

উঃ—ভক্ত সেবাই গৃহস্থের প্রধান কার্য্য। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

৯। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন?

উঃ—গৃহস্থ বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

১০। বৈষ্ণব গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন? তাঁহাদের পক্ষে অন্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন?

উঃ—মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুরগণের গৃহস্থ চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন। জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত গৃহস্থের অনুসরণীয়। কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্য্যই করুন, তাহাই ভাল। আর অবান্তর ফলকামনা ও ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

১১। গৃহস্থ বৈষ্ণবের অন্যান্য কৃত্য কি?

উঃ—গৃহস্থ বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

১২। অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে?

উঃ—গৃহী বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি নির্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা, ততোধিক সঞ্চয়ের অত্যাহার। ভজন প্রয়াসীগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেরূপ অত্যাহার করিবেন না।

১৩। কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন?

উঃ— বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন। *(শ্রীঃ শিঃ ১০মঃ পঃ)*

১৪। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন?

উঃ— বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয় —ইহাতে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

১৫। ভক্তের পক্ষে 'গৃহত্যাগী বা গৃহস্থ' কোন্‌টি হওয়া উচিত?

উঃ—ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা। *(সঃ তোঃ ১১/১২)*

১৬। গৃহস্থ অবস্থাটী কি? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে?

উঃ—গৃহস্থ অবস্থাটী জীবের আত্ম-তত্ত্ব উদিত করিবার ও শিক্ষা করিবার চতুষ্পাঠী বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিতে পারে। *(জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ)*

প্রচারক ও শ্রীভক্তিবিনোদ

১। নির্জন ভজনানন্দী ও হরিকীর্ত্তনকারী প্রচারকের মধ্যে কে জগতের অধিক উপকারক?

উঃ—রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।" *(আচার ও প্রচার, সঃ তোঃ ৪/২)*

২। কাঁহাদের প্রচারক হওয়ার যোগ্যতা আছে?

উঃ—শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া যাঁহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারক যোগ্যতা।

(শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ সমাজ, সঃ তোঃ ১০/১১)

৩। কেবল বাগ্মিতা থাকলেই কি প্রচারক হওয়া যায়?

উঃ—প্রচার কার্য্যটি ভজন বিভাগের সভ্যগণের প্রতি ভার অর্পণ করিলেই ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌরশিক্ষা প্রচারক হইতে পারে না।

(শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ সমাজ, সঃ তোঃ ১০/১১)

৪। প্রচারকের নামাপরাধ তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয় কেন?

উঃ—প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম প্রচারক হইবেন। নাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন। *(শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গ সমাজ, সঃ তোঃ ১০/১১)*

৫। শুদ্ধ প্রচার কার্য্যে কি কি প্রয়োজন?

উঃ—শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার প্রয়োজন। নাম গ্রহণের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি গন্ধ শূন্য হইবে।

(শ্রীশ্রীনামহট্ট, বিঃ পঃ ১ম খন্ড)

৬। প্রচারকের আচারবান্ হইবার আবশ্যকতা কেন?

উঃ—সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম—'আচার'। সেই ধর্ম্ম জগতে অন্য জীবের নিকট প্রচার করার নামই 'প্রচার'। আচার বা প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্ব্বেই প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন; তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। * * * স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত

উপস্থিত হয়। *(আচার ও প্রচার, সঃ তোঃ ৪/২)*

৭। স্মার্ত্তাচারী ব্যক্তি কি ভক্তি তত্ত্বের প্রচারক হইতে পারেন না?

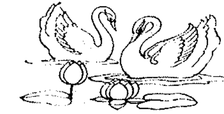
উঃ— কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কর্ম্মকাণ্ডাদৃত স্মার্ত্তসম্মত আচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যক।

(আচার ও প্রাচার, সঃ তোঃ ৪/২)

৮। প্রচারকের শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কেন?

উঃ—প্রচারকের শুদ্ধতাও নিতান্ত প্রয়োজন। নাম গান সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু নামে আকৃষ্ট হইয়া তাহা শুনিতে গিয়া প্রচারকদিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। হয়তো গ্রামের পীড়া নিবৃত্তির জন্য নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতেছেন। এরূপ ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসা দূষিত হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্য মঙ্গল লাভ সম্ভব নয়। বিপণিপতি ও ব্রাজক বিপণি মহোদয়গণ যদি সেরূপ স্পৃহাশূন্য হন, তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধনাম প্রচার হইবে। যদি তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নাম প্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কার্য্য করেন, তাহা হইলে হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

(শ্রীশ্রীনামহট্ট, বিঃ পঃ ২য় বর্ষ)



শ্রদ্ধাবান ভক্তের শিক্ষামূলক প্রশ্নাবলী

দয়াকরে নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলীর উত্তর লিখে নামহট্ট কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন।

নিজের নাম------------------------গ্রাম----------------- পোঃ---------------

থানা------------------------------ জেলা-----------------রাজ্য---------------

বয়স-------------------শিক্ষা-----------------বিবাহিত/অবিবাহিত-----------

ইসকন অনুমোদিত নামহট্ট থাকিলে সংঘ নং--------------- ফোন------------

১। আপনি মাসে কতবার ইস্‌কন মন্দিরে বা নামহট্ট মহামিলনে যোগদান করেন?

২। মাসে কতবার বা কত সময় গীতা পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন?

৩। প্রতিদিন কলিযুগ ধর্ম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন কি? যদি করেন? কতমালা জপ করছেন?

৪। একমালা বা ১০৮ বার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে কত সময় লাগে?

৫। আপনি ইস্‌কন প্রকাশিত কোন্ কোন্ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন?

৬। আপনি কি শ্রীকৃষ্ণকে পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে স্বীকার করেন? এবং কেন?

৭। আপনি কি নামহট্টে বা ইস্‌কন মন্দিরে অনুষ্ঠানের সময় সেবা করতে আগ্রহী?

৮। আপনি কি নিরামিষাশী? যদি হন কত দিন ধরে? যদি না হন কত দিন পরে হবেন? বা অনিশ্চিৎ?

৯। আপনি কি ভগবানের সেবায় কিছু দান করতে চান?

১০। ইস্‌কন নামহট্ট বিভাগের ২/৪ জন প্রচারক ভক্ত আপনার গৃহে বা গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণ নাম বা ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তণ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা থাকলে আপনার পথ নির্দেশ লিখে পাঠান।

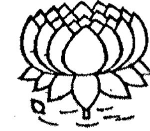
১১। আপনি কি ইস্‌কনের আজীবন সদস্য পদ গ্রহণ করতে চান?

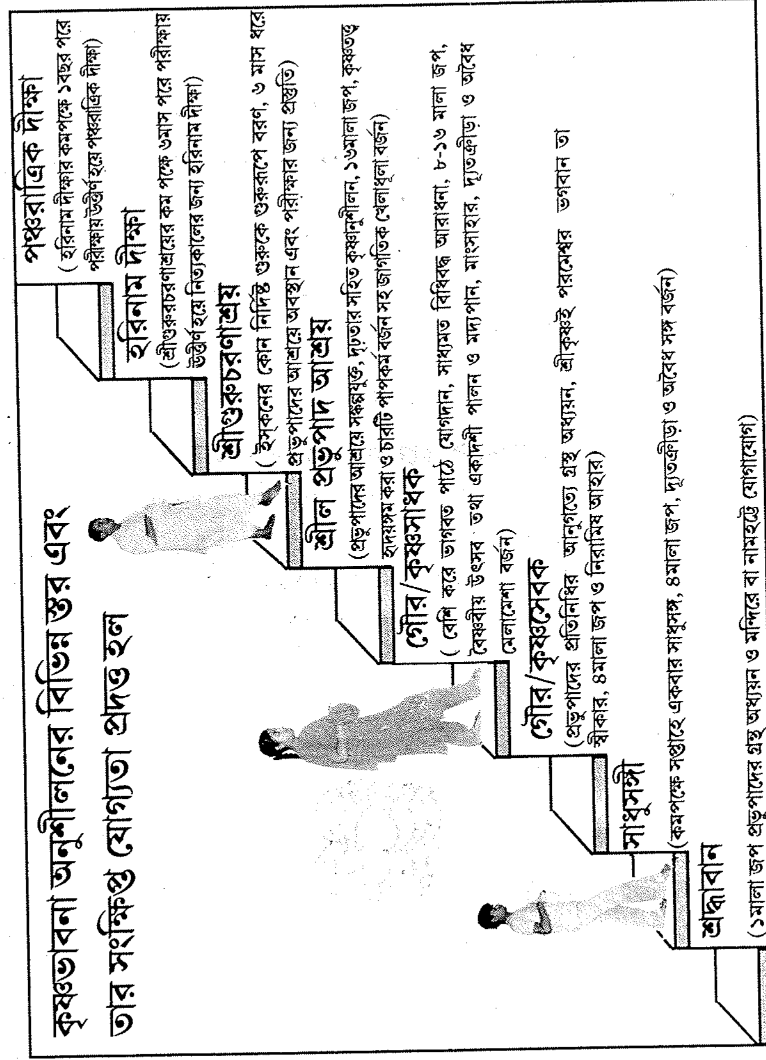
১২। ইস্‌কন প্রচারিত পাক্ষিক হরেকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সমাচার বা মাসিক পত্রিকা ভগবৎ দর্শনের গ্রাহক পদ গ্রহণ করতে চান?

১৩। ইসকনের দীক্ষাগুরু থেকে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণে ইচ্ছা থাকলে পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিভিন্ন স্তর ও যোগ্যতা অনুসারে ক্রমান্বয়ে নিজেকে গড়ে তুলুন এবং ইস্‌কন নামহট্ট কার্যালয় থেকে মানপত্র সংগ্রহ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা

ইসকন, শ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩, জেলা-নদীয়া, পঃবঃ
ফোন-(০৩৪৭২) ২৪৫৩০৫, ২৪৫২৯৪
মোঃ ৯৪৭৫১৪৭২৮২, ৯৪৭৫১৪৭২৭৯,
৯৪৩৩২১৯৭৭৮, ৯৪৩৪৩১২৬৫২





হরিনাম দীক্ষার পূর্বানুশীলন

১। শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের মানপত্র ছয় মাস বা তার আগে থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২। এক বছর বা তার বেশী থেকে চারটি নিয়ম যথা--আমিষ আহার (মাছ, মাংস, ডিম, রসুন, পিঁয়াজ, মসুর ডাল), নেশা (বিড়ি, পান, তামাক, চা, কফি, নর্শী), দ্যূত ক্রীড়া (তাস, পাশা, লটারী, জুয়া) এবং অবৈধ পুরষ ও স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি বর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

৩। একবছর নিয়মিত ভাবে ১৬ মালা করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অভ্যাস করা।

৪। নিয়মিত ভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান বা শুদ্ধতা বজায় রাখা এবং পরে মঙ্গল আরতি করা বা তাতে যোগদান।

৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ সেবা করা (রান্নার ব্যক্তি যেন দীক্ষিত বা নিরামিষাশী হয়)।

৬। নিজগুরুদেবের আর শ্রীল প্রভুপাদের নাম ও প্রণাম মন্ত্র জানা।

৭। বেদিতে রাখা পরম্পরা গুরুদের চিনতে ও তাদের নাম জানা।

৮। বিষ্ণু তিলক ধারণের স্থান ও বিষ্ণু নাম সমূহ জেনে, নিয়মিত তিলক ধারণ করা।

৯। কম পক্ষে সপ্তাহে একদিন আপনার নিকট বর্ত্তী ইস্‌কনের মন্দির বা ইস্‌কন অনুমোদিত হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘে যোগদান করা এবং কিছু সেবা করতে সচেষ্ট হওয়া।

১০। শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটি গ্রন্থ অন্ততঃ একবার পাঠ শেষ করতে হবে, যেমন (ভগবদ্‌গীতা যথাযথ, যুগাচার্য শ্রীল পভুপাদ, মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর প্রথম ভাগ)।

১১। বৈষ্ণব অপরাধ ও অগঠন মূলক উপহাস এড়িয়ে চলতে হবে।

১২। বৈষ্ণব মত বিরোধী কোন পেশা বা কার্যকলাপ, (যেমন আমিষ ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিক্রি ও মৎস্য মাংসের রান্না, চা, কফি তৈরী আর পরিবেশন

এবং ডাক্তার হোলে ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি) না করা।

১৩। ইস্কন অনুমোদিত ভক্তদের প্রচার এবং ভাষণ শ্রবণে সংকল্প করা।

১৪। নিয়মিত ভাবে তুলসী বৃক্ষে জল দান, পরিক্রমা ও প্রণাম করা।

১৫। একাদশী ব্রত পালন করা।

১৬। নিয়মিত শ্রীগুরুদেবের চরণে পুষ্প দেওয়া ।

১৭। সংসার দাবানল, শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, তুলসী ও গৌর-আরতি কীর্ত্তন গুলি জানা।

১৮। মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, তুলসী ও বৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্র জানা।

১৯। আরতি করার পদ্ধতি গুলি শিখা।

২০। যদি গৃহস্থ হনঃ-গৃহস্থ জীবনের নিয়ম কানুন জেনে, ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলি মেনে চলা এবং কৃষ্ণভাবনা অনুসারে সন্তানাদি পালন করা।

হরিনাম দীক্ষার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শিক্ষা

১। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব পরম্পরা ধারায় থাকবেন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হবেন, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে আচার ও প্রচার করেন ও হরিনাম পরায়ণ হবেন।

২। সদ্‌গুরুর নিকট থেকে হরিনাম দীক্ষার পর কার নিকট থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলি গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর ঃ যে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেই গুরুদেবের কাছ থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলি গ্রহণ করতে হবে।

৩। গুরুদেবকে ভগবানের মত পূজা করা হয় কেন? গুরুদেব কি ভগবান?

উত্তর ঃ গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, তাই ভগবানের মতো পূজা করা হয়, গুরুদেব ভগবান নন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি।

৪। ভগবানের সঙ্গে এবং শিষ্যদের সম্পর্ক হিসাবে গুরুদেব নিজেকে কি ভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ ভগবানের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক হিসাবে গুরুদেব হচ্ছেন নিত্য সংযোজনকারী।

৫। গুরুদেব পরম সত্য কথা বলেন—আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? এটা কি করে সম্ভব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫০০০ বছর পূর্বে যা বলেছেন, আজকের গুরুরাও সেই একই কথা বলছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। গুরুদেব পরম্পরা ধারায় আছেন, এবং তিনি যা বলছেন তা গীতা ও ভাগবত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেন।

৬। কোন্ পরিস্থিতিতে গুরুত্যাগ করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ গুরুদেব যদি পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন বৈষ্ণব নিন্দুক হন ও ভগবদ্ বিদ্বেষী হয়ে পড়েন, তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিৎ।

৭। একজন শিষ্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব কি কি ?

উত্তর ঃ শিষ্যর যোগ্যতা ও দায়িত্ব হচ্ছে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণসেবা করা।

৮। ইস্কনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুপম পদ কি? বলা হয়েছে—দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা গুরুপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হই। শ্রীল প্রভুপাদের ধারায় সেবা করতে আপনি কি দৃঢ়নিষ্ঠ? কেন?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইস্কন এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্কন দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী প্রচার কার্য চলছে এবং বহু মানুষ পারমার্থিক পথে এগিয়ে চলেছে, তাই আমি সেবা করতে অত্যন্ত দৃঢ়নিষ্ঠ।

৯। শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছেন কেন?

উত্তর ঃ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেমন-

শ্রীমদ্ভাগবতে— এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।

এবং ব্রহ্মসংহিতায়— ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্ব্বকারণ কারণম্ ।।

তাছাড়া পূর্ববর্ত্তী মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান ব'লে স্বীকার করে আসছেন। তাই আমিও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি।

১০। কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য কি কি? আমরা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করি কেন?

উত্তর ঃ সমস্ত পাপ দূর করে এবং সমস্ত কামনা পূরণ করে আর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করে। এবং চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করতে ও 'কলিযুগের যুগধর্ম পালনের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করি।

১১। চারটি নিয়ম পালন করি কেন?

উত্তর ঃ আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন, দ্যূতক্রীড়া বর্জন ও অবৈধ সঙ্গ বর্জন, এইগুলি হচ্ছে পাপকর্ম। এই সবস্থানে কলি অবস্থান করে। এই চারটি পাপকর্ম ত্যাগ না করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না। তাই আমাদের চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়।

১২। অন্যান্য পুণ্য কর্ম না করে হরিনাম করি কেন? হরিনাম আর পুণ্য কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ পুণ্য কর্ম হচ্ছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অধীন। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি করা। এই কর্মের ফলে স্বর্গ ভোগ হয়, তা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী।

হরিনামের ফল হচ্ছে নিত্য। নিত্য ভগবদ সেবা প্রাপ্তি হয় এবং ভগবদ্ধামে যাওয়া যায়, তা হচ্ছে স্থায়ী তাই আমাদের হরিনাম ও কৃষ্ণ সেবা করা উচিৎ।

১৩। জি, বি, সি, মণ্ডলীর পদ ও দায়িত্ব কি?

উত্তর ঃ জি, বি, সি হচ্ছে ইস্কন এর পরিচালক মণ্ডলী। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইস্কনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং প্রচার কার্য করা ও ভক্তদের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা।

১৪। দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ দেহ হচ্ছে জড়, আত্মা হচ্ছে চেতন। দেহ অনিত্য আর আত্মা হচ্ছে নিত্য দেহ নশ্বর আর আত্মা অবিনশ্বর।

১৫। ইসকন্ কি? কেনই বা ইস্কনে আশ্রয় নেব?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন)। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার ও প্রচার কার্য করছে। তাতে অংশ গ্রহণ করে আমাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার জন্য ইস্কন-এ আশ্রয় নেওয়া কর্ত্তব্য।

১৬। বলা হয়েছে, দীক্ষা গ্রহণ করলে গুরুর আদেশ এ জন্মে এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে পালন করতে হবে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ, ভগবানের সেবা অনুশীলন ও পারমার্থিক শিক্ষা লাভের জন্য গুরু গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

১৭। দশবিধ নামাপরাধ কি? কি?

উত্তর ঃ- নামহট্ট পরিচয় গন্থে প্রদত্ত দশ নামাপরাধ দেখুন।

১৮। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলন প্রসারে আপনি গুরুদেবকে সহায়তা করতে রাজী হলেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার ও প্রচার কার্য্য করছেন। গুরুদেবের এই প্রচার কার্যে সাহায্য করলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন।

১৯। যদি প্রচুর সেবা কাজ থাকে, দীক্ষা গ্রহণের পর ১৬ মালার কম জপ করলে চলবে কি? যদি ১৬ মালা সম্পূর্ণ জপ করতে না পারেন, তবে কি করবেন?

উত্তর ঃ চলবে না। পরের দিন তা পূরণ করে দিতে হবে

২০। আপনার জীবনের অন্তিম ইপ্সিত লক্ষ্য কি?

উত্তর ঃ আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

দশবিধ নাম অপরাধ

১। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নিন্দা করা।

২। শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা (কখনও কখনও নাস্তিকেরা মনে করে যে, যে-কোন দেবতাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যথার্থ ভক্ত জানেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও ভগবান বিষ্ণুর সমান অথবা তাঁর থেকে স্বতন্ত্র হতে পারেন না। তাই, কেউ যদি মনে করে যে, 'দুর্গা', 'দুর্গা', অথবা 'কালী' 'কালী' উচ্চারণ করা 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণের সমান, তাহলে সেটা মস্ত বড় অপরাধ)।

৩। গুরুদেবকে অবজ্ঞা করা ।

৪। বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা ।

৫। ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা । (হরিনাম মাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা)

৬। ভগবানের নাম সমূহকে কল্পনা বলে মনে করা।

৭। নাম বলে পাপ আচরণ করা। (ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে সবরকমের পাপ বিনষ্ট হয়। কিন্তু কেউ যেন মনে না করে যে, সে পাপ করতে থাকবে এবং 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সেই পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের বিপজ্জনক মনোভাব অত্যন্ত অপরাধজনক এবং এই মনোভাব থেকে মুক্ত হতে হবে।)

৮। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা। (ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে যে কেউ অংশ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের দিব্য নামের

অপ্রাকৃত মহিমা সম্বন্ধে প্রথমেই তাকে কিছু বলা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ অত্যন্ত পাপী, তারা ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে না, এবং তাই সে সম্বন্ধে তাদের কিছু না বলাই ভাল।)

১০। ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা। প্রতিটি বৈষ্ণব ভক্তেরই কর্তব্য হচ্ছে, ইপ্সিত সিদ্ধি লাভ করার জন্য এই সমস্ত অপরাধগুলি থেকে মুক্ত হওয়া।

দশবিধ ধাম অপরাধ

১। শিষ্যের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী গুরুদেবকে অপমান বা অসম্মান প্রদর্শন করা।

২। শ্রীধামকে অস্থায়ী বলে মনে করা।

৩। শ্রীধামবাসী অথবা শ্রীধাম যাত্রীগণের কারও প্রতি উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করা অথবা তাহাদিগকে সাধারণ জড়লোক বলে মনে করা।

৪। শ্রীধাম বাসকালে জড়কর্ম করা ।

৫। বিগ্রহ ও অর্চন ও শ্রীনাম কীর্তনকালে অর্থসংগ্রহ করা ও তদ্দ্বারা ব্যবসা করা ।

৬। শ্রীধামকে বাংলার মতো কোন জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা, শ্রীধামকে কোন দেবতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্থানের সমান বলে মনে করা অথবা শ্রীধামের সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা ।

৭। শ্রীধাম বাসকালে পাপকর্ম করা ।

৮। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা ।

৯। শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা ।

১০। শ্রীধামের মাহাত্ম্যকে কল্পিত মনে করে অবিশ্বাস করা।

শ্রীশ্রীষড়্ গোস্বাম্যষ্টকম্

কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন ও নৃত্যগীত-পরায়ণ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ ও বিদ্বান অবিদ্বান সকলেরই প্রিয়, যাঁরা সকলের প্রিয় কার্য করেন, যাঁরা মাৎসর্যলেশ-শূন্য, সর্বলোক-পূজ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং যাঁরা ইহলোকে জীবোদ্ধার করে ভূ-ভার হরণ করেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যাঁরা বিবিধ শাস্ত্র-বিচারে পরম নিপুণ, সদ্ধর্মের স্থাপন-কর্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়-দাতা ও শ্রীরাধাগোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনানন্দে প্রমত্ত মধুকর সদৃশ, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামী পাদগণের বন্দনা করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনে যাঁদের একান্ত আগ্রহ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-গানামৃত-সেচনে জীবের পাপ-তাপ শান্তি করেন, যাঁরা আনন্দ-জলধি-বর্দ্ধনে সুনিপুণ ও যাঁরা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে রক্ষা করেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মন্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—যাঁরা অসংখ্য মন্ডলপতিদের সহবাস ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করত কৃপাপূর্বক দীনহীনগণের পতি হয়ে কৌপীন-কন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং যাঁরা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন ছিলেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকূলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিটপ, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনে।
রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ— কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ-রত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁরা দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করতেন এবং যাঁরা হৃষ্টচিত্তে জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন,রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্তদীনৌ চ যৌ।

রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৬ ।।

অনুবাদ—যাঁরা সংখ্যাপূর্বক নাম-জপ, কীর্তন ও প্রণাম করে সময় অতিবাহিত করতেন, যাঁরা আহার-বিহার-নিদ্রাদি জয় করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত দীনহীনের মত বিচরণ করতেন এবং যাঁরা শ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ-মাধুর্য স্মরণ করে পরমানন্দে বিভোর হতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৭ ।।

অনুবাদ—যাঁরা শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ত হয়ে অশেষবিধ দশা প্রাপ্ত হতেন—কখনও উন্মত্তের মতো বিচরণ করতেন, কখনও বা হরি-গুণ-গান করতেন, কখনও বা আনন্দের বশে ভাবাভিভূত হতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ ।
ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ।। ৮ ।।

অনুবাদ—" হে ব্রজদেবী রাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি শ্রীগোবর্ধনের কল্পতরুতলে, না কালিন্দী-কুলস্থ বনমধ্যে", —এইভাবে বলতে বলতে যাঁরা নিরতিশয় শোকাতুর হয়ে ব্রজভূমির সর্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করতেন, আমি বারবার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামীপাদগণের বন্দনা করি।

শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি- প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরমসত্ত্বং স্মিতমুখং।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।।১।।

অনুবাদ— যাঁর শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করে, যাঁর সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনো- হর-রূপে শোভা পায়, যিনি মত্ত মাতঙ্গের মত মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত-যাঁর শ্রীহস্তে বেত্র শোভা পায়, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

রসানামাগারং স্বজনগণ-সর্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম্-বসুধা-জাহ্নবী-পতিং।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।।২।।

অনুবাদ— যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন, ত্রিজগতে কোথাও যাঁর তুলনা নেই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও জাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি মন্দমনা ব্যক্তিগণের নিতান্ত অবিদিত, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ করণোদ্দাম-করুণং।
হরের্ব্যাখানাদ্বা ভব-জলধি-গর্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।।৩।।

অনুবাদ— যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন,

যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য যাঁর করুণার অবধি নেই, যিনি শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন প্রচার দ্বারা দুস্তর ভবসমূদ্রের গর্ব খর্ব করেছেন অর্থাৎ যিনি সংসার-সাগর অবলীলা- ক্রমে উত্তীর্ণ হবার উপায় বিধান করেছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়াসত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং-নিরবধি।।৪।।

অনুবাদ— "হে ভ্রাতঃ! কলি-পাপচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হইবে? তুমি কৃপা ক'রে ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাতে তারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করেত পারে"—এইভাবে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সঙ্গে কথোপথকন ও যুক্তি-পরামর্শ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি।।৫।।

অনুবাদ— "হে ভাই সকল! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহলে তোমাদের ভব-সমুদ্র পার হবার জন্য আমি দায়ী রইলাম"—এইভাবে বলতে বলতে যিনি বাহু আস্ফালনপূর্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ-সিন্ধূন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জত্তিমির-হর-সূর্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং-নিরবধি।।৬।।

অনুবাদ— আহা মরি! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করতে যিনি কুম্ভ থেকে জাত অগস্ত্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন, যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করবার জন্য চন্দ্ররূপে সমুদিত হন অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন, যিনি দুর্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করতে সূর্যস্বরূপ অর্থাৎ যিনি পাপিগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি মদয়ন্তং জনগণম্।
প্রকুর্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ।।৭।।

অনুবাদ— যিনি নৃত্য করতে করতে, কীর্তন করতে করতে, হরিবোল বলতে বলতে ও শ্রীহরিনাম কীর্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি করতে করতে পথে পথে বিচরণ করতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণ নেত্রে ঈক্ষণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজংকোমলতরং
মিথোবক্ত্রা লোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্যৈরহহ ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ।।৮।।

অনুবাদ— যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল করকমল ধারণপূর্বক পরস্পরের বদনচন্দ্র সন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হতেন এবং যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্যে উন্মত্ত ক'রে চতুর্দিকে বিচরণ করতেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি কল্পতরুর মূল-স্বরূপ সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি।

রসানামাধানং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্বং পঠতি যস্ত-
দঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাব্জং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ।।৯।।

অনুবাদ— যিনি ভক্তিরস-সমূহ প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁর স্মরণ করলে পাপিগণের পরিত্রাণ লাভ হয়ে থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করবেন, তাঁর হৃদয়ে তদীয় সুদুর্লভ শ্রী পাদপদ্ম সুচারুরূপে স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হবে।

শ্রীশিক্ষাষ্টকম্

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥১॥

অনুবাদ—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥

অনুবাদ— হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', ' গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদি-নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥

অনুবাদ—যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মত সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে ।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥

অনুবাদ— হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥

অনুবাদ—ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্মবিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ রূপে চিন্তা কর।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥

অনুবাদ— হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদ্গদ্-স্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৭॥

অনুবাদ— হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সমূহ 'যুগ'বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মত অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥

অনুবাদ—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি লম্পট পুরুষ, আমার সঙ্গে যে রকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।

শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ১॥

অনুবাদ— যাঁর উজ্জ্বল বরণ, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহখানি নিরবধি অসীম ভাবসমূহে বিশেষরূপে উপচিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর কৃপা ত্রিলোক পবিত্র করে, সেই (কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ভগবান) শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

গদ-গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসম্।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥২॥

অনুবাদ— যাঁর বাক্য গদগদ অন্তর ভাববিকারে দ্রবীভূত, যাঁর হুঙ্কারে (সিংহনাদে) দুর্জনগণ ভীত হয়, যাঁর করুণা সংসারভীতি খণ্ডন করে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্।
জল্পিত-নিজগণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৩॥

অনুবাদ— যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশীরাধাকৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৪॥

অনুবাদ— যাঁর নয়নপদ্ম থেকে জলধারা বিগলিত হচ্ছে, নব নব অপ্রাকৃত রসাস্বাদজনিত ভাববিকারসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর গমন অতি ধীর, যাঁর নৃত্য বিচিত্র, সেই শ্রীচশীতনয়কে প্রণাম করি।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত পদযুগ-মধুরম্।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৫॥

অনুবাদ— যাঁর চঞ্চলপদের গমনভঙ্গী মনোহর, (মঞ্জীর) নূপুর যাঁর পদদ্বয়ের (মাধুর্য) শোভা সম্পাদক করছে, যাঁর বদন চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য-কলেবর মুণ্ডিত-মুণ্ডং।
দুর্জন কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৬॥

অনুবাদ— কটিদেশে ডোর (কৌপিন-বর্হির্বাস), হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত যাঁর দিব্য কলেবর, মস্তক মুণ্ডিত, যাঁর দণ্ড (ধারণ) দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ভূষণ ভূরজ-অলকাবলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৭।।

অনুবাদ— ধরণীর ধূলি নির্মিত অলকাসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর বিম্বফলের মতো অধর কম্পিত হচ্ছে, যাঁর ললাটে উজ্জ্বল মলয়জ-চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্।
কলেবর কৈশোর নর্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্।।৮।।

অনুবাদ— যাঁর নেত্র-যুগল রক্ত পদ্মের পত্রতুল্য, বাহুযুগল জানুদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত, কিশোর শরীর, নর্তকবেশ, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।। ১।।

অনুবাদ— যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধু পান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব,

ব্রহ্মা, ইন্দ্রও গণেশ প্রমুখ দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটীতটে
দুকুলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।২।।

অনুবাদ— যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করে সর্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৩।।

অনুবাদ— যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে স্থাপনপূর্বক অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবগণকে যিনি স্বীয় সেবা করবার সুযোগ প্রদান করেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৪।।

অনুবাদ— যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, যাঁর বদনমণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁর চরিত্র গান করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৫।।

অনুবাদ— রথে আরোহণ করে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন- পথের পথিক হোন।

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোনন্ত-শিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গণ-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৬।।

অনুবাদ— যিনি পরমার্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁর নেত্রযুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করে রয়েছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়- দেহালিঙ্গনসুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৭।।

অনুবাদ— আমি রাজ্য চাই না, স্বর্ণ- মাণিক্যাদি বৈভব চাই না, সর্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাই না, কেবল এই চাই যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্বক্ষণ যাঁর চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!

অহো দীনেনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।।৮।।

অনুবাদ— হে সুরপতে! অতি শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার থেকে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো! দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে যিনি নিশ্চিতরূপে নিজ শ্রীচরণ সমর্পণ করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতং শুচিঃ।
সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।।৯।।

অনুবাদ— যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁর আত্মা সবরকম পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোক অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

শ্রীদামোদরাষ্টকম্

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ।। ১ ।।

অনুবাদ—যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যাঁর কর্ণযুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করছেন এবং যিনি শিক্য অর্থাৎ শিকায় রাখা নবনীত (মাখন) অপহরণ করায় মা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর থেকে লম্ফ প্রদান করে অতিশয় বেগে ধাবমান হয়েছিলেন ও মা যশোদাও যাঁর পশচাতে ধাবিত হয়ে পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেলেছিলেন, সেই পরমেশ্বররূপী শ্রীদামোদরকে প্রণাম করি।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—যিনি জননীর হস্তে যষ্টি দেখে রোদন করতে করতে দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা বারবার নেত্রদ্বয় মার্জন করছেন, যিনি ভীতনয়ন হয়েছেন ও সেইজন্য মুহুর্মুহুঃ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কম্প-নিবন্ধন যাঁর কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হচ্ছে এবং যাঁর উদরে রজ্জুর বন্ধন রয়েছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে বন্দনা করি।

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যিনি এইরকম বাল্যলীলা দ্বারা সমস্ত গোকুলবাসীকে আনন্দ সরোবরে নিমজ্জিত করেন এবং যিনি ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞান-পরায়ণ ভক্তসমূহে 'আমি ভক্ত কর্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত'—এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেম-সহকারে শত শতবার বন্দনা করি।

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ— হে দেব! তুমি সবরকম বরদানে সমর্থ হলেও আমি তোমার কাছে মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না, তবে আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ববর্ণিত বালগোপালরূপী শ্রীবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভো!

যদিও তুমি অন্তর্যামীরূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করছ, তবুও তোমার ঐ শৈশব লীলাময় বালগোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দররূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা ।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ— হে দেব! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশসমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদনকমলস্থ বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা যশোদা বারবার চুম্বন করছেন, সেই বদনকমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণন করব? আমার মনোমধ্যে সেই বদন-কমল আবির্ভূত হোক। ঐশ্বর্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোন প্রয়োজন নেই—আমি অন্য আর কিছুই চাই না।

নমো দেব! দামোদরনন্ত ! বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্ ।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ— হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণু! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! আমি দুঃখপরম্পরারূপ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছি, তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা কর।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহোমেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ— হে দামোদর! তুমি যেরকম গো অর্থাৎ গাভী-বন্ধন রজ্জু দ্বারা উদূখলে বদ্ধ হয়ে শাপগ্রস্ত নলকুবের ও মণিগ্রীব নামক কুবেরপুত্রদ্বয়কে মুক্ত করত তাদের

ভক্তিমান্ করেছ, আমাকেও সেইরকম প্রেমভক্তি প্রদান কর। এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ। মোক্ষের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোনন্ত-লীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ— হে দেব! তোমার তেজোময় উদরবন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার-স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক। তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং অনন্তলীলাময় দেব তোমাকে নমস্কার করি।

গোস্বামী গণের বিগ্রহদের নামস্মরণ

(১)
জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে
জয়দেবের প্রাণধন হে

(২)
জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে
জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে

(৩)
জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে
সনাতনের প্রাণধন হে

(৪)
জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা- গোবিন্দ রাধে
রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে

(৫)
জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে
মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে

(৬)
জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা মদনগোপল রাধে
সীতানাথের প্রাণধন হে

(৭)
জয় রাধা-রমণ রাধা-রমণ রাধে
গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে

(৮)
জয় রাধা-বিনোদ রাধা-বিনোদ রাধে
লোকনাথের প্রাণধন হে

(৯)
জয় রাধা-গোকুলানন্দ রাধা-গোকুলান্দ রাধে
বিশ্বনাথের প্রাণধন হে

(১০)
জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে
দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে

(১১)
জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে

(১২)
জয় রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধে
হরিদাসের প্রাণধন হে

(১৩)

জয় রাধা-কান্ত রাধা-কান্ত রাধে
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে

(১৪)

জয় গান্ধার্বিকা-গিরিধারী গান্ধার্বিকা-গিরিধারী রাধে
সরস্বতীর প্রাণধন হে

(১৫)

জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে
শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণধন হে

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

**কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জগন্ধ-কীর্তি-নিন্দি-সৌরভা।
বল্লবেশ-সূনুসর্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।। ১।।**

অনুবাদ— যাঁর অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমপরিব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্মের গৌরকান্তির গর্ব নাশ করে, যাঁর শ্রীঅঙ্গসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মগন্ধের কীর্তিকে নিন্দা করে এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত প্রয়োজন সাধন করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

**কৌরবিন্দকান্তি-নিন্দি-চিত্রপট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গকেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা।
কৃষ্ণ-নিত্যসঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।২।।**

অনুবাদ— যাঁর চিত্রযুক্ত পাটের শাড়ীর কান্তি প্রবালের কান্তিকেও নিন্দা করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের নিমিত্ত প্রফুল্ল পুষ্পবনস্বরূপা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গমের নিমিত্ত সূর্যের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

**সৌকুমার্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্তি-নিগ্রহা
চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৩।।**

অনুবাদ— যাঁর সুকুমারতা (নব) পল্লবশ্রেণীর সুকুমারতার কীর্তিকেও অপমানিত করে, যিনি চন্দ্র (কর্পূর) সহ চন্দন, পদ্ম ও চন্দনের আরাধ্য শৈত্য-গুণের মূর্তবিগ্রহ এবং যিনি নিজাঙ্গ স্পর্শ দ্বারা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের কামজনিত তাপ নাশ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

**বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ -নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীলহার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৪।।**

অনুবাদ— শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিশ্বের বন্দনীয় যুবতীগণ দ্বারা পূজিতা হলেও রূপ, নব যৌবনাদি সম্পত্তি , সৎ-স্বভাব ও মনোজ্ঞ লীলা বিষয়ে যে শ্রীরাধিকার সমান নন, এবং যে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা (জগতে) অধিক (গুণসম্পন্না) কেউ নেই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

**রাসলাস্য-গীত-নর্ম-সৎকলালিপণ্ডিতা
প্রেমরম্য-রূপবেশ-সদ্গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্বনব্য-গোপযোষিদালিতোপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৫।।**

অনুবাদ— যিনি রাসে নৃত্য, গীত ও ক্রীড়াদি সদ্বিদ্যাসমূহে পারদর্শিনী, যিনি রমণীয়

রূপ, বেশ এবং সদ্‌গুণশ্রেণী দ্বারা শোভিতা এবং যিনি সর্বনবীন গোপরমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণরূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৬।।

অনুবাদ— যিনি নিত্য-নতুন রূপ, কেলি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ ভাব রূপ (অথবা নিজের প্রতি কৃষ্ণের ভাব রূপ) সম্পতি দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা গোপ-যুবতীগণের মধ্যে স্বপক্ষীয়গণের হর্ষজনিত ও বিপক্ষীয়গণের কাতরতা জন্য কম্প উৎপাদন করেন এবং যাঁর চিত্ত কৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলিতে একাগ্রভাবে সমাহিত, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

স্বেদ-কম্প-কণ্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণনেত্র-তোষিরত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৭।।

অনুবাদ— যিনি ঘর্ম, কম্প, পুলক, অশ্রু, গদ্‌গদ বাক্যাদি সাত্ত্বিক ভাববিশিষ্টা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বাম্যাদি ভাবভূষায় শোভিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ- নয়নানন্দদায়ক রত্নভূষণাদি ধারণ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

যা ক্ষণার্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেকদৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা।।৮।।

অনুবাদ— যিনি ক্ষণার্ধকালও শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে তজ্জনিত বিপুলভাবে উদিত বহু দৈন্য-চাপল্যাদি ভাববৃন্দ দ্বারা মোদিতা হন এবং দূতী প্রেরণাদি রূপ শ্রীকৃষ্ণের বা নিজের

চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবশত যাঁর সমস্ত মনঃপীড়া বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেপি শৈলজাদি- যোষিদালি দুর্লভাং।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্।।৯।।

অনুবাদ— পার্বতী প্রভৃতি নারীগণের পক্ষেও যাঁর দর্শন সুদুর্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি উপরিউক্ত অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা সখীগণের সঙ্গে আনন্দিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ দ্বারা আনন্দিত নিজের দাস্যামৃত প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

নিখিল-শ্রুতি- মৌলিরত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

হে হরিনাম! তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল উপনিষদ-রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের নখরসমূহ নির্মঞ্ছিত হচ্ছে, অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পাদ পদ্ম প্রান্তেরও মহিমা কীর্তন পূর্বক স্তব করছে এবং যোগী, ঋষি প্রভৃতি মুক্তপুরুষগণও তোমার উপাসনা করছেন; অতএব আমি সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দ গেয়!
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।

ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণনাম! মুনিগণ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করছেন, তুমি নিখিল জনমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদনার্থে পরম-অক্ষর-রূপ আকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ করেছ এবং অবহেলাপূর্বকও যদি কেউ তোমাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার ভীষণ পাপরাশি ধ্বংস ক'রে থাক; অতএব হে নাম! তোমার জয় হোক।

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণনাম-রূপ সূর্য! যদি কেউ কোনও সঙ্কেতে বা আভাসেও তোমাকে উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার সংসারাসক্তি-রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত ক'রে থাক এবং তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকেও কৃষ্ণভক্তি বিষয়িণী জ্ঞান-দৃষ্টি প্রদান করে' থাক; অতএব হে নাম! এ জগতে এমন বিদ্বান্ কে আছেন যে তিনি তোমার মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ হবেন?

যদ্ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মতো নিষ্ঠা সহকারে অবিরাম ব্রহ্মচিন্তা করলেও ভোগ ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ কর্মের অর্থাৎ অনাদিকাল সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যজনিত কর্মসমূহের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্পন্দন মাত্রেই অর্থাৎ মুখে তোমার উচ্চারণ করা মাত্রই সেই প্রারব্ধ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্ধিতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমল নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ! ইত্যাদি অনেক স্বরূপে হে নাম! তুমি জীবের ভববন্ধ-মোচনের জন্য প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছ; অতএব হে নাম! তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হোক।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপ-দ্বয়ং
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে ।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধানিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥

হে নাম! তোমার দুইটি স্বরূপ—(১) বাচ্য অর্থাৎ বিভু চৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ (মূর্তিমান শ্রীবিগ্রহ) ও (২) বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি বর্ণাত্মক বিগ্রহ (অক্ষরময় নাম-বিগ্রহ); তুমি এই দুইটি স্বরূপে বিরাজ করছ; পরন্তু আমি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ থেকে কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামাত্মক বাচক-স্বরূপকেই অধিকতর সদয় বিবেচনা করি, যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় ক'রে তোমার উপাসনা করতে করতে অপরাধী হয়ে পড়েন এবং তখন যদি তিনি মুখে তোমার কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামোচ্চারণাত্মক বাচক-স্বরূপ অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ অক্ষরময় 'নাম' আশ্রয় পূর্বক 'নাম' কীর্তন ক'রে উপাসনা করতে থাকেন, তাহলে হে নাম! তোমার প্রভাবে তিনি সব রকম অপরাধ থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

সূদিতাশ্রিতজনার্ত্তিরাশয়ে
রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে ।

নাম! গোকুল-মহোৎসবায়তে
কৃষ্ণ পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

হে নাম! হে কৃষ্ণ-স্বরূপ! তুমি আশ্রিত জনগণের নামাপরাধ-জনিত দুর্গতি বিনাশ ক'রে থাক, তুমি পরম চিদানন্দ-ঘন-রূপ বিগ্রহে বিরাজিত, তুমি গোকুলবাসিগণের সাক্ষাৎ আনন্দ-স্বরূপ এবং তুমি স্বীয় মহিমা ও মাধুর্যে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে; অতএব হে নাম! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

নারদ-বীণোজ্জীবন! সুধোর্মি-নির্যাস-মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি দেবর্ষি নারদের বীণার জীবনস্বরূপ এবং তুমি অমৃতময় মাধুর্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ; তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমাতে অনুরক্ত ক'রে আমার জিহ্বায় অবিশ্রান্ত স্ফূর্তি লাভ কর অর্থাৎ আমাকে এই কৃপা কর যেন আমি মুখে সর্বদা তোমাকে উচ্চারণ করতে পারি।

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

শ্লোক ১

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

শ্লোক ২৯

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩০

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩১

আলোলচন্দ্রক লসদ্বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩২

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৩

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৪

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্।
সোপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৫

একোপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৬

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ।
সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৭

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৮

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৩৯

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪০

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪১

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪২

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৩

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ হরি-ধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৪

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৫

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৬

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৭

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৮

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৪৯

ভাস্বান যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫০

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগৎত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫১

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগৎত্রয়াণি।
যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫২

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫৩

ধর্মোথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫৪

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।
কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।

শ্লোক ৫৫

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমতং ভজামি।।

শ্লোক ৫৬

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।।
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে।।

শ্রীশ্রীদশাবতার- স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে।।১।।
ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত-কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে।।২।।
বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।।৩।।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গম্
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৪।।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন-
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।।৫।।
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপং।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে।।৬।।
বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।।৭।।
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে।।৮।।
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাত
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।।৯।।
ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবাল
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে।।১০।।
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে।।১১।।



একাদশীর আবির্ভাব

বহু ভক্তগণ একাদশীর আবির্ভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জানতে চান। সেই কারণে পদ্মপুরাণের চতুর্দশ অধ্যায়ের 'ক্রিয়া সাগর সার' অংশ থেকে সেই তত্ত্ব উদ্ধৃত করা হল।

এক সময় মহর্ষি জৈমিনী ঋষি নিজ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে গুরুদেব! একাদশীর জন্ম কখন হয়েছিল এবং তার জন্মের উৎসই বা কি? একাদশীর দিন উপবাস পালনের বিধি বা কি? দয়া করে এই ব্রত পালনের কি লাভ এবং কখন এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে তার বর্ণনা করুন। শ্রী একাদশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে? একাদশীর নিয়ম পালন না করার অপরাধ কি? দয়া করে এই বিষয়ে আপনার কৃপা বর্ষণ করুন।''

শ্রীল ব্যাসদেব জৈমিনী ঋষির প্রশ্ন শুনে অপ্রাকৃত আনন্দ ধামে উন্নীত হয়ে বললেন, '' হে ব্রহ্মর্ষি জৈমিনী একাদশী পালনের ফল প্রকৃতরূপে পরমেশ্বর নারায়ণই শুধু শুদ্ধভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম। কিন্তু আমি তোমার প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব।''

সৃষ্টির প্রারম্ভে পরমেশ্বর ভগবান পঞ্চ মহাভূত দ্বারা স্থাবর ও অস্থাবর জীবগণকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেন। সেইরূপ মানুষকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাপ পুরুষকেও তিনি সৃষ্টি করেন। এই পাপ পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আদি নানা প্রকার পাপ কার্য্য দ্বারা গঠন করেছিলেন। তার মস্তকটি ছিল ব্রহ্মহত্যার পাপ, চোখ দুটি নেশায় আসক্তি জনিত পাপ, মুখটি ছিল স্বর্ণচৌর্য জনিত পাপ, কান দুটি সদ্‌গুরুর পত্নীতে উপগমন, নাসিকা পরপত্নী হত্যা, হাত দুটি গোহত্যা জনিতপাপ, গ্রীবা পরধন চৌর্য জনিত পাপ, বক্ষদেশ ভ্রূণহত্যা জনিত পাপ, নিম্নবক্ষ পরকীয়া উপগমন জনিত পাপ, উদর আত্মীয় হননের পাপ, নাভীমূল অধিনস্থ জনকে হত্যার পাপ, কটিদেশ আত্মস্তুতি পাপ, জঙঘা গুরুর প্রতি অপরাধ জনিত পাপ, লিঙ্গ নিজ কন্যা বিক্রয় জনিত পাপ, পশ্চাতদেশ গোপন বিষয় প্রকাশ করার পাপ, পদদ্বয় পিতৃ হত্যারপাপ, তার কেশরাজি

অন্যান্য পাপ কর্মাদি। এই প্রকার একটি বীভৎস পাপময় জীব সৃষ্টি করেছিলেন। যার শরীর ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, চোখ দুটি পীতবর্ণ, সে পাপীদের অতীব দুর্দশা দান করে।

''পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু এই পাপ পুরুষকে দেখে নিজ মনে চিন্তা করতে লাগলেন, 'আমিই জীবগণের সুখ ও দুঃখের স্রষ্টা। আমি তাদের প্রভু কারণ পাপ পুরুষ সৃষ্টি করেছি, সে অসাধু, প্রতারক এবং পাপীদের দুঃখ-কষ্ট দেয়। এখন এই পাপ পুরুষের নিয়ন্ত্রক সৃষ্টি করতে হবে।' এই সময় ভগবান যমরাজ ও নানা প্রকার নরক সৃষ্টি করলেন। মৃত্যুর পর পাপীদের যমরাজের নিকট পাঠান হবে এবং তিনি তাদের পাপ অনুসারে বিভিন্ন নরকে যন্ত্রণা ভোগের জন্য পাঠাবেন।

''এইরূপ ব্যবস্থা করে পরমেশ্বর ভগবান পক্ষীরাজ গরুড়ে চড়ে যমরাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। যমরাজ বিষ্ণুকে দেখেই পাদ্যঅর্ঘ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন ও তাঁকে স্বর্ণ সিংহাসনে বসালেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু বসেই দক্ষিণ দিকে উচ্চ চিৎকার শুনতে পেলেন। আশ্চর্য হয়ে তিনি যমরাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, ' কোথায় এই চিৎকার হচ্ছে।'

''যমরাজ উত্তরে বললেন, '' হে দেব! পৃথিবীর বিভিন্ন জীবগণ বিভিন্ন নরকে পতিত হয়েছে। তারা দুষ্কর্ম জনিত ফল ভোগ করছে।' এই বিভৎস চিৎকার তাদের অতিব দুষ্কর্ম জনিত শাস্তির ফল।

''এই শুনে বিষ্ণু দক্ষিণ দিকে নরকে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে নরকবাসীগণ অধিক উচ্চস্বরে চিৎকার শুরু করল। পরমেশ্বর বিষ্ণুর হৃদয় তাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত হল। ভগবান বিষ্ণু ভাবলেন, 'এদের সৃষ্টি আমিই করেছি এবং আমার কারণে তারা কষ্ট ভোগ করছে!'

ব্যাসদেব বলতে লাগলেন, '' হে জৈমিনী! পরমেশ্বর ভগবান তারপর কি করলেন, শোন।

''করুণাময় পরমেশ্বর পূর্বের বিচার ধারা পুনঃ চিন্তা করলেন। তিনি হঠাৎ

একাদশীরূপে আবির্ভূত হলেন। নরকে জীবগণ একাদশী পালনের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে পাপমুক্ত হল ও বৈকুণ্ঠধামে উন্নীত হল। হে জৈমিনী! একাদশী, পরমেশ্বর বিষ্ণু ও পরমাত্মার বিগ্রহে প্রভেদ নাই। শ্রীএকাদশী পালন অতীব শ্রেষ্ঠ কর্ম ও সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"শ্রীএকাদশী আবির্ভাবের সাথে সাথে পাপ পুরুষ একাদশীর প্রতিকূল প্রভাব অনুভব করল। সে বিষ্ণুর স্তুতি করতে লাগল। বিষ্ণু প্রসন্ন হয়ে তাকে বর দিতে চাইলেন।

"পাপ পুরুষ বলল, "আমি আপনার সৃষ্ট। পাপীর শাস্তি আমার মাধ্যমে দিতে আপনি ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এখন শ্রীএকাদশীর প্রভাবে আমার অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হে প্রভু! অমার মৃত্যুর পর আপনার অংশগুলি যারা জড়দেহ ধারণ করেছে—তারা সবাই মুক্তিলাভ করে বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হবে। সবাই মুক্ত হয়ে গেলে আপনার লীলায় কে অংশ গ্রহণ করবে। হে কেশব! আপনি যদি শাশ্বত লীলার প্রকাশ চান তা হলে একাদশীর ভয় থেকে আমায় বাঁচান। একাদশী তো আপনার বিগ্রহেরই বিস্তৃতি। একাদশীর ভয়ে আমি পালিয়ে মানুষ, পশু, কীট, পাহাড়, বৃক্ষ স্থাবর ও অস্থাবর, জীবগণ, নদী, সমুদ্র, জঙ্গল, স্বর্গ, মর্ত, নরক, দেবতা ও গন্ধর্বগণের নিকটে যাই। কিন্তু শ্রীএকাদশীর প্রভাবে মুক্ত স্থান খুঁজে পাই না। হে প্রভু ! আপনি আমায় সৃষ্টি করেছেন। আমাকে এমন একটি বাসস্থান দিন যেখানে থাকলে একাদশীর ভয় থেকে মুক্ত হতে পারব।"

ব্যাসদেব জৈমিনীকে বললেন, —"এইরূপ প্রার্থনা করে পাপ পুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুর পাদপদ্মে নিপতিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

"অতঃপর বিষ্ণু পাপ পুরুষের দুর্দশা দেখে সহাস্যে বললেন, "হে পাপ পুরুষ ওঠ, আর খেঁদ না। একাদশীর দিন তোমার আশ্রয় কোথায় হবে, মন দিয়ে শোন। একাদশীর দিন তুমি খাদ্যশস্যে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর ভাবনা করো না, কারণ শ্রীএকাদশী সেখানে বাধা সৃষ্টি করবে না।' পাপ পুরুষকে এইরূপ বলে পরমেশ্বর

বিষ্ণু অন্তর্ধান করলেন এবং পাপ পুরুষ নিজের কাজে লিপ্ত হল।

"সুতরাং সেই থেকে পরম লাভে চেষ্টাবান ব্যক্তিগণ একাদশীর দিন শস্য গ্রহণ করে না। বিষ্ণুর আদেশে জড়-জগতে সকল প্রকার পাপকর্ম একাদশীর দিন খাদশস্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। একাদশী পালন করলে সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় এবং কখনো নরকগামী হতে হয় না। এক মুষ্ঠি শস্য খেলে কোটি ব্রাহ্মণ হত্যার পাপ হয়। একাদশী যারা পালন না করে তারা তো পাপীর অধম। সেই কারণে আমি বার বার বলছি যে একাদশীতে কখনও শস্য ভক্ষণ করো না। ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র নির্বিশেষে একাদশী পালন করা অবশ্য করণীয়। ইহাই বর্ণাশ্রমের ভিত্তি। একাদশী পালন করলেই সর্বপাপ নাশ হয় ও অবশ্যই বৈকুণ্ঠধাম লাভ করা যায়।"

একাদশী ব্রত অবশ্য পালনীয়

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলাবিলাসের প্রথম থেকেই 'একাদশীর উপবাসের 'প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে স্কন্দ পুরাণের একটি উদ্ধৃতি দিয় বলেছেন, " যে-মানুষ একাদশীর দিন শস্যদানা গ্রহণ করে, সে তার পিতা, মাতা ভাই এবং গুরু হত্যাকারী, এবং সে যদি বৈকুণ্ঠলোকেও উন্নীত হয়, তবুও তার অধঃপতন হয়।" একাদশীর দিন শ্রীবিষ্ণুর জন্য সব কিছু রন্ধন করা হয়, এমন কি অন্ন এবং ডালও, কিন্তু শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সেদিন বৈষ্ণবদের বিষ্ণুর প্রসাদ পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। সেই প্রসাদ পরের দিন গ্রহণ করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। একাদশীর দিন কোন রকম শস্যদানা এমন কি অন্ন—তা যদি বিষ্ণুপ্রসাদও হয়, তবুও তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। বিধবা না হলেও শাস্ত্র অনুসারে একাদশীর ব্রত পালন করার প্রথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন (দ্রষ্টব্য— *'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'*, আদিলীলা, ১৫/৮-১০)

—শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ভক্তি সহকারে একাদশী ব্রত পালন করলে সকল যজ্ঞ ও সকল প্রকার ব্রত

পালনের ফল লাভ হয়ে থাকে। এই তিথিতে অন্নগ্রহণকারীকে পশুর থেকেও নিকৃষ্ট বলে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনেকের ধারণা 'শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথের অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ দোষাবহ নহে', এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুরীতে অনেকেই নিঃসঙ্কোচে অন্ন গ্রহণ করেন, ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও তাঁর সধবা জননী শ্রীশচীদেবীকে এই ব্রত পালন করতে অনুরোধ করেছিলেন। একাদশী তিথিতে নিরম্বু উপবাস করাই শ্রেয়। কিন্তু যারা উপবাস করতে একেবারেই অসমর্থ তারা একাদশীর প্রসাদ রূপে অল্প পরিমাণে ফল-মূল, আলুর সবজি, দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। সারাদিন হরিভক্ত সঙ্গে শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি করতে হয় এবং রাত্রে জাগরণ ও হরিকথা শ্রবণ করা প্রয়োজন। একাদশী ব্রত পালনের সময়ে পরনিন্দা, পরচর্চা, মিথ্যাভাষণ, ক্রোধ, দুরাচারী দর্শন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

একাদশী তিথিতে ধান, গম, যব, ভুট্টা ও সরিষা জাতীয় যাবতীয় খাদ্য বর্জনীয়। এই তিথিতে সমস্ত পাপ এই পঞ্চ শস্যের ভিতর অবস্থান করে।

পঞ্জিকাতে পারণের যে সময় দেওয়া থাকে সেই সময়ের ভিতর শস্যজাতীয় প্রসাদ গ্রহণ করে পারণ করা একান্ত দরকার। নতুবা একাদশীর ফল লাভ হয় না।

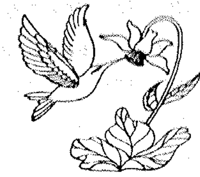
একাদশী ব্রত-পারণে মহাপ্রসাদ-সম্মান-বিচার

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী-দিনে, কৃষ্ণনাম-সুকীর্ত্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা।।
সঙ্গে স্বরূপদামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে, "একমনে, কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন।।
কেহ কর সংখ্যানাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ-কথা।"
যথা তথা পড়ি' সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্ব্বথা।।
হেনকালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্ব্বভৌম-সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু-অগ্রেতে ধরিল।।
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি' তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া।।
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি',
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি' হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন।।

"সর্ব্বব্রত-শিরোমণি, শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ।।
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা-শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা।।"
প্রভু বলে,—"ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী-মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ-পূজন করি, পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিন নাহি রয়।।
শ্রীহরিবাসর-দিনে, কৃষ্ণনাম-রসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।।
অন্য রস নাহি লয়, অন্য কথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন।।
প্রসাদ- ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা-একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ-ভোজন।।
অনুকল্প-স্থানমাত্র, নিরন্ন প্রসাদপাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপ-পুরুষের সঙ্গে, অনাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর-ব্রত।।

ভক্তি-অঙ্গ-সদাচার, ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী-কৃপা-লাভ হবে।
অবৈষ্ণব-সঙ্গ ছাড়, একাদশী-ব্রত ধর,
নাম-ব্রতে একাদশী তবে।।

প্রসাদসেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না কর কভু বুঝহ অন্তরে।।
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে, নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ।।
যে অঙ্গের যেই দেশ- কাল-বিধি -ব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত।।
সর্ব্ব অঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন।।
একাদশী-দিনে নিদ্রাহার- বিসর্জ্জন।
অন্য দিনে প্রাসাদ-নির্ম্মাল্য সুসেবন।।
শ্রীনামভজন আর একাদশী-ব্রত।
একতত্ত্ব নিত্য জানি' হও তাহে রত।।" (শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)



কতিপয় সাধারণ কর্তব্য ও আচার

(সাধারণ গৃহস্থ ভক্তগণের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বৈষ্ণবাচার সমূহ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্র-বচন-সমূহ হইতে সংগৃহীত হইল।)

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ ও সিদ্ধগণকে এবং গুরুবর্গকে অর্চনা করিবে। সর্বদা পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবে, পরিচ্ছন্ন কেশ ও মনোহর বেশ ধারণ করিবে; কিঞ্চিন্মাত্রও পরধন হরণ করিবে না; অল্পপরিমাণেও অপ্রিয় বাক্য বলিবে না, মিত্যা বাক্য প্রিয় হলেও বলিবে না, পরের দোষ কীর্তন করিবে না; কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না; ভগ্ন যানে আরোহন করিবেন না; বিদ্বেষপ্রাপ্ত, পতিত, উন্মত্ত, বহুলোকের সহিত শত্রুতা-বিশিষ্ট, অতিশয় কীটতুল্য পীড়ক, অসতী, অসতীর পতি, মিথ্যাবাদী, অতিশয় ব্যয়শীল, পরদার-রত ও শঠ এই সকল মনুষ্যের সহিত মিত্রতা করিবে না। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিবে না; মুখ আবরণ না করিয়া হাই তুলিবে না; উচ্চহাস্য করিবে না; শব্দ সহকারে অধোবায়ু ত্যাগ করিবে না; নখবাদ্য করিবে না; নখ দ্বারা ভূমি লিখন করিবে না; দন্ত দ্বারা শ্মশ্রু বা নখ ও লোম ছেদন করিবে না; অমেধ্য ও অমঙ্গল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; শব দেখিয়া হুঙ্কার করিবে না; শব গন্ধকে নিন্দা করিবে না। পূজ্যদের, ব্রাহ্মণ, ও প্রদীপের ছায়া অতিক্রম করিবে না; অতিশয় জাগরণ, অতিশয় নিদ্রা, অতি উচ্চ আসন, অধিক্ষণ শয্যায় অবস্থান, ও অতিশয় ব্যায়াম বর্জন করিবে; দংষ্ট্রী ও শৃঙ্গী জন্তুকে দূরে বর্জন করিবে। নগ্ন হইয়া স্নান ও শয়ন করিবে না বা কিছু স্পর্শ করিবে না। মুক্ত কচ্ছে আচমন ও দেবাদির পূজা করিবে না; স্নানের পর আর্দ্র কেশ কম্পিত কবিবে না; দাঁড়াইয়া আচমন করিবে না; পদের দ্বারা পদ আক্রমণ করিবে না; পূজ্যগণের সম্মুখে পদ প্রসারণ করিবে না; দণ্ডায়মান হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। শ্লেষ্মা, বিষ্ঠা মুত্র ও রক্ত কদাচ লঙঘন করিবে না; ভোজন কালে থুথু ও শ্লেষ্মা ত্যাগ করিবে না; স্ত্রীলোকগণকে অপমান ও বিশ্বাস করিবে না; স্ত্রী লোকদিগের প্রতি ঈর্ষা করিবে না; বৃষ্টি ও রৌদ্রে ছত্র ধারণ করিবে; শরীর রক্ষার্থে সর্বদা পাদুকা পরিধান করিয়া গমন করিবে; ঊর্ধ্বে, বক্রভাবে ও দূরে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভ্রমণ করিবে না; প্রিয় বাক্য অহিতকর হইলে তাহা

বলিবে না; হিতকর বাক্য অপ্রিয় হইলেও বলিবে; শ্রাদ্ধ, ব্রত, জপ, দান, দেবতার্চন, যজ্ঞ ও তর্পণকারীকে অভিবাদন করিবে না। অসৎ শাস্ত্র, অসতের সহিত বাস ও অসৎ-সেবা বর্জন করিবে। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সম্ভাষণ বর্জন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষুধাদি-পীড়িত, রুগ্ন, অধিক বিদ্বান, গুর্বিণী, ভার বাহক ও বৈষ্ণব এই সকল লোককে পথ দিবে। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদগ্রস্ত, বিরূপ, ধূর্ত, অঙ্গহীন ও অধম এই সকল লোককে উপহাস করিবে না বা ইহাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না। পরকে দণ্ড দিবে না; পুত্র ও শিষ্যকে শিক্ষার্থ দণ্ড দিবে। অঙ্গুলি দ্বারা জলপান করিবে না; পাকার্থ অগ্নিতে মুখ দ্বারা ফুঁ দিবে না। হস্ত ও পদ দ্বারা জলে আঘাত করিবে না; ইষ্টক ও ফল দ্বারা ফল আঘাত করিবে না; ম্লেচ্ছ-ভাষা শিক্ষা করিবে না; চরণ দ্বারা আসন আকর্ষণ করিবে না; ক্রোড়ে ভক্ষ্য দ্রব্য রাখিয়া ভক্ষণ করিবে না। পদ প্রক্ষালন করিবে না; অগ্নিতে পদদ্বয় উত্তপ্ত করিবে না; কাংস্য পাত্রে পা দিবে না; জলে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না; উচ্ছিষ্ট হইয়া গো, ব্রাহ্মণ ও অগ্নি স্পর্শ করিবে না; অগ্নি লঙঘন করিবে না। পশু, সর্প ও পক্ষিগণকে পরস্পর যুদ্ধ করাইবে না; বস্ত্র দ্বারা বীজন করিবে না; দেব মন্দিরে শয়ন করিবে না; অগ্নি, গো, এবং ব্রাহ্মণাদির মধ্য দিয়া গমন করিবে না; দুগ্ধের সহিত নিমক ভক্ষণ করিবে না।

(ইতি সংক্ষিপ্ত সাধারণ কর্তব্য ও আচার সম্পূর্ণ)



নামহট্ট প্রসঙ্গে আচার্যবর্গের উক্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

"গৃহাভ্যন্তরকে সুখময় করে তুলতে হলে প্রত্যেকের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত......তাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত......শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের মতো ভগবদ্‌তত্ত্ব সমন্বিত গ্রন্থাদি পাঠ করা উচিত.......পরিবারের সকলে মিলে সকাল ও সন্ধ্যায় একত্রে কীর্তন করা উচিত......."

(তাৎপর্য ঃ গীঃ ১৩/৮-১২)

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচারের জন্য সকলের সমবেতভাবে সংকীর্তন যজ্ঞ সম্পাদন করা উচিত......সকল শ্রেণীর ভক্ত একত্রে মিলিত হয়ে সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করবেন।"

(তাৎপর্য ঃ গীঃ ৯/৩৪)

"প্রত্যেকটি গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে, সংকীর্তন যজ্ঞকে দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া...."

(তাৎপর্য ঃ চৈঃ চঃ আঃ ১৪/৫৫)

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

"নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করার চেষ্টা করুন। এই কার্য কৃষ্ণভক্তি প্রদান করবে। শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা করার চেষ্টা করুন এবং তার স্থায়ী প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়াস করুন; দিনে দিনে যাতে তার শ্রী ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, সেই বিষয়ে যত্নবান হোন। মুদ্রণকেন্দ্র (ছাপাখানা) স্থাপন করে, ভক্তিমূলক শাস্ত্রাদি বিতরণ করে এবং নামহট্টের প্রসার করে প্রত্যেকে সুন্দরভাবে শ্রীধাম মায়াপুরের সেবা করতে পারেন। আমি যখন এই শরীরে বর্তমান থাকব না, তখনও আপনারা মায়াপুরের সেবা করবেন, সেটাই আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা। এটি সচেতনতার সঙ্গে সম্পাদন করার চেষ্টা করবেন।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

"আমরা আশা করছি যে, নামহট্টের বিষয়বস্তু সবরকম প্রচারের থেকে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুতে রূপান্তরিত হবে। শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ে যে সব মিথ্যা পদাদি প্রবেশ করছে, তা শীঘ্রই অন্তর্হিত হবে এবং অবশেষে শুদ্ধ হরিনামের জয়পতাকা সমগ্র পৃথিবীতে আন্দোলিত হবে।"

(শ্রীশ্রীনামহট্ট, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা)

"নামহট্ট প্রচারে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেকের দৃঢ় সংকল্পযুক্ত হওয়া উচিত"।

(শ্রীশ্রীনামহট্ট, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা)



ইস্‌কন শ্রীমায়াপুর ধাম

ইসকন
নিতাই গৌর
ঔদার্য
আত্ম নিবেদনম্
বৈরাগ্য
ভক্তি
আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ
বেদান্ত
দয়া
কার্পণ্যে
প্রাতিকূল্য বিবর্জনম্
ঐশ্বর্য্য
আত্ম নিক্ষেপ
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো
মাধুর্য্য
গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
সত্যম্
শৌচম্
সাধুসঙ্গ
নিত্য সেবা
গুরু-পরম্পরা
শ্রী শ্রী হরে কৃষ্ণ নামহট্ট


নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ।।

নামহট্ট পরিচয়
ইসকন
শ্রীমায়াপুর

নামহট্ট পরিচয়

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ